যুগাবতার।

"পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১১।

CALCUTTA :

PRINTED BY S. BHATTACHARYYA,
METCALFE PRESS :
1, GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20 CORNWALLIS STREET.

1896.

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকে, কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত এবং তাঁহার প্রধান প্রধান পার্ষদগণের দুই চারিটী কথা বিবৃত করাই আমার উদ্দেশ্য। গৌরাঙ্গচরিত বর্ণন অতি উচ্চ কথা; কিন্তু তাঁহার চরিত লিখিতে হইলে তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে চিন্তা করিতে হইবে, এই আনন্দে উৎসাহিত হইয়াই আমি তদীয় চরিতাখ্যানে উদ্যত হইয়াছি। শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের পদ-কমলে আমার নিবেদন যে, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারা যদি ইহাতে অনন্ত গৌরচরিতামৃতসিন্ধুর একবিন্দুও পতিত হইয়াছে দেখিতে পান, তাহাতেই আমি জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।

উপসংহারে সাধারণ সমীপে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি-তেছি যে, গৌরগণানুগত পণ্ডিত শ্রীযুত কালীময় ঘটক মহাশয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী সমন্বয়ে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

১। শ্রীমদ্ভাগবত
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত
৪। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল
৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত
৭। শ্রীভক্তমাল
৮। শ্রীভক্তিরত্নাকর
৯। শ্রীপদসমুদ্র
১০। শ্রীপদকল্পতরু
১১। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা
১২। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা
১৩। শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কৃত শ্রীনবদ্বীপধাম মহাত্ম্য,এবং চরিতামৃত ভাষ্য
১৪। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ কৃত ভক্তির জয় বা হরি দাস ঠাকুরের জীবন যজ্ঞ
১৫। শ্রীমুরলীবিলাস
১৬। শ্রীব্রহ্মসংহিতা

কলিকাতা, তালতলা
২৩নং ডাক্তার্স লেন
শ্রীচৈতন্যচতুষ্পাঠী
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১১।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যুগাবতার।

প্রথম খণ্ড।

"প্রফুল্ল-কমলারুণদ্যুতি বিড়ম্বি-রম্যাধরং,
সুতপ্ত কনকোজ্জ্বল দ্যুতি সনাথ নীলচ্ছদং।
সুকোমলপদাব্জ যুগ্ম বিচরৎ সুভক্তাবলিং,
ভজে নিখিল মঙ্গলং প্রণত সদ্ম পদ্মাসুতং

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গম স্থলবর্ত্তী নদীয়া বা নবদ্বীপ নগরে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হয়েন। সেই সময়ে বাঙ্গালার আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করা আবশ্যক। শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা প্রদেশ, মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচার ও পীড়নে যার পর নাই, শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। হিন্দু কীর্ত্তি সমুদয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। হিন্দু তীর্থ সমুদয় গৌরবহীন, হিন্দুর আচার ব্যবহার অধিকাংশ যাবনিক, হিন্দুর বেশ ভূষা যবনপ্রায়, এবং

হিন্দু জাতির কথাবার্ত্তার মধ্যেও অনেক যাবনিক শব্দ মিশ্রিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল যবন রাজের শাসনাধীনে থাকায়, বাঙ্গালার সমুদয়ই যবন ভাবাপন্ন হইয়াছিল।

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গেশ্বর লাক্ষ্মণেয় সেনকে কৌশলে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। লাক্ষ্মণেয় বল্লাল সেনের প্রপৌত্র এবং লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র। বল্লাল সেন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গের বিশেষ উন্নতির অবস্থা ছিল। পরে তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন যখন বাঙ্গালা শাসন করিতেন, তখন বাঙ্গালার সমৃদ্ধির আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে স্বরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। লাক্ষ্মণেয় ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনিই বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা। বক্তিয়ার খিলিজী বিহার প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়া যখন বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তখন লাক্ষ্মণেয় অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি কুটিলবুদ্ধি বক্তিয়ার কর্ত্তৃক রাজ্যসুখে বঞ্চিত হয়েন। লাক্ষ্মণেয় বক্তিয়ারের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করেন নাই, বক্তিয়ারের আগমন সংবাদেই তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পলায়ন করেন।

সেন বংশীয় রাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালার তিনটি রাজধানী ছিল। পুরাতন রাজধানী বিক্রমপুর, দ্বিতীয় রাজধানী গৌড় নগর, এবং তৃতীয় নবদ্বীপ। রাজাদিগের যখন যেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইত, তাঁহারা তখন সেই রাজধানীতে বাস করিতেন। লাক্ষ্মণেয় আপনার শেষ জীবন নবদ্বীপেই অতিবাহিত করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার সময়ে নবদ্বীপে বিদ্যা চর্চ্চার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি আপন সভায় পণ্ডিতবর্গ লইয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও তাঁহার অধীনে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বক্তিয়ার এই সমুদয় সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। বক্তিয়ার দেখিতে অতি কুৎসিত ছিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধিও তাঁহার আকৃতির অনুরূপ ছিল। বক্তিয়ার বাঙ্গালা অধিকার করার পর হইতে তাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে লোকের মনে ভয় সঞ্চার হইত। বালক বালিকাদিগকে ভয় দেখাইতে হইলে লোকে বক্তিয়ারের নাম করিত, এবং ঐ নামের সহিত এরূপ ভয় মিশ্রিত ছিল যে, নাম শুনিবামাত্র বালকগণ নিস্পন্দ হইত। এই ভীষণ আকৃতি বক্তিয়ার হইতে বাঙ্গালার সমুজ্জ্বল বক্ষে যে কালিমা পড়িল তাহা আর উঠিল না। ঐ সময় হইতে বাঙ্গালার হিন্দু জাতির অবস্থা সর্ব্ব বিষয়েই হীন হইতে লাগিল। রাজা বিধর্ম্মী, সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্ম জীবন দিন দিন শুষ্ক হইয়া গেল। পরিশেষে এরূপ দশা ঘটিল যে, হিন্দু জাতির কেবল নাম ব্যতীত আর কিছুই রহিল না।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যখন জন্ম গ্রহণে গৌড় দেশ ধন্য করিলেন, তখন বাঙ্গালার প্রধান প্রধান স্থান সমূহে মুসলমান কর্ত্তাগণ একাধিপত্য করিতে ছিলেন। নবদ্বীপ তখন চাঁদ কাজির শাসনাধীনে ছিল। নগরবাসিগণ উক্ত কাজি সাহেবের দোহাই দিয়া কোন প্রকারে আপনাদিগের কষ্টের জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। নবদ্বীপ সেনবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী হওয়ায়, পূর্ব্ব হইতেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল এবং মুসলমান

শাসনাধীনে থাকিয়াও উহার গৌরবের তাদৃশ হানি হয় নাই। বাঙ্গালার সমৃদ্ধিশালী নগর সমুদয় যবন রাজার অধীনে নিতান্ত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপ যে প্রভাবান্বিত বোধ হইত, ইহার অবশ্য কোন গূঢ় কারণ ছিল। স্থির চিত্তে বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই অনুভব হইতে পারে যে, কেবল মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইবেন বলিয়াই, বিধাতা নবদ্বীপকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

নবদ্বীপের বাহিরে জাঁক জমকের অভাব না থাকিলেও অভ্যন্তরে কিছুমাত্র সার ছিল না। হিন্দুর ধর্ম্ম লইয়াই জীবন গঠিত, কিন্তু ঐ সময়ে নবদ্বীপবাসীর ধর্ম্মভাব অতি হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেবল নবদ্বীপ কেন, সমগ্র বাঙ্গালা দেশবাসী তখন ধর্ম্মজীবন হারাইয়া নাম মাত্র মনুষ্য দেহ বহন করিতেছিল। একে কলি দোষে দূষিত,তাহাতে যবন অধিপতির অধীন, হিন্দুর ধর্ম্মোন্নতি কিরূপে হইবে? কলিযুগে এক পাদ মাত্র ধর্ম্ম স্থিতি। ঐ একপাদ ধর্ম্ম কেবল মাত্র সত্য আশ্রয় করিয়া আছে। সেই সত্য ধর্ম্মাশ্রিত ভক্ত দুই চারিজন যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সমাজের অবস্থা দেখিয়া অতি দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সময় সময় ভক্তগণ একত্র হইয়া, কি করিলে জীবের মঙ্গল হইবে, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথমে কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগ ধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

নবদ্বীপে তখন লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি। এই অসংখ্য

লোকের মধ্যে কয়েক জন মাত্র ভক্ত, জীবের দুঃখ মোচনের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। তৎকালে নবদ্বীপে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু বাস করিতেন, ভক্তবৃন্দ সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

প্রভু শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বগুণের আকর, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, ভক্তের চূড়ামণি এবং সর্ব্বলোকের গুরু ছিলেন। তিনি ভক্তগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমরা কাতর হইও না, শ্রীভগবান্ অবশ্যই জীবের দুঃখ মোচন করিবেন। ভক্ত সকলকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া শ্রীঅদ্বৈত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে জীবের নিস্তার হইবে। অনেক বিচার করিয়া দেখিলেন, শ্রীভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে, এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক সকলকে অপর কেহ উদ্ধার করিতে পারিবেন না। কি করিলে ভগবান অবতীর্ণ হইবেন, এই চিন্তা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত নিরন্তর তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গভীর হুঙ্কার করিতেন, আর সেই শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ ও গোলক স্পর্শ করিত। এই রূপে দিবানিশ কৃষ্ণ পূজা করিতেন, আর প্রেমের হিল্লোলে ভাসিয়া যাইতেন।

অদ্বৈত ঠাকুর, করুণা প্রচুর,
জীবের উদ্ধার লাগি।
করিয়া যতন, পূজে নারায়ণ
কর যোড়ে বর মাগি॥
ওহে দয়াময়, হও হে সদয়
পরম দয়াল তুমি।

তব দয়া বিনা, হবেনা হবেনা
উদ্ধার গৌড় ভূমি ॥
তুলসীর দল, সহ গঙ্গাজল
চরণে অর্পণ করি।
প্রেমের তরঙ্গে, ভেসে যান রঙ্গে
শ্রীকৃষ্ণ কিশোর স্মরি ॥
গোপাল গোবিন্দ, মাধব মুকুন্দ
বিনা নাহি বোল আর।
ভাবে হয়ে ভোর, প্রাণনাথ মোর
ব'লে ডাকে বার বার ॥
পাগলের প্রায়, শ্রীঅদ্বৈত রায়
নড়্ দিয়া জান কভু।
আনন্দ অপার ছাড়েন হুঙ্কার
বলি "এলে কিহে, প্রভু" ॥
করি প্রণিপাত, ওহে প্রাণনাথ
নদীয়ার চাঁদ হরি।
সহ ভক্তগণ, দিবে কি চরণ
এ দাস মস্তকোপরি ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীঅদ্বৈতের প্রেমপূর্ণ সরল আহ্বানে ভগবানের আসন টলিল। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র আর কেহ নহেন, সাক্ষাৎ সদাশিব ও মহাবিষ্ণু এক দেহে অবতীর্ণ। প্রভু শ্রীঅদ্বৈত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল ও শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত কি বলিতেছেন, দেখুন ;—

"মহেশ ঠাকুর সব আগে আগুয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম॥
পড়িয়া শুনিয়া গুন পরবীণ হইল।
অদ্বৈত আচার্য্য বলি পদবী লভিল॥
সেই মহা মহেশ্বর সত্ত্ব গুণ ধরে।
তমোগুণ বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে॥

শ্রীচৈ: মঃ—

"অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥
যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
একৈক মূর্ত্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ॥

অদ্বৈত তাঁহার অংশ নাহি কিছু ভেদ।
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

এক দিকে শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে আকর্ষণ করিতেছেন, অন্যদিকে যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ইত্যাদির সময় আসিয়া একত্র মিলিত হওয়ায় ভগবান অবতীর্ণ হইতে মনন করিলেন। ভগবান্ কি নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েন, প্রকৃত পক্ষে তাহা বুঝিবার শক্তি কাহার নাই।

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবত স্ত্রিলোক্যাং।
ক্কাহং কথং বা কতিবা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥"

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্কন্ধ।

ভগবান স্বয়ং যাহা ব্যক্ত করেন, আমরা তদনুসারেই তাঁহার অবতার উদ্দেশ্য জানিতে সক্ষম হইয়া থাকি।

শ্রীভগবদ্বাক্য, অর্জ্জুন প্রতি।—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শ্রীগীতা —

ভগবান অন্যান্য যুগে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ দুষ্ট লোক দিগকে দমন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, বর্ত্তমান কলি-

যুগে সেরূপ করেন নাই। এ যুগে তিনি প্রেম শিক্ষা দিয়া সাধুদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং কলিযুগ ধর্ম্ম হরি সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া পাতকী উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত গৌরাঙ্গ অবতারের আরও উদ্দেশ্য ছিল।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ একদিন মণিময় ভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আপনার মাধুর্য্যে আপনি মোহিত হন, এবং শ্রীমতী রাধিকা উহা আস্বাদন করিয়া যেরূপ আনন্দ ভোগ করিতেন, তাহা শ্রীরাধিকার ভাবে স্বয়ং অনুভব করিতে অভিলাষী হন। এই অভূতপূর্ব্ব মধুর বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ভগবান শ্রীরাধিকার ভাবদ্যুতি অঙ্গীকার করিয়া কলিযুগ পাবন গৌর বিগ্রহ হইলেন।

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপং॥"

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কৃত কড়চা।

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদৈঃস্ম কৃষ্ণ চৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

কৃষ্ণ সন্দর্ভ।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

ভগবান পূর্ব্বেই নিজ গুরুবর্গ ও ভক্তবৃন্দ পাঠাইয়া ভূমি পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এক্ষণে স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে মনন করিয়া নবদ্বীপবাসী শ্রীমিশ্র পুরন্দরের পত্নী শ্রীশচী দেবীর গর্ভ আশ্রয় করিলেন। মিশ্র পুরন্দর বা জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্টে, পরে তাঁহার পিতা গঙ্গাবাস উদ্দেশে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পত্নী শ্রীশচী দেবী।

"নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহ স্বধর্ম্মে তৎপর॥
উদার চরিত্র তেঁহ ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র॥
তাঁর পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণু ভক্তি সেই জগন্মাতা॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

শ্রীশচী দেবী ক্রমান্বয়ে আটটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। দুঃখের বিষয় ঐ আটটী কন্যাই অপ্রাপ্ত বয়সে কাল কবলিত হয়েন। সন্তান বিরহে দম্পতি যারপর নাই বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কি করিবেন, সকলই বিধাতার নির্ব্বন্ধ। পরিশেষে তাঁহারা ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া অপত্য বিচ্ছেদ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম করিয়াছিলেন। মিশ্র পুরন্দর ও শচী দেবী পুত্র বাঞ্ছা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনেক আরাধনা করিলে পর তাঁহাদিগের একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। মিশ্রবর পুত্রটির নাম বিশ্বরূপ রাখিলেন।

বিশ্বরূপ নামটি যেমন, প্রকৃত পক্ষেও তিনি তদ্রূপ ছিলেন। এমন অপরূপ রূপ লোকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বরূপ যেমন রূপবান্, তেমনি গুণবান্ হইয়াছিলেন।

"বিশ্বরূপ মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপ হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি॥"
তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণবান্ সেই বলদেব ধাম॥
বলদেব প্রকাশ পরব্যোম সঙ্কর্ষণ।
তিহোঁ বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার॥"

শ্রীচৈঃ চঃ।

বিশ্বরূপের পরে শচী দেবীর দীর্ঘকাল আর কোন সন্তান হয় নাই। যাহা হউক, বিশ্বরূপের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইয়া মিশ্র ও শচী দেবীর আর কোন প্রকার দুঃখ ছিল না। পরে ১৪০৬ শকের মাঘ মাসের শেষে একদিন মিশ্র পুরন্দর শচীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমাকে কয়েক দিন হইতে এক প্রকার অপরূপ সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা বলিয়া বোধ হইতেছে কেন? কই পূর্ব্বে কখন আমি তোমাকে ত এরূপ দেখি নাই। তোমাকে একটি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে।" শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের উক্ত কথায় সাহস পাইয়া বলিলেন যে, 'আমার বলিতে ভয় হয়, কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করায়

বলিতেছি, আজ কাল আমি মধ্যে মধ্যে অনেক প্রকার অলৌকিক ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি। আমি দেখিতে পাই যে, দিব্যমূর্ত্তি লোক সকল আমাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলেন ; কিন্তু আমি তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না।” এইরূপ কথোপকথন করিয়া উভয়ে বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে শচী দেবীর গর্ভ প্রকাশ পাইল। শচী দেবীর গর্ভ সঞ্চার সংবাদ অবগত হইয়া জগন্নাথ মিশ্র বলিলেন, “পূর্ব্ব ঘটনাসূত্রে আমার বোধ হইতেছে, কোন মহাজন তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এইক্ষণে কাহাকেও কিছু বলা হইবে না।” নারায়ণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।” এই স্থির করিয়া মিশ্রদম্পতি আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে গর্ভ ত্রয়োদশ মাস পূর্ণ হইল, কিন্তু তথনও সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় সকলেই চিন্তিত হইলেন। শচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী একজন সুবিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, “এই মাসেই সন্তান হইবে, তোমরা কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। চক্রবর্ত্তীর গণনায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল, সুতরাং সময় অতীত হইলেও আর কেহ ব্যাকুল হইলেন না। পরে ১৪০৭ শকে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অন্যান্য সমুদয় শুভযোগ আসিয়া মিলিত হইলে, সন্ধ্যার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ দিন চন্দ্রগ্রহণ থাকায় অসংখ্য লোক হরি হরি বলিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিল। সেই লক্ষ লক্ষ লোকের হরিধ্বনির মধ্যে ভক্তের প্রাণসর্ব্বস্ব গৌরহরি মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।

“শচী গর্ভে বসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥
সংকীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন।
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায়॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া—ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ॥
সবে বলে আজি বড় বাসি এ উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি সংকীর্ত্তন।
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অণুক্ষণ॥

হেনই সময়ে প্রভু জগত জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গ শচীগৃহে অবতীর্ণ হইলে ভক্তি জগতে একটি যুগান্তর উপস্থিত হইল। যাঁহাদিগের মুখে পূর্ব্বে ভ্রমেও কখন হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায় নাই, তাঁহারাও হরিহরিবোল বলিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলি এই প্রকার অভাবনীয় ভাব সমুদয় দর্শন করিয়া মনের উচ্ছ্বাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কি কারণে যে সর্ব্বলোকের অন্তরে এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তাহা কেহই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। ভক্তগণ ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই অন্তরের সুগুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন না। ঐ সময়ে সমগ্র নবদ্বীপ যেমন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিল; সেইরূপ অন্যান্য স্থানের লোক সকলও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিতেছিলেন। গ্রহণ ছলে নানা স্থানে ভক্তগণ হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমুদয় দেশ হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শচীদেবী এক অপূর্ব্ব সুকুমার প্রসব করিয়াছেন শুনিয়া প্রতিবেশী সকলে তাঁহার বাটীতে ছুটিয়া আসিলেন। পুত্রের অলৌলিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া রহিলেন। ওরূপ অসামান্য রূপ মাধুরী তাঁহারা পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। যাহা দেখিয়াছেন, তাহা ও মিশ্রের বাটীতে;— তাঁহার বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের রূপ। জগন্নাথ মিশ্রের একটি অপরূপ পুত্র সন্তান হইয়াছে, এই সংবাদ ক্রমে সমুদয় নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

বালকের কাঁচা সোনার ন্যায় অঙ্গ কান্তি, সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত অবয়ব, এবং দেহ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইতেছে, এই কথা শুনিবা মাত্র চারিদিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। যাঁহারা বালক দেখিতে আসিলেন, সকলেই বিমোহিত হইলেন। ঐ ভুবন মোহন রূপ যিনি একবার মাত্র দেখিলেন. তিনিই জন্মের মত আত্মহারা হইলেন, আর তাঁহাকে বিষয় স্রোতে ভাসিতে হইল না। তিনি অনন্তকালের জন্য ঐ রাঙ্গাপদে বিক্রীত হইলেন। ক্রমে চন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত,নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি জগন্নাথ মিশ্রের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ নবকুমার দেখিতে আসিলেন। শচী দেবীর ক্রোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিবামাত্র শ্রীবাসাদির অন্তর কাঁপিল। কি ভাবে যে কাঁপিল, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু পূর্ব্ব পরিচিত লোককে অনেক দিন পরে দেখিলে মনে যেমন ভাবের উদয় হয়, তাঁহাদিগের ঠিক তাহাই হইল। শ্রীবাস একবার বালকের দিকে চাহিলেন, আর বার আচার্য্য রত্নের দিকে চাহিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীবাসের বিস্ময় দেখিয়া একটুকু মুখ টিপিয়া হাসিলেন, আর কিছুই বলিলেন না। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী লগ্ন গণনা করিয়া দেখিলেন যে, বালক সামান্য নহে, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, শচী নন্দনরূপে অবতীর্ণ। আপনার মনের আবেগ ধারণ করিয়া তিনি মিশ্রবরকে নিভৃতে বলিলেন, "তোমার এই নন্দন সাক্ষাৎ শ্রীনন্দ তনুজ। ইহার পদতলে ও হস্তে মহাপুরুষের চিহ্ন সমুদয় দেখিতেছি।"

"লগ্নগণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।

মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, কি কব মহিমা,
চৌদ্দশত সাতশকে।
জয় জয় জয়, গৌরাঙ্গ বিজয়,
ঘোষিল সকল লোকে ॥
তারা গ্রহগণ, স্বোচ্চে অধিষ্ঠান,
করিল তখনি আসি।
অতি শুভক্ষণে, শচীর ভবনে,
উদিল গৌরশশী ॥
ঈশ্বর ইঙ্গিতে, রাহু আচম্বিতে,
গ্রাসিল আকাশ চাঁদ।

নদীয়া নগর, করিল উজর,
আসি নদীয়ার চাঁদ ॥
সবে বলে হরি, মুকুন্দমুরারি,
উঠিল মহান্ রোল।
কেহ নাচে গায়, কেহ বা বাজায়,
মুখে মাত্র হরিবোল ॥
ঈশ্বর মহিমা, কে বুঝিবে সীমা,
অনন্ত গুণের ধাম।
গ্রহণের ছলে, বলান্ সকলে,
কৃষ্ণের মধুর নাম ॥
যত ভক্তগণ, আনন্দে মগন,
প্রেম স্রোতে ভাসমান।
করতালি দিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
কৃষ্ণগুণ করে গান ॥
নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
হরি হরি ধ্বনি শুনি।
ভকত সুজন ভাবে মনে মন,
এল বুঝি গুণমণি ॥
নাচ এবে রঙ্গে, কীর্ত্তন তরঙ্গে
আর নাহি কোন ভয়।
বদন ভরিয়া, প্রেম মাথাইয়া
গাও গৌরাঙ্গের জয় ॥
পূর্ব্ব মহাজন, কবি বৃন্দাবন,
কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

রচিল অদ্ভুত, গৌরাঙ্গ চরিত,
অতুল ভুবন মাঝ ॥
তাঁ সবার পদে, বিপদে সম্পদে,
হবে কি আমার বাস।
বৈষ্ণব কৃপাতে, সব পারে হতে,
কহে বৈষ্ণবের দাস ॥

মহাপ্রভুর জন্ম দিনে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরের বাটীতে ছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তিনি অন্তরে জানিতে পারিয়া মহানন্দে নাচিয়া উঠিলেন। অনন্তর শীঘ্র গঙ্গার ঘাটে আসিয়া স্নান করিলেন এবং শচীপুত্রের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন। এই সময়ে সাধু হরিদাস শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাটীতেই ছিলেন। তিনি অদ্বৈত প্রভুর হঠাৎ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আজ আপনার এরূপ অপরিসীম আনন্দের কারণ কি? আবার আপনাকেই বা জিজ্ঞাসা করিব কি, আমারও অন্তরে যেন একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইতেছে"। এই বলিয়া দুইজনে ঠারে ঠোরে কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, শচী দেবী একটি অপূর্ব্ব পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এই সমাচার পাইবা মাত্র শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতা-ঠাকুরাণী বালককে যৌতুক দান করিতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। অদ্বৈত প্রভুর আদেশ পাইয়া সীতাদেবী নানাবিধ উপহার লইয়া এবং বহু সংখ্য দাসী চেড়ী সমভিব্যাহারে বহুমূল্য বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকারোহণে মিশ্র ভবনে যাত্রা করিলেন।

"অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগতপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দে'খিতে বালক শিরোমণি ॥
সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজত মুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেম জড়ি কটি পট্ট সূত্র ডোরী,
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, ভুনী ফোতা পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু ধন ॥
দুর্ব্বাধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার,
শচী গৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান্,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণ ময়।
বালকের দিব্য জ্যোতিঃ, দেখি পাইল, বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥

দূর্ব্বাধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও তুই ভাই।
ডাকিনী শাখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিত্তে,
ডরে নাম থুইল নিমাই॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী॥"
শ্রীচৈঃ চঃ—

শ্রীভগবানের এই বেদগোপ্য অবতারের উল্লেখ, ভাগবত ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। গৌর ভক্তগণ অবশ্য মহাপ্রভুর পূর্ণ আবির্ভাব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না কিন্তু সাধারণের প্রীতির জন্য দুই চারিটি শাস্ত্র প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

কুলার্ণব তন্ত্রে শম্ভুরবদৎ পার্ব্বতীং প্রতি।—

"ততঃ কালেচ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোহপি মহানিধিঃ।
হরিনাম প্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি॥"

বিশ্বসারে ;—

"গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে।
কলিপাপ বিনাশায় শচী গর্ব্ভে সনাতনঃ॥"
জনিষ্যতি প্রিয়ে মিশ্রপুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুণে পৌর্ণমাস্যাং চ নিশায়াং গৌর বিগ্রহঃ।

বৃহদ্ব্রহ্ম যামলে ;—

"কলৌ পূর্ণানন্দস্ত্রিভুবন জয়ী গৌর সুতনু-
র্ণবদ্বীপে জাতঃ সুরধুনী সমীপে নরহরিঃ।
দদং পাপীভ্যঃ সংস্তুতমপি হরের্ণাম সুকৃতং
তরিত্বা পাপাব্ধিং ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে প্রহ্লাদ স্তবৌ ;—

"ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভব স্ত্রিযুগোঽথ সত্যমিতি।
আচ্ছন্ন রূপত্ব মস্যৈশ্বর্য্য জ্ঞানবিষয়ত্বা ভাবাৎ॥"

ঐ ১০মে ৮অঃ ৯ শ্লোকঃ ;—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ—

সহস্র নাম স্তোত্রে ;—

"সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কঃ ৫ অঃ

২৮, ২৯ শ্লোক ;—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্র বিধানেন ফলাবপি তথাশৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥"

বায়ুপুরাণ ;—

"শুদ্ধোগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গ স্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তন গ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥"

স্কন্দপুরাণ ;—

"অন্তঃকৃষ্ণোবহির্গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ
শচীগর্ব্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষ কর্ম্মকৃৎ ॥"

বামন পুরাণ ;—

"কলৌঘোর তমাছন্নান্ সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান্।
শচী গর্ব্ভেচ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥"

ভবিষ্য পুরাণ ;—

"আনন্দাশ্রু কলা রোমহর্ষ পূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসরূপিণম্ ॥"

গারুড়ে ;—

"কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর বিগ্রহঃ ॥"

নারদীয়ে —

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠো নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষ্যামি সর্ব্বদা ॥"

কাপিল তন্ত্রে ;—

"জম্বুদীপে কলৌঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃসার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি ॥"

ব্রহ্ম যামলে ;—

"অথবাঽহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে॥"

পদ্ম পুরাণে ;—

"কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথী তটে ভুবি ভবিষ্যতি সনাতনঃ॥"

জৈমিনি ভারতে ,—

"ভক্তিযোগ প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায়চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্॥"

রমণ পুরাণে ,—

"কলিঘোর তমাচ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান্।
শচীগর্ব্ভে হরিঃ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥"

কৃষ্ণ যামলে।

পুণ্য ক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ।—

শচী গৃহে গৌরাঙ্গ দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এখন হইতে সকলে তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতে লাগিল। নিমাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ভুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চাঁদ মুখ একবার দেখিলে আর কেহ তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না। নিমাই শিশুকাল হইতেই ছলক্রমে আপনাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া কেহই বুঝিতে পারিতেন না। তিনি বিনা কারণে কাঁদিতেন এবং কোন প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে

বৃত্ত হইতেন না। কিন্তু হরিনাম শুনিবামাত্র স্থির হইতেন। নিমাইয়ের এই অলৌকিক স্বভাব দেখিয়া সকলে বলাবলি করিতেন যে, বালক বড় হইলে অতিশয় হরিভক্ত হইবে। প্রতিবেশিনী রমণীগণ যখন নিমাইকে দেখিতে আসিতেন, "হরি হরি" বলিয়া কৌতুক করিতেন। অলৌকিকচরিত নিমাই ক্রন্দন ছলেও জগতে হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন এই রূপে কয়েক মাস অতীত হইলে, বালকের নামকরণ কাল উপস্থিত হইল। মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এবং অপর আত্মীয়বর্গ নাম করণ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন এবং শুভ যোগে উৎসব সম্পন্ন করিলেন। বালকের কি নাম রাখা হইবে, ইহা লইয়া মতভেদ হইতে লাগিল। স্ত্রীগণ বলিলেন, শচীদেবীর অনেক সন্তান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই পুত্রের যে নিমাই নাম রাখা হইয়াছে, তাহাই থাকুক। পুরুষগণে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়ানুসারে বিশ্বম্ভর নাম রাখিতে অনুরোধ করিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এই শিশুর হস্তে পদে অলৌকিক রেখা সমুদয় দৃষ্ট হইতেছে, অতএব সামুদ্রিক শাস্ত্র মতে এই শিশু হইতে জগৎ উদ্ধার হইবার কথা যথা :—

পঞ্চ দীর্ঘঃ পঞ্চ সূক্ষ্মঃ সপ্ত রক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব পৃথু গম্ভীরো দ্বাত্রিংশ লক্ষণো মহান্॥"

আরও বলিলেন, "আমি জ্যোতিষ্ মতেও বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, এই বালক জগৎ পোষণ করিবে। অতএব শিশুর নাম 'বিশ্বম্ভরই' রাখা হউক।" পরিশেষে স্থির হইল, জন্ম পত্রিকানুসারে শিশুর নাম 'বিশ্বম্ভর' রহিল ; কিন্তু তিনি

'নিমাই' নামেই সর্ব্বদা অভিহিত হইবেন। স্ত্রীগণেরই জয় হইল, 'বিশ্বম্ভর' নিমাই নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে গৌর বা গৌরাঙ্গ বলিয়াও ডাকিত। নামকরণ হইয়া গেল, নিমাই নানারঙ্গে জগৎ মোহিত করিতে লাগিলেন। তিনি নিত্যই দুই একটি অলৌকিক লীলা করিতেন। এক দিন হামা-গুড়ি দিয়া খেলা করিতে ছিলেন, হটাৎ একটি বিষধর সর্প দেখিয়া ধরিলেন।

তাঁহাকে সর্প লইয়া খেলিতে দেখিয়া, সকলে ভয়বিহ্বল-চিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিলে, সর্প পলায়ন করিল। নিমাই সর্প লইয়া খেলা করিতেছিলেন; কিন্তু ঐ সর্প তাঁহাকে দংশন করে নাই, এই সংবাদ পাড়ায় প্রচারিত হইলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

"এক দিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক লীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া॥
আথে ব্যথে সবে দেখি হায় হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥
গরুড় গরুড় বলি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতা মাতা আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন॥
চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচী নন্দন॥

ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
চিরজীবী হও করি নারীগণ বলে॥
কেহ রক্ষা বান্ধে কেহ পড়ে স্বস্তিবাণী।
অঙ্গে কেহ দেয় বিষ্ণু-পাদোদক আনি॥
কেহ বলে বালকের পুনঃ জন্ম হৈল।
কেহ বলে জাতি সর্প তেঞি না লঙ্ঘিল॥
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায় সবে আনেন ধরিয়া॥
ভক্তি করি যে এসব বেদগোপ্য শুনে।
সংসার ভুজঙ্গ তারে না করে লংঘনে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিমাই ক্রমে হাঁটিতে ও কথা কহিতে শিখিলেন। তাঁহার মধু মাখা কথায় সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে হরি হরি বলিয়া যখন নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহার সেই অপরূপ রূপ ও অলৌকিক ভাব দেখিয়া দর্শক বৃন্দের আনন্দের সীমা থাকিত না। নিমাই সর্ব্বদাই বাটীর বাহিরে যাইয়া বালক কুলের সহিত ক্রীড়া করিতেন, শচী দেবী সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে গৃহে রাখিতে পারিতেন না তিনি পিতামাতার জীবনের জীবন-স্বরূপ ছিলনে; সর্ব্বদা বাহিরে থাকিলে, পাছে কোন মন্দ লোকের দৃষ্টি পড়ে, এই ভয়ে শচী দেবী নিমাইকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু নিমাই সুবিধা পাইবামাত্র বাহিরে আসিয়া প্রতিবেশী বালক দিগের সহিত খেলা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের বালচাপল্য বৃদ্ধি পাইল। তিনি সুযোগ পাইলে

প্রতিবেশী দিগের ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্য দ্রব্য যাহা পাইতেন, চুরি করিয়া খাইতেন। কোন দিন কাহার গৃহে দুগ্ধ পান করিয়া আসিতেন। কোন দিন কাহার ভাত খাইয়া হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিতেন। কোন দিন কাহার শিশু সন্তান ঘরে শুইয়া আছে, নিমাই যাইয়া তাহাকে কাঁদাইতেন। এইরূপ নানা উপদ্রব করিতেন এবং দৈবযোগে প্রতিবেশিগণ কর্তৃক ধৃত হইলে, তাঁহাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে দিন নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। পর দিন আবার ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া পুনরায় ধৃত হইলে পূর্ব্ববৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। উপরিউক্ত বহুবিধ অন্যায় কর্ম্ম করিলেও, কেহই তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইতেন না। নিমাইয়ের অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কৃত অতি গর্হিত কর্ম্মেও প্রতিবেশিগণ কোন প্রকার দোষ দর্শন করিতেন না। যদি কেহ কোন কারণে নিমাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে আর সেই ক্রোধ থাকিত না। নিমাইকে দেখিবামাত্র কেন যে সকলে মুগ্ধ হইতেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেন না নিমাই সম্বন্ধে নবদ্বীপ নিবাসিগণের জীবনের উপর এক অদ্ভুত দৈবী মায়ার কার্য্য দৃষ্ট হইত। প্রতিবেশী সকলে আপন আপন পুত্র অপেক্ষা নিমাইকে অধিক ভাল বাসিতেন।

একদিবস দুইজন চোর নিমাইয়ের গাত্রে নানা অলঙ্কার দেখিয়া লোভ প্রবৃক্ত তাঁহাকে অলঙ্কার সহিত লইয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহারা অনেক ঘুরিয়া যে স্থান হইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিল, উদ্‌ভ্রান্তবৎ হইয়া ঠিক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের অনুসন্ধানে সমুদয় নগর বেড়াইয়া

পুত্র অদর্শনে পথে দাঁড়াইয়া বিলাপ করিতেছেন, প্রতিবেশিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া আছেন, অনেকে ক্রন্দনও করিতেছেন, ইতিমধ্যে নিমাই আসিয়া মিশ্র পুরন্দরকে পিতা বলিয়া ডাকিলেন। পুত্র পাইয়া মিশ্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না; কিন্তু নিমাই কোথায় গিয়াছিল এবং কিরূপেই বা প্রত্যাগত হইল, তাহা কেহই হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। জগন্নাথ মিশ্র, পুত্র ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা নিমাই, তুমি কোথায় গিয়াছিলে?" নিমাই উত্তর করিলেন "আমি গঙ্গাতীরে গিয়াছিলাম এবং পথ ভুলিয়া যাওয়ায় বাটী আসিতে পারিতেছিলাম না। পরে দুই জন লোক আমাকে কোলে করিয়া এখানে আনিয়া দিলে আমি দৌড়িয়া আপনার নিকট আসিলাম।" "কোন্ দুই জন লোক তোমাকে লইয়া আসিয়াছে, আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দিব," এই বলিয়া মিশ্র অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও উক্ত লোকদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের বাল্য-চাপল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, দেখিয়া শচীদেবী ও মিশ্র পুরন্দর উভয়েই তাঁহাকে নানাপ্রকার মিষ্ট বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে, নিমাই যখন সুযোগ পাইতেন, তখনই পরের এবং আপনার বাড়ীর দ্রব্যাদি অপচয় করিতেন। একদিন শচীদেবী বলিলেন, "বাবা নিমাই, তুমি আপন বাড়ীতে যাহা ইচ্ছা হয়, কর, কিন্তু পরের বাড়ী যাইয়া কাহার কোন দ্রব্য অপচয় করিও না। দেখ, তোমার জন্য আমাদিগকে কত প্রকার কথা শুনিতে হয়।' নিমাই মায়ের মিষ্ট ভৎ সনায় কিছু লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু আপনার চাপল্য পরিত্যাগ করিলেন না।

এক দিবস কোন শিষ্ট ব্রাহ্মণ, তীর্থসেবন উদ্দেশে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দৈবযোগে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে আগমন পূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণের অঙ্গীকার করিলেন। মিশ্র পুরন্দর ব্রাহ্মণ অতিথি পাইয়া যার পর নাই আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসনপ্রদান করিলেন। অতিথি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে মিশ্র তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন যে তিনি উদাসীন, এক্ষণে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। মিশ্র পুরন্দর অতিথি ব্রাহ্মণের পরিচয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন মহাশয়, আপনিই প্রকৃত

সাধু, এবং আপনার ন্যায় সাধু ব্যক্তি সকল কেবল জগৎ পবিত্র করিবার জন্যই পর্য্যটন করিয়া থাকেন। অদ্য আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আপনি আমার গৃহে পদার্পন করিয়া আমাকে ধন্য করিলেন। আমার অনুমান হইতেছে নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, নতুবা আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি কি জন্য অতিথি হইবেন? যাহা হউক আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে যখন আপনার শুভাগমন হইয়াছে, তখন অনুমতি করুন, রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিই।"

অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া মিশ্র সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণও আনন্দের সহিত পাককার্য্য সমাধা করিলেন। পাকান্তে ব্রাহ্মণ অন্নাদি আপন অভীষ্ট দেবকে নিবেদন করিয়া ধ্যান করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রীগৌরাঙ্গ যাইয়া একগ্রাস অন্ন খাইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বালক অন্ন খাইতেছে, কি করিবেন, "হায়! হায়! বালক অন্ন চুরি করিয়া খাইল" বলিয়া জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিতে লাগিলেন। মিশ্র আসিয়া দেখিলেন, গৌরাঙ্গ অন্ন খাইয়া চোরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। পুত্রের অসদ্ব্যবহারে মিশ্রের ক্রোধ জন্মিল, এবং এরূপ দুষ্ট বালককে তাড়না না করিলে ক্রমে আরও মন্দ হইবে, এই বিবেচনায় গৌরাঙ্গকে মারিতে উদ্যত হইলে, অতিথি ব্রাহ্মণ করে ধরিয়া নিবারণ করিলেন। ব্রাহ্মণের আহার না হওয়ায় মিশ্রবর অতিশয় লজ্জিত হইয়া পুনরায় রন্ধনের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলে পুনরায় সমুদয় আয়োজন হইল। এবারও ব্রাহ্মণ অন্নপাক করিয়া ইষ্টে নিবেদন করিতেছেন,

এমন সময় গৌরাঙ্গ আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অন্ন খাইলেন। এই বার যখন ব্রাহ্মণ অন্ন পাক করেন, তখন নিমাইকে অপর বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু নিমাই তত্রত্য সকলকে মোহিত করিয়া পুনঃরায় আসিয়া ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করিলেন। তজ্জন্য মিশ্রবর যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন এবং নিমাইকে মারিবার জন্য একগাছি যষ্টি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। নিমাই পিতাকে যষ্টি হস্তে আসিতে দেখিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া লুকাইলেন। মিশ্র তর্জ্জন করিতে করিতে ধাইতেছেন, দেখিয়া সকলে তাঁহাকে করে ধরিয়া নিবারণ করিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণও মিশ্রবরকে বলিলেন, "আপনি অনর্থক বালককে মারিয়া কি করিবেন। আজ ভগবান্ আমার অদৃষ্টে অন্ন আহার লেখেন নাই, বালকের দোষ কি? গৃহে ফল কিম্বা অন্য যাহা থাকে, লইয়া আসুন, আমি তাহাই আহার করিব।" এই প্রকার কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে বিশ্বরূপ তথায় আসিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, কিন্তু তখনও অতিথি ব্রাহ্মণের আহার হয় নাই শ্রবণ করিয়া বিশ্বরূপ বড়ই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ উপবাসী থাকিবেন, ইহা তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি ব্রাহ্মণকে পুনরায় অন্নপাক করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণের আর তৃতীয়বার অন্ন-পাকের ইচ্ছা না থাকিলেও বিশ্বরূপের বিশ্ববিমোহন রূপে মোহিত হইয়া এবং তাঁহার অমৃত সিঞ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অগত্যা পাক করিতে স্বীকার করিলেন। পাছে নিমাই পুনরায় ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করেন, এই ভয়ে তাঁহাকে ঘরের ভিতর অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। জগন্নাথ

মিশ্র স্বয়ং যষ্টিপাণি হইয়া গৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্ট রহিলেন। ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার পাক সমাপন করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্টে অর্পণ করিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় বালক আসিয়া পুনরায় অন্ন খাইতেছে, দেখিতে পাইলেন। নিমাই আপনার রক্ষক সকলকে মায়া নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ব্রাহ্মণকে কৃপা করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ জানেন না যে, তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তিনি আবার বালকে অন্ন খাইল বলিয়া "হায়! হায়!" করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তকে আর বঞ্চনা করিলেন না, একবারে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চতুর্ভুজ শ্যামতনু, এক হস্তে নবনীত রাখিয়া অপর হস্তে ভক্ষণ এবং অপর দুই হস্তে মুরলীবাদন করিতেছিলেন। বক্ষে শ্রীবৎস ও কৌস্তভ মণি শোভিতেছিল এবং মণিময় হার দুলিতে ছিল। ব্রাহ্মণ স্বীয় ইষ্টদেব পরমারাধ্য বৈকুণ্ঠের পতি শ্রীবিষ্ণুকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আত্মহারা করিল। ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে শ্রীভগবান্ পদ্ম হস্ত স্পর্শদ্বারা তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। বৈকুণ্ঠের নায়ককে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া উহা নয়ন নীরে সিক্ত করিতে লাগিলেন। ভক্তের বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরসুন্দরও আর নীরব রহিলেন না। সুমধুর বাক্যে কহিলেন, "ওহে বিপ্র! তুমি জন্মে জন্মে আমার দাস, তাই আজ তোমাকে দেখা দিতে আসিলাম"। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে স্বভক্তকে কৃপা করিয়া এবং তাঁহার প্রকটকালে ঐ

ঘটনা ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়া, যে গৃহে বন্দী ছিলেন, তথায় যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। নিদ্রাভিভূত থাকায় কেহই এই ঘটনার কিছু জানিতে পারিলেন না। বিপ্রবর পরমানন্দে ভগবানের প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া জন্ম সার্থক করিলেন, এবং প্রেমে বিভোর হইয়া কখন উচ্চরবে হাসিতে লাগিলেন, কখন নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার করিয়া ভগবানের জয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার হুঙ্কার শব্দে বাটীর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণের একবার ইচ্ছা হইল যে, সকলের নিকট প্রকাশ করেন, কিন্তু ভগবানের নিষেধ থাকায় বলিতে সাহস হইল না।

"অন্ন উপস্করি সেই সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি কৃষ্ণের করিলা নিবেদন॥
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
নিদ্রাদেবী সবারে ঈশ্বর ইচ্ছায়।
মোহিলেন সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়॥
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচী-নন্দন॥
বালক দেখিয়া বিপ্র বলে হায় হায়।
সবে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পায়॥
প্রভু বলে অয়ে বিপ্র তুমিত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান॥

আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি॥"
শ্রীচৈঃ ভাঃ—

তৎপর দিন ব্রাহ্মণ বিদায় লইয়া চলিলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন! গৌর প্রেম ফাঁস তাঁহার গলায় লাগিয়াছে, সুতরাং গুপ্তভাবে নবদ্বীপেই থাকিলেন। নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনান্তে যদি একবারও গৌরসুন্দরকে দেখিতে পান, এই আনন্দে গর গর হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

গৌরাঙ্গ প্রেম যে, সহজ মানুষকে পাগল করে, গৃহীকে উদাসীন করে, সম্রাট্‌কে ভিখারী করে, গর্ব্বিতকে তৃণতুল্য লঘু করে, নীরসকে সরস করে এবং শোকাভিভূত চিত্তে শান্তি প্রদান করে, তাহার আর কোন প্রকার প্রমাণের প্রয়োজন নাই। গৌর প্রেম যে, কি বস্তু, তাহা গৌর ভক্ত ভিন্ন অন্যের বেদ্য নহে। তথাপি যদি পাঠকের জানিতে বাসনা হয়, তাহা হইলে গৌরাঙ্গ লীলার আদ্য অন্ত, একবার অন্তরে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, উহা কি রূপ। কাশীধামে শঙ্কর মঠের আচার্য্য এবং সহস্র সহস্র পরমহংস শিষ্যের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ বা প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি বলিয়াছেন, দেখুন—

"সান্দ্রানন্দোজ্জ্বল রসময় প্রেম পীযূষসিন্ধোঃ,
কোটিং বর্ষণ্‌ কিমপিকরুণা স্নিগ্ধ নেত্রাঞ্জনেন।
কোয়ং দেবঃ কনক কদলীগর্ভ গৌরাঙ্গ যষ্টি,
শ্চেতোঽকস্মান্মম নিজপদে গাঢ় যুক্তং চকার॥"

"কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ সুরসরিৎপূরাদহোপাবনঃ,
শীতাংশোরপি শীতলঃ সুমধুর মাধ্বীক সারাদপি,
দাতাকল্পমহীরুহাদপি মহাস্নিগ্ধোজনন্যা অপি,"
প্রেম্না গৌরহরিঃ কদানুহৃদিমেধ্যাতঃ পদং ধাস্যতি ॥"

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরি বর্গাঃ,
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টক কোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্বয়ামি বিকলঃ কিমহং করোমি,
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥"

"সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য কাম—
ক্রোধাদি নক্র মকরৈঃ কবলীকৃতস্য,
দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য,
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি কৃপাবলম্বম্ ॥"

"পাত্রাপাত্র বিচারণাং নকুরুতেনস্বম্পারম্বীক্ষতে,
দেয়াদেয় বিমর্শকো নহি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যোযঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন ধ্যানাদিনা দুর্ল ভং,
দত্তে ভক্তিরসং সএব ভগবান্ গৌরঃ পরংমে গতিঃ ॥"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে নিমাই পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। বিদ্যাভ্যাসের সময় হইয়াছে ভাবিয়া মিশ্র পুরন্দর বিলম্ব না করিয়া শুভক্ষণে নিমাইয়ের হাতেখড়ি দিলেন। নিমাই এদিকে অত্যন্ত চপল হইলেও বিদ্যাশিক্ষার সময় স্থিরভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতেন তাঁহাকে যাহা একবার মাত্র বলিয়া দেওয়া হইত, তাহা আর পুনরায় বলিতে হইত না। দুই তিন দিনের মধ্যে সমুদয় ফলা বানান শিক্ষা করিলেন। এইরূপে পিতা মাতাকে আনন্দিত করিয়া নিমাই বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক দিবস শ্রীএকাদশী, নিমাই পাঠশালা হইতে বাটী আসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দেন্ না। নিজ-ভাবে বিভোর হইয়া কাঁদিতেছেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া নানাবিধ মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রন্দন থামে না। পরিশেষে শচীদেবী ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা নিমাই, তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ আমাকে বল। তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব।" মাতার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিমাই বলিলেন "হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিত দুই ভ্রাতা অদ্য একাদশীর উপবাস করিয়া আছেন, এবং বিষ্ণুপূজার নিমিত্ত নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছেন। যদি এই দণ্ডে সেই সকল নৈবেদ্য আমাকে আনিয়া দিতে পার, তবেই আমি সুস্থির হইব, তাহা না পাইলে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিব, আর কাহার কথা

শুনিব না।" শচী দেবী পুত্রের অসম্ভব আবদারের কথা শ্রবণ করিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিত দুই ভ্রাতাই পরম ভাগবত। তাঁহারা বালকের ঐ আবদারের কথা লোক পরম্পরায় শুনিবা মাত্র বিষ্ণু পূজার জন্য যে উপাদেয় নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আনিয়া নিমাইকে দিলেন এবং সকলকে বলিলেন "অদ্য আমাদিগের বিষ্ণুপূজা সার্থক হইল। এই বালককে সামান্য শিশু বলিয়া বোধ হইতেছে না। অদ্য শ্রীএকাদশী এবং আমরা বিষ্ণুপূজার জন্য দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়াছি, ইহা এই বালক কিরূপে জানিতে পারিল। যাহাহউক, ব্রাহ্মণদ্বয় মনের সাধে নিমাইকে ভোজন করাইয়া সেই অপরূপ রূপ মাধুরীর সহিত

"বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

হাতে খড়ি হওয়ার পর হইতে নিয়মিত সময়ে পাঠশালায় যাওয়া নিমাইয়ের এই একটি নূতন কার্য্য হইল। পূর্ব্বে আর এ চিন্তা ছিল না, কেবল পিতা মাতা প্রভৃতিকে ভয় করিলেই চলিত, কিন্তু এক্ষণে আবার শিক্ষকের ভয় একটি নূতন উপসর্গ হইল। যাহাহউক, ঐ সকল প্রতিবন্ধক থাকিলেও নিমাই বালচাপল্য প্রকাশ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করিতেন না। প্রতিবেশী বালক সকলেই তাঁহার অত্যন্ত বশীভূত ছিল এবং তাঁহাকে না দেখিলে কাহার চিত্ত প্রফুল্ল হইত না। সমবয়স্ক বালক সকল আজ্ঞাধীনে থাকায় নিমাই যাহা মনে

করিতেন,তাহাই করিতেন কেহই তাঁহাকে শাসন করিতে সমর্থ হইত না। কি গঙ্গার ঘাটে, কি নগরের পথে, সর্ব্বত্রই যার পর নাই চাপল্য প্রকাশ করিতেন। পাঠশালার ছুটী হইলে নিমাই অন্যান্য বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন, এবং প্রায় অর্দ্ধ প্রহর তথায় নানা প্রকার উপদ্রব করিতেন। নদীয়ার এক এক ঘাটে তখন অসংখ্য লোক স্নান করিত, নিমাই প্রতি ঘাটে যাইয়া বালকদিগের সহিত জল ফেলাফেলি করিতেন। কখন সাঁতার দিতেন, কখন জল ছিটাইয়া লোকের সর্ব্বাঙ্গে দিতেন এবং কেহ নিষেধ করিলে তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। এইরূপ নিত্যই নানা প্রকার উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে সকলে যাইয়া মিশ্র পুরন্দরকে বলিলেন, "আপনার পুত্র নিমাইয়ের অত্যাচারে আমরা কেহই সুস্থ চিত্তে গঙ্গাস্নান করিতে পারিতেছি না। নিমাই স্বয়ং যারপর নাই চপল এবং অন্যান্য চপল বালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গার ঘাটে বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। নিমাইয়ের ন্যায় দুষ্ট বালক আমরা কখন দেখি নাই।"

নিমাই যে কেবল পুরুষদিগকে বিরক্ত করিতেন, এরূপ নহে। স্ত্রীলোক এবং বালিকাদিগের নিকটও চাপল্য প্রকাশ করিতে ছাড়িতেন না, সুতরাং তাঁহারাও শচী দেবীকে তাঁহার পুত্রের অত্যাচারের কথা বলিতে বাধ্য হইলেন। মিশ্র পুরন্দর প্রাণাধিক পুত্রের অন্যায় ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং পাছে সকলের বিরাগভাজন হওয়ায় নিমাইয়ের কোন প্রকার অকুশল ঘটনা হয়, এই ভয়ে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মিশ্র পুরন্দরের মানসিক চিন্তার কারণ বুঝিতে

পারিয়া অনুযোগকারিদিগের মধ্য হইতে দুই চারি জন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন," আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। নিমাই যদিও আমাদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, আমরা তজ্জন্য তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই। নিমাই বালক, তাহাকে শাসন করিবার জন্যই আমরা আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি।" উক্ত সান্ত্বনা বাক্যে মিশ্রবর সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই কি কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে, আপনারা আমাকে বলুন, নিমাই আসিলে আমি তাহাকে শাসন করিব, ওরূপ কার্য্য আর না করে।" মিশ্র পুরন্দর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সকলে আপন আপন অভিযোগের কারণ বলিতে বাধ্য হইলেন। এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ধ্যান করিতে ছিলাম, নিমাই আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া বলিল কাহার ধ্যান করিতেছ—? এই দেখ আমিই কলিযুগে প্রত্যক্ষ নারায়ণ।" অন্য এক জন ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি শিব পূজা করিতে ছিলাম, আপনার পুত্র অজ্ঞাতসারে আমার শিবলিঙ্গ তুলিয়া লইয়াছিল।" অপর একজন বলিলেন "আমি বিষ্ণু পূজার জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে ছিলাম, নিমাই তাহা কাড়িয়া খাইয়াছে।" কেহ "বলিলেন আমার স্কন্ধ হইতে উপবীত তুলিয়া লইয়াছিল।" কেহ বলিলেন "আমি স্নান করিতেছিলাম, নিমাই ডুব দিয়া আমার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।" এইরূপ কাহারও শুষ্ক বস্ত্রে জল দিয়াছেন, কাহারও ছেলের কাণে জল দিয়া কাঁদাইয়াছেন, কাহারও পুঁথি চুরি করিয়াছেন, কাহারও পৃষ্ঠে চড়িয়াছেন, কাহারও গাত্রে বালুকা দিয়াছেন, কাহারও কাপড় লইয়া স্ত্রীলোকদিগের

কাপড়ের সহিত বদল করিয়াছিলেন,ইত্যাদি যাহার প্রতি যেরূপ উপদ্রব হইয়াছিল, তৎসমুদয় ব্যক্ত করিলে মিশ্রবর সকলকেই মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। ওদিকে স্ত্রী ও বালিকাগণও শচী-দেবীর নিকটে নিমাইয়ের কুব্যবহারের কথা বলিতে লাগিলেন।

"হেনকালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপমনে আইলেন শচীদেবী যথা॥
শচী সম্বোধিয়া সবে বলেন বচন।
শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করম॥
বসন হরয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল সহ করে দ্বন্দ॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল্ করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওক্ড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার?
পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাই তোমার॥
দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
তৎক্ষণে কন্দল হইবে তোমা সনে॥

নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়বাণী॥
নিমাই আইলে আজি এড়িব বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া॥
শচীর চরণ ধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে॥”
শ্রীচৈঃ ভঃ—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর অনন্ত বাল্যলীলা বর্ণন করিতে কেহই সক্ষম নহেন। স্বয়ং বেদব্যাস যাহার পার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, এরূপ দুঃসাহস কাহার হইবে যে, সেই অপার লীলার পার অন্বেষণে বাসনা করিবে। অনন্তের কখন অন্ত পাওয়া যাইতে পারে না। গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব লীলাও অনন্ত, সুতরাং কোন প্রকারে তাহার সীমা হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভক্তের প্রতি ভগবানের যতটুকু কৃপা হয়, তিনি তদনুসারেই

ভগবল্লীলা আস্বাদনে সমর্থ হয়েন। ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপাও অসীম, এবং সেই সাহসেই ভক্তবৃন্দ ভগবানের অসীম অতিগূঢ় রহস্য পূর্ণ প্রকট লীলার মধুর রস আস্বাদন করিতে সর্ব্বদা বাসনা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সুমধুর লীলামৃত আপনারা আস্বাদন করিয়া যখন বুঝিলেন যে, উহা অনন্ত, তখন জগতের জীবের প্রতি তাঁহাদিগের করুণার উদ্রেক হইল। জীবে দয়াই সাধুদিগের জীবনের ব্রত স্বরূপ। গৌর ভক্তবৃন্দ, ভক্তিবারি অভাবে জগৎ পরিশুষ্ক প্রায় হইয়াছে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, অনন্ত ধারায় গৌর প্রেমামৃত বর্ষণ করিয়া ত্রিভুবন শীতল করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ও প্রধান প্রধান ভক্তগণের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের নাম।

১। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু।
২। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।
৩। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী
৪। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত এবং তাঁহার তিন ভ্রাতা।
৫। শ্রীরাম পণ্ডিত।
৬। শ্রীপতি পণ্ডিত।
৭। ও শ্রীনিধি পণ্ডিত।
৮। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য রত্ন।
৯। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
১০। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত।
১১। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত।
১২। শ্রীগোবিন্দাচার্য্য।
১৩। শ্রীরাঘব পণ্ডিত।

১৪। শ্রীসনাতন মিশ্র।
১৫। শ্রীস্বরূপ দামোদর।
১৬। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত।
১৭। শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।
১৮। শ্রীহরিদাস ঠাকুর।
১৯। শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত।
২০। শ্রীলোকনাথ।
২১। শ্রীসদাশিব পণ্ডিত।
২২। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
২৩। শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী।
২৪। শ্রীরায় ভবানন্দ ও তাঁহার শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র।
২৫। শ্রীশিবানন্দ সেন।
২৬। শ্রীচৈতন্য দাস।
২৭। শ্রীরামদাস।
২৮। শ্রীকবি কর্ণপুর।
২৯। শ্রীবল্লভ সেন।
৩০। শ্রীশ্রীকান্ত সেন।
৩১। শ্রীশ্রীমান পণ্ডিত।
৩২। শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
৩৩। শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
৩৪। শ্রীবাসুদেব দত্ত।
৩৫। শ্রীমুরারি গুপ্ত।
৩৬। শ্রীসত্যরাজ খান্।
৩৭। শ্রীশ্রীমান সেন।
৩৮। শ্রীগদাধর দাস।
৩৯। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
৪০। শ্রীবাসুদেব ঘোষ।
৪১। শ্রীমাধব ঘোষ।
৪২। শ্রীনরহরি ঠাকুর।
৪৩। শ্রীমুকুন্দ দাস।
৪৪। শ্রীরঘুনন্দন দাস ঠাকুর।
৪৫। শ্রীচিরঞ্জীব সেন।
৪৬। শ্রীসুলোচন দাস।
৪৭। শ্রীবিজয় দাস।
৪৮। শ্রীকৃষ্ণ দাস।
৪৯। শ্রীশ্রীধর।
৫০। শ্রীহিরণ্য পণ্ডিত।
৫১। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত।
৫২। শ্রীবনমালী পণ্ডিত।
৫৩। শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান।
৫৪। শ্রীগোপীনাথ সিংহ।
৫৫। শ্রীসনাতন গোস্বামী।
৫৬। শ্রীরূপ গোস্বামী।
৫৭। শ্রীবল্লভ বা শ্রীঅনুপম।
৫৮। শ্রীবংশীবদনানন্দ।
৫৯। শ্রীজীব গোস্বামী।

৬০। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।
৬১। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত।
৬২। শ্রীসূর্য্য দাস পণ্ডিত।
৬৩। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত।
৬৪। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী।
৬৫। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।
৬৬। শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য।
৬৭। শ্রীশেখর পণ্ডিত।
৬৮। শ্রীশ্রীনাথ মিশ্র।
৬৯। শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র।
৭০। শ্রীঈশান।
৭১। শ্রীমহেশ পণ্ডিত।
৭২। শ্রীমধুসূদন কর।
৭৩। শ্রীহরিদাস বিপ্র।
৭৪। শ্রীঠাকুর সারঙ্গ দাস।
৭৫। শ্রীগোপাল আচার্য্য।
৭৬। শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বা শ্রীচৈতন্য দাস।
৭৭। শ্রীরাম দাস।
৭৮। শ্রীঅভিরাম দাস।
৭৯। শ্রীকমলাকান্ত।
৮০। শ্রীমাধবাচার্য্য।

৮১। শ্রীযদুনন্দন।
৮২। শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত।
৮৩। শ্রীবল্লভ আচার্য্য।
৮৪। শ্রীপরমানন্দ পুরী।
৮৫। শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য।
৮৫। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম।
৮৬। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য।
৮৭। শ্রীকাশী মিশ্র।
৮৮। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র।
৮৯। রাজ শ্রীপ্রতাপ রুদ্র।
৯০। শ্রীভগবান আচার্য্য।
৯১। শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী।
৯২। শ্রীশিখি মাহাতি।
৯৩। শ্রীমুরারি মাহাতি।
৯৪। শ্রীমাধবী দাসী।
৯৫। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
৯৬। শ্রীবাণী নাথ।
৯৭। শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
৯৮। শ্রীগঙ্গাদাস।
৯৯। শ্রীতপন মিশ্র।
১০০। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী।

উল্লিখিত মহাত্মগণ ব্যতীত আরও সহস্র সহস্র ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহান্, সুপণ্ডিত এবং ভক্তের অগ্রগণ্য ছিলেন। এই সমুদয় ভক্ত ভারতের নানাস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ ভারতের নানা স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সময়ে নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হয়েন।

"কার জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটী গ্রামে।
কেহ রাঢ় উড্র দেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয়-দাসের জন্ম অন্য স্থানে॥

* * *

গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন অশোচ্য দেশেতে॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ জন্মায়েন দূরে দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার॥

শোচা দেশে শোচা কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতার।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তার॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময়॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥
নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥"
শ্রীচৈঃ ভাঃ—

মহাপ্রভুর পার্ষদ গণের মধ্যে যাঁহারা নবদ্বীপে বাস করিতেন, তন্মধ্যে মুরারি গুপ্ত বেজা একজন অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। গৌরাঙ্গ যখন বাল্যরস আস্বাদনে বিভোর, সেই সময় এক দিবস মুরারির সহিত তাঁহার পথে দেখা হইল। মুরারি গুপ্ত একজন লোকের সহিত যোগশাস্ত্র বিচার করিতে করিতে যাইতেছিলেন, নিমাই তাঁহাকে হাত নাড়িয়া যোগ ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিলেন। মুরারি গুপ্ত দেখিয়াও যেন দেখিলেন না, যেরূপ ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ছিলেন, সেই রূপই করিতে লাগিলেন। নিমাইও পুনরায় মুরারির শাস্ত্রব্যাখ্যা-

ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। মুরারি গুপ্ত নিমাইকে পুনরায় পরিহাস করিতে দেখিয়া, ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন "এরূপ অভদ্র বালক ত কখন দেখি নাই। মিশ্র পুরন্দরের এই ছেলেকে, কে ভাল বলে?" মুরারিকে কোপন দেখিয়া নিমাই ক্রোধভরে বলিলেন, "ওহে মুরারি গুপ্ত! তুমি আমাকে যেমন গালি দিতেছ, ইহার সাজা অদ্য ভোজনের সময় দিব।" বালকের কথায় মুরারি কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে তথা হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। উক্ত দিবসে মুরারি গুপ্ত নিজ বাটিতে ভোজন করিতে বসিয়াছেন, অর্দ্ধেক আহার হইয়াছে, এমন সময় নিমাই তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভোজন পাত্রে মূত্র ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ওহে মুরারি গুপ্ত! আজকাল যে বড় যোগশাস্ত্রে মন দিয়াছ দেখিতেছি। তোমার বুদ্ধি অতি মন্দ, সেই জন্য ভক্তি পথ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান কর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছ। যাহাহউক, যদি আপনার মঙ্গল চাহ, তাহা হইলে আজ হইতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণ ভজন কর। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান্ এবং জীবের প্রতি তাঁহার অপার করুণা। এই বলিয়া নিমাই অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হঠাৎ অদর্শন হইলে গুপ্ত বেজ্ঞার অন্তরে বিস্ময় জন্মিল, এবং পথে নিমাই যে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এখন বুঝিতে পারিলেন। মুরারি গুপ্ত পূর্ব্বেই লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীভগবান শচীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ কথা কেবল জন প্রবাদ নহে, উহা সম্পূর্ণ সত্য।" এইবার মুরারি জ্ঞান হারাইলেন কি করিবেন কিছুই

মনে আসিল না, আস্তে আস্তে মিশ্রভবন অভিমুখে গমন করিলেন। মুরারির নয়ন যুগল হইতে অবিরত বারিধারা নির্গত হইতেছিল এবং মজ্জা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় পথ চলিতেও কষ্ট বোধ হইতেছিল। মুরারির বাড়ী হইতে মিশ্রভবন অধিক দূর না হইলেও মুরারিকে দুই তিনবার পথিমধ্যে বিশ্রাম করিতে হইল। মুরারির অন্তরে যে বিশ্বমোহন রূপ পশিয়াছে, তাহাতে অন্তর নিবিষ্ট থাকায় তাঁহার দৃষ্টিরও ব্যত্যয় হইতে লাগিল, এই জন্য ভ্রমক্রমে তাঁহাকে দুই একবার অন্য পথেও যাইতে হইয়াছিল। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ; এবং ভাগ্যক্রমে তিনি নবদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেছেন, এই কথা যতই মুরারির অন্তরে উদয় হইতে লাগিল, তিনি ততই দিশেহারা হইতে লাগিলেন। যাঁহাকে ব্রহ্মাদি দেবতা ধ্যান যোগেও প্রাপ্ত হয়েন না, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন আজ শচীসুতরূপে, আমাদের চর্ম্মচক্ষের গোচরে! এইবার মুরারি নিস্পন্দ, আর পা চলিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িলেন। পুলকে মুরারির সর্ব্ব অঙ্গ পরিপূর্ণ হইল এবং অপার আনন্দস্রোত তীব্রবেগে স্রোতস্বিনীর ন্যায় তাঁহার নয়নপথে ধাবিত হইল। মুরারি কাঁদিতেছেন, আর "হা করুণাময়" বলিয়া ডাকিতেছেন, কিন্তু নিমাই আর তখন পথে চলিতেছেন না, সুতরাং তাঁহাকে কে উত্তর দিবে? এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে মুরারি অতি কষ্টে চিত্ত স্থির করিয়া মিশ্রভবনে যাইয়া পৌঁছিলেন। শচীদেবী নিমাইকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন এবং মিশ্র পুরন্দর সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছেন, এমন সময় মুরারি তথায় উপনীত হইয়া নিমাইকে রক্ষা করিয়া

ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মিশ্র পুরন্দর “কি করিলে, কি করিলে” বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন “আপনি এ কি অন্যায় কার্য্য করিলেন? নিমাই কি আপনার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছে?” মুরারিগুপ্ত তখন হাস্য করিয়া বলিলেন “ওহে মিশ্র পুরন্দর! আপনার নিমাই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, সামান্য বালক নহেন।” আমি যে এই কথা বলিলাম, ইহা আপনারা পরে জানিতে পারিবেন।” এই বলিয়া গুপ্তবেঝা তথা হইতে বিদায় লইয়া একবারে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বাটিতে গমন করিলেন। তৎকালে নবদ্বীপের মধ্যে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতই ভক্ত বৃন্দের একমাত্র যুড়াইবার স্থল ছিলেন। মুরারি গুপ্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ পূর্ব্বক সমুদয় মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। অদ্বৈত প্রভু পূর্ব্বেই সকল বিদিত ছিলেন, এক্ষণে মুরারির প্রমুখাৎ শ্রীভগবান প্রকট হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল এবং ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আত্মসংযম করিয়া মহানন্দে গুপ্তকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন “এই গূঢ় কথা এক্ষণে অন্য কোন স্থানে ব্যক্ত করিও না; সময় হইলে আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন আর কাহাকেও কিছু বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।”

সবে মেলি খেলা খেলে, গুপ্ত বেঝা হেন কালে,
সেই পথে আইলা আচম্বিত।
তার সেই নিজ জন, সঙ্গে করি আগমন,
জ্ঞান পথে বিচারে পণ্ডিত॥

তার সনে অনুমানে, যোগ শাস্ত্র ব্যখানে,
কর শির করিয়া চালন।
দেখি বিশ্বম্ভর রায়, তার পাছে পাছে যায়,
অনুসরি গমন বচন॥

দেখি বৈদ্য মুরারি, কটাক্ষে তিলেক হেরি,
পুনঃ করে যোগের ব্যাখ্যান।
সেই মত বিশ্বম্ভরে, তর্জ্জার ব্যাখ্যান করে,
যেন হাত নাসা মুখ খান॥

এই মনে বেরি বেরি, পরিহাসে গৌর হরি,
শিশুগণ সংহতি করিয়া।
দেখিয়া মুরারি বৈদ্য, নিজ আচরণ গদ্য,
কুবচন বলিল রুষিয়া॥

এ ছারে কে বলে ভাল, দেখি অতি দুরাচার,
মিশ্র পুরন্দর সুত এই।
সর্ব্বত্র শুনিয়ে কথা, ইহার যে গুণ গাথা,
ভালো নাম ইহার নিমাই॥

ঐছন শুনিয়া বাণী, রুষিল সে গৌর মণি,
অনুগত কৃপার কারণে।
ভ্রূকুটি বয়ান করি, বলে বাক্য চাতুরি,
জানাইব ভোজনের ক্ষণে॥

শুনি বিশ্বম্ভর বাণী, মুরারি সে মনে গুণি,
ঘরে গেলা বিস্মিত হিয়ায়।
গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃতে, পাসরিল আন চিতে,
হৈল সেই ভোজন সময়॥

এথা বিশ্বম্ভর হরি, অঙ্গের সুবেশ করি,
কটিতে আঁটিয়া পিন্ধে ধড়া।
শিরে শোভে তিনঝুটি, গলায় সে রস কাঁটি,
কণ্ঠে লগ্ন মুকুতা দুবেড়া॥

নয়নে কজ্জল রেখা, পাঁচ ঝুটি বান্ধে শিখা,
ঝল মল হেম অলঙ্কারে।
চরণে মগরা খাড়ু, হাতে করি ক্ষীর লাড়ু,
চলিল ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥

মুরারি গুপ্তের ঘরে, গেল নিজ অভ্যন্তরে,
ভোজন করয়ে বৈদ্যরাজ।
মেঘ গম্ভীর নাদে, নিজ মন পরসাদে,
মুরারি বলিয়া দিল ডাক॥

স্বর শুনি স্মঙরিল, বিশ্বম্ভর যে বলিল,
গুপ্তবেঝা চমকিত চিত।
তবে সেই গৌরহরি, কি কর কি কর বলি,
সেই খানে হৈলা উপনীত॥

তরস্ত নাহিও তুমি, এই থানে আছি আমি,
ভোজন করহ বাপী বৈলা।
মধ্যে ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে লিয়ড় গেলা,
থাল ভরিয়ামৃত মুতিলা ॥

কি করিলি ছি ছি করি, উঠিলা সে মুরারি,
করতালি দিয়ে বলে গোরা।
কর শির নাড়িয়া, ভক্তি পথ আছাড়িয়া,
যোগ বল এই অতিপরা ॥"

শ্রীচৈঃ মঃ—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিমাই এক দিবস গঙ্গার ঘাটে যাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উপদ্রব করিতে ছিলেন, মিশ্র পুরন্দর উহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য হাতে লাঠী লইয়া ধাবিত হইলেন। মিশ্রবর অতিশয় ক্রোধাসক্ত চিত্তে চলিতেছেন, আর মুখে বলিতেছেন, "আজ কাহার নিবারণ শুনিব না, দেখি কত বড় দুষ্ট ছেলে, যেমন শাসন করিতে হয়, তাহা করিব।" নিমাই শুনিতে পাইলেন যে হাতে লাঠী লইয়া তাঁহার পিতা আসিতেছেন অমনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সহচর বালক দিগকে,

বলিয়া গেলেন যে, "পিতা আসিলে তোমরা বলিও, নিমাই পাঠশালা হইতে বাটী গিয়াছে, এখনও স্নান করিতে আইসে নাই, আমরা সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" পরে মিশ্র পুরন্দর গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলে সকল বালকে সেই রূপই বলিল। বালক দিগের মধ্যে নিমাইকে দেখিতে না পাইয়া মিশ্র অবাক্ হইয়া রহিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নিমাই বাটী যায় নাই, ইহা দেখিয়া আসিয়া ছেন, আবার এখানেও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না, সুতরাং বালক দিগের কথায় বিশ্বাস না করিয়া মিশ্র পুরন্দর অপর লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলেন। সকলে মিশ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "নিমাই এই মাত্র ঘাটে ছিল, আপনি আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিল। অদ্য তাহাকে ক্ষমা করুন, পুনরায় অত্যাচার করিলে আমরাই তাহাকে ধরিয়া দিব। আপনি নিমাইয়ের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। নিমাই সহস্র অপরাধ করিলেও আমরা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হই না। মিশ্রবর! আপনার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই। আপনার নিমাইকে দেখিলে আমাদের সর্ব্বপ্রকার শোকের শান্তি হয় এবং আমরা যে কি অনুপম আনন্দ উপভোগ করি তাহা বর্ণনা করা যায় না। নিমাইয়ের চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া আমরা সমুদয় জগৎ ভুলিয়া যাই। এমন ভুবনমোহন পুত্র যাহার, তাহার আর অভাব কি?" সকলের শিষ্টাচারে মিশ্রবর যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন "নিমাইকে আপনাদিগের পুত্র বলিয়া জানিবেন, এবং কৃপা করিয়া তাহার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আপনা-

দিগের চরণে আমার এই প্রার্থনা রহিল।" এই বিনয় বচনে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া মিশ্রপুরন্দর বাটী ফিরিয়া গেলেন। বাটী পৌঁছিয়া দেখেন নিমাই আসিতেছেন। হস্তে পুঁথি, সর্ব্বাঙ্গে কালির দাগ, স্নানের কোন চিহ্নও নাই। নিমাইয়ের অঙ্গে স্নান চিহ্ন না দেখিয়া মিশ্র বিস্মিত হইলেন।

"মিশ্র দেখি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত॥
মিশ্র বলে বিশ্বম্ভর কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ কেন স্নান করিবার॥
বিষ্ণুপূজা সজ্জ কেন কর অপহার।
বিষ্ণু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার॥
প্রভু বলে আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে॥
সকল লোকেরে তারা করে অবাভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে সবার করিব অবাভার॥
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গা স্নানে।
পুনঃ মিলিলেন সেই শিশুগণ সনে॥
বিশ্বম্ভরে দেখি সবে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরী॥
সবেই প্রশংসে ভাল নিমাই চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ।—

নিমাই যদিচ অত্যন্ত চপল এবং পিতামাতা প্রভৃতি কাহা-কেও তাদৃশ ভয় করিতেন না, কিন্তু অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিবা মাত্র অবনত হইতেন। বিশ্বরূপ বাল্যকাল হইতেই সংসারে বিরক্ত, এবং কখনও সাংসারিক কোন কথায় থাকিতেন না। তিনি অল্প বয়সেই সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, এমন কি বিজ্ঞতম অধ্যাপকগণও তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারগ হইতেন না। শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বরূপের এতাদৃশী প্রীতি ছিল যে, কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতীত কাহার সহিত অপর কোন আলাপ করিতেন না। তিনি উষাকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অমনি শ্রীঅদ্বৈতের সভায় যাইতেন, একদণ্ড কালও বাটীতে বৃথা কাটাইতেন না। বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর হইয়াছে এবং তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছেন দেখিয়া, মিশ্র পুরন্দর পুত্রের বিবাহ দিতে মনন করিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপের সাংসারিক সুখে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না, সর্ব্বদাই অদ্বৈত সভায় থাকিতেন এবং সর্ব্বশাস্ত্রেই কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতেন। বিবাহের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া বিশ্বরূপ চিন্তিত হইলেন, এবং কি প্রকারে সংসার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন, তাহার উপায় অন্বে-ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অল্প সময়ের জন্য কোন কোন দিন বাটীতে থাকিতেন, এক্ষণে তাহাও বন্ধ করিলেন। প্রত্যূষে অদ্বৈত সভায় যাইতেন এবং বেলা দুই প্রহর অতীত হইলে বাটীতে আহার করিতে আসিতেন। কোন কোন দিন এত অধিক বেলা হইত যে, শচীদেবী বিশ্বরূপকে ডাকিবার জন্য বিশ্বম্ভরকে পাঠাইয়া দিতেন। গৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম তখন ৫।৬ বৎসর মাত্র, তিনি অদ্বৈত সভায় যাইয়া বলিতেন, "দাদা!

ভোজনের সময় অতীত হইতেছে, বাটীতে এস, মা তোমাকে ডাকিতেছেন।” গৌরাঙ্গের মধুর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র বিশ্বরূপ চমকিত হইয়া একদৃষ্টে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিরীক্ষণ করিতেন। গৌরাঙ্গকে দেখিয়া বিশ্বরূপের তৃপ্তি হইত না, যতই দেখিতেন, দর্শন স্পৃহা ততই বৃদ্ধি পাইত। বিশ্বরূপের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, নিমাই কখনই সামান্য বালক নহেন, নিশ্চয়ই কোন দেবতা ছদ্মবেশে জগৎ মোহিত করিতেছেন। নিমাই অদ্বৈত সভায় যাইলে সকলেই অনিমিষ নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। কাঁচা সোণার ন্যায় বর্ণ, চক্ষু কজ্জলে শোভিত, অঙ্গ ধূলায় ধূসর, দিগম্বর, ভুবনমোহন অঙ্গ ভঙ্গীতে সকলের প্রাণ মন কাড়িয়া লইতেন। বিশ্বরূপ সভা হইতে উঠিলে নিমাই তাঁহার কোঁচার কাপড় ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাটী আসিতেন।

পাঠক মহাশয়! উক্ত ছবিখানি একবার হৃদয়ে রাখিয়া নিরীক্ষণ করুন দেখি! অহো বিশ্বম্ভর, যে ভাবে ত্রিভুবন ভুলাইবে, এই কি তাহার প্রথম অঙ্কুর?

বিশ্বরূপের মানসিক চিন্তা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা মাতা তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া, তিনি শীঘ্র গৃহত্যাগ করিতে মনন করিলেন। পিতা মাতা বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহাদিগের বাক্য অবহেলা করিতে পারিবেন না, এবং সংসারে আবদ্ধ হওয়াও হইবে না, এমত স্থলে গৃহত্যাগ ব্যতীত আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি গৃহত্যাগ করিলে নিমাইকে কে দেখিবে, এবং জননী দুঃখ পাইবেন, এই চিন্তার উদয় হইয়া

বিশ্বরূপের প্রশান্ত চিত্ত বিচলিত হইল। বিশ্বরূপ যদিও সর্ব্বদা বাটীতে থাকিতেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণ নিমাইগত ছিল। এক্ষণে কি করিয়া সেই প্রাণের অধিক নিমাইকে ছাড়িয়া যাইবেন, চিন্তার এই তাঁহার বলবতী হইল। রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, বিশ্বরূপের নিদ্রা আসিতেছে না, চিন্তা কেবল কি করিয়া নিমাইকে ভুলিবেন। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, তখনও নিদ্রা নাই, কেবল নিমাইয়ের চন্দ্রবদন মনে পড়িতেছে। রাত্রি প্রভাত হইলে আর যাওয়া হইবে না, ইহাও এক একবার ভাবিতেছেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা বিশ্বরূপের অন্তরে অভূতপূর্ব্ব তেজের সঞ্চার হইল। এদিকে রাত্রিও আর নাই, প্রভাত হইয়া আসিল দেখিয়া তিনি শয্যা পরিত্যার্গ করিয়া উঠিলেন, এবং একখানি পুঁথিমাত্র হস্তে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। গঙ্গার ঘাটে যাইয়া চিন্তা করিলেন, "কি করি, নৌকাযোগে পার হইলে সকলে জানিতে পারিবে, অতএব তাহা হইবে না।" এই স্থির করিয়া সন্তরণে গঙ্গা পার হইলেন। পুঁথিখানি পাছে জলসিক্ত হয়, এই আশঙ্কায় বাম হস্তে পুঁথি ধরিয়া তাঁহাকে কেবল দক্ষিণ হস্তে সন্তরণ দিতে হইয়াছিল। যাঁহার সংসার আশ্রমে এইরূপ তীব্র বৈরাগ্য, তাঁহাকে কে আট্‌কাইয়া রাখিবে। বিশ্বরূপ বাটী ত্যাগ করিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ এবং 'শঙ্করারণ্যপুরি' নাম ধারণ করিলেন।

"ষোড়শ বরিষ পুত্র ভেল বয়ঃক্রম।
বিবাহের যোগ্যরূপ যৌবন সংপূর্ণ॥

এই মত কথা পিতা হৃদয়ে করিল।
বিশ্বরূপ যোগ্যা কন্যা মনে বিচারিল॥
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র আইল নিজ ঘর।
বিশ্বরূপ বিবাহ দিব চিন্তিত অন্তর॥
কতক্ষণে বিশ্বরূপ দ্বিজ আইল ঘর।
সবিস্ময় পিতা দেখি বুঝিলা অন্তর॥
তবে সেই মতে বিশ্বরূপ দ্বিজবর্য্য।
সবিস্মিত পিতাকে দেখি বুঝিলেন কার্য্য॥
অন্তরে জানিলা মোর বিবাহের তরে।
চিন্তিত হইলা দৌতে কার্য্য করিবারে॥
বিবাহ করিব আমি নহে ত উচিত।
নহে বা জননী দুঃখ পাবে বিপরীত॥
এই মনে অনুমানে রাত্রি সুপ্রভাতে।
বাহির হইয়া গেল পুঁথি বাম হাতে॥
গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হৈল।
গত মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিল॥"

শ্রীচৈঃ মঃ

পরদিবস বেলা অনেক হইল, তখনও বিশ্বরূপ বাটীতে আসিতেছেন না দেখিয়া শচীদেবী উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। বিশ্বরূপের প্রায় প্রত্যহই অদ্বৈত সভা হইতে বাটী আসিতে বিলম্ব হইত, সুতরাং বেলা অধিক হইলেও কাহার মনে অন্য কোন প্রকার সন্দেহ হইতেছে না, সকলেরই বিশ্বাস যে বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভায় আছেন। শচীদেবী রন্ধন সমাপন করিয়া বিশ্বরূপের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, ক্রমে লোক পরম্প-

রায় শুনিতে পাইলেন যে, বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতেই শচীদেবীর অন্তরে কেমন এক প্রকার আশঙ্কার উদয় হইতেছিল, এক্ষণে লোক মুখে পুত্রের গৃহত্যাগ সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না, একবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। শচীদেবীর ক্রন্দনধ্বনিতে মিশ্রপুরন্দর এবং অপর সকলে ছুটিয়া আসিলেন, ক্রমে মিশ্রভবন ক্রন্দনশব্দে পরিপূর্ণ হইল। প্রতিবেশী সকলেই বিশ্বরূপের রূপে ও তাঁহার অসামান্য গুণে মোহিত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার গৃহত্যাগ সংবাদ শ্রবণে সকলেই অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মিশ্র বিজ্ঞতম হইয়াও প্রিয়পুত্রের বিরহ সহ্য করিতে পারিলেন না, কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নিমাই বাটীতেই ছিলেন, প্রাণের অধিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিবামাত্র তাঁহার যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। শচী দেবী যখন দেখিলেন যে, নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার শোকানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয় দগ্ধ করিল। নিমাই মাতৃক্রোড়ে সংজ্ঞা শূন্য, বাটিতে লোকারণ্য, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই হাহাকার করিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে নিমাইয়ের চৈতন্য হইলে তখন সকলের দেহে প্রাণ আসিল। নিমাই চেতনা লাভ করিলে. পাছে সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া আবার মূর্চ্ছিত হয়েন, এই ভয়ে সকলে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে বাধিত হইলেন। এদিকে নবদ্বীপের বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ সংবাদ অবগত হইবামাত্র

মিশ্রবরকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সত্বরে তাঁহার বাটিতে আগমন করিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, "বিশ্বরূপের গৃহত্যাগে নবদ্বীপবাসী সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন, এবং ঐ প্রকার সৎপুত্রের বিচ্ছেদ সহ্য করা অসম্ভব, সন্দেহ নাই। কিন্তু মিশ্রপুরন্দরের সৌভাগ্যেরও সীমা নাই, কারণ বংশের একজন মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে ঐ সমুদয় কুল উদ্ধার হয়। আমরা দেখিতেছি, মিশ্র পুরন্দরের শোকের কোন কারণই নাই। জগৎ যাহা বাঞ্ছা করে, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার তাহাই ঘটনা হইয়াছে। বিশ্বরূপ স্বকীয় প্রকৃতি অনুরূপ কার্য্যই করিয়াছেন। তাঁহা হইতে মিশ্রপুরন্দরের ত্রিকোটি কুল উদ্ধার হইল। বিশেষতঃ যাঁহার বিশ্বম্ভরের ন্যায় পুত্র বর্ত্তমান, তিনি শত শত পুত্রের শোকও সহজে সহিতে পারেন। মিশ্র পুরন্দর! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। নিমাই আপনাদিগকে প্রতিপালন করিবে। নিমাইকে সামান্য বালক বলিয়া অনুমান হয় না। নিমাই নিঃসন্দেহ ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ। আমাদিগের এত বয়স হইল, নিমাইয়ের সদৃশ বালক কখন দেখি নাই। কারণ কি জানিনা, কিন্তু নিমাইকে দেখিবামাত্র আমরা মোহিত হই। কেবল আমরা নহি, নিমাই সমুদয় নবদ্বীপবাসীকে মোহিত করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। নিমাই কোন প্রকার গর্হিত কর্ম্ম করিলেও উহা আমাদের চক্ষে পরম সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। যদি নিমাই কখন অপর কোনব্যক্তির দ্রব্য অপচয় করেন, কিংবা কাহার নিকট কোন বিষয়ে অপরাধী হয়েন, তাহা হইলে আমরা সেই ব্যক্তিকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করি, এবং আমাদের

ঐ প্রকার ভাগ্য কবে হইবে, এই বাসনা করিয়া থাকি।”
সুহৃদ্‌বর্গের এবংবিধ সান্ত্বনা বাক্যে মিশ্র পুরন্দর ও শচীদেবী
নিমাইয়ের চাঁদমুখ চাহিয়া কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বরূপের শোক
নিবারণ করিলেন।

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর হইতে নিমাই পূর্ব্বাপেক্ষা ধীর
হইলেন। পাছে পিতা মাতা কাতর হয়েন এই জন্য সর্ব্বদা
তাঁহাদিগের নিকটে থাকিতেন, প্রায় বাটির বাহিরে যাইতেন
না। খেলা পরিত্যাগ করিয়া পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করি-
লেন, এক দণ্ড পুস্তক ছাড়িয়া রহিতেন না। যাহা একবার
পড়িতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। অধ্যাপকের নিকট
যেরূপ ব্যাখ্যা শুনিতেন, আপনি তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া
অন্য বালকদিগকে ঠকাইতেন। তাঁহার বুদ্ধি চাতুর্য্যে কোন
বালকই তর্ক করিতে সমর্থ হইত না। মিশ্র পুরন্দর পুত্রের
এই প্রকার অলৌকিক বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন।
তাঁহার ভয়, পাছে, বিশ্বরূপের ন্যায় অধিক পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া
নিমাইও গৃহত্যাগ করিয়া যান। নিমাই বিদ্যাভ্যাসে মন
দিলেন বটে, কিন্তু মিশ্র পুরন্দরের তাহাতে মনের শান্তি না
হইয়া বরং আরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইল। নিমাইয়ের অসাধারণ
বুদ্ধি দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন, “এত অল্প বয়সে
এরূপ বুদ্ধি চাতুর্য্য আমরা কখন দেখি নাই।” মিশ্র পুর-
ন্দরের ভাবনা অন্যরূপ, তিনি ভাবিতেছেন যে, “বিশ্বরূপকে
হারাইয়াছি, আবার যদি নিমাই হারা হই, তাহা হইলে ক্ষণ-
মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। নিমাই এক্ষণে অন্ধের
যষ্টি, জীবনের জীবন, মিশ্রপুরন্দর অনেক চিন্তা করিয়া নিমা-

ইয়ের পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। পুত্রের লেখা পড়া বন্ধ হওয়ায় শচী দেবী কিঞ্চিৎ দুঃখিতা হইলেন বটে, কিন্তু মিশ্র কাহার কথা শুনিলেন না। তিনি বলিলনে "নিমাই যদি মূর্খ হইয়া গৃহে থাকে, তাহা হইলে উহাই আমার পরম মঙ্গল। আমি আর কোন ক্রমে নিমাইকে পড়িতে দিব না।"

"শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ॥
শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
এই পুত্র না রহিবে সংসার ভিতর॥
এই মতে বিশ্বরূপ পড়ি সব্ব শাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিলমাত্র॥
সব্ব শাস্ত্র মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হইতে হইলা বাহির॥
এহ যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হৈব জ্ঞানবান্।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিব পয়ান॥
এই পুত্র সবে দুই জনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাই॥
শচী বলে মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে ত কন্যাও না দিবে কোন জনে॥
মিশ্র বলে তুমি ত অবোধ বিপ্রসুতা।
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই কৃষ্ণ সবার রক্ষিতা॥

জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ।
পাণ্ডিত্য পোষয়ে কিবা কহিল তোমাত ॥
কিবা মূর্থ কি পণ্ডিত যাহারে যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈব আপনে ॥
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ব বল ॥
সাক্ষাতেই এই কেন না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার কেন ঘরে নাহি ভাত ॥
ভাল মতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিমাইয়ের পড়া বন্ধ হইয়া গেল। কি করিবেন, পিতার বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না। পিতা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই করা ভাল, এই স্থির করিয়া নিমাই আবার পূর্ব্বের ন্যায় খেলায় মন দিলেন।

পূর্ব্ব সঙ্গিগণ প্রাণের সমান প্রিয় নিমাইকে পাইয়া আনন্দে উৎসাহিত হইলেন, এবং নানা প্রকার ক্রীড়া দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। আজকাল নিমাই খেলায় এরূপ উন্মত্ত হইলেন যে, রাত্রি অধিক না হইলে আর খেলা ভাঙ্গিয়া বাটীতে আসেন না। মিশ্র পুরন্দর সকলি দেখিতেছেন, কিন্তু কোন কথাই বলেন না। এক দিবস তিনি কার্য্যান্তরে গমন করিলে নিমাই বাটীর বাহিরে যে স্থানে পরিত্যক্ত হাঁড়ি পড়িয়া থাকে, তথায় যাইয়া হাঁড়ির উপরে বসিয়া রহিলেন। বালকেরা তাঁহাকে ঐ রূপ অপরিস্কার স্থানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শচীদেবীকে যাইয়া বলিলেন। জননী আসিতেছেন, দেখিয়া নিমাই মুখ হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। সোণার অঙ্গে হাঁড়ির কালি লাগিয়াছে, চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া শচী দেবী 'হায়! হায়!' করিয়া উঠিলেন। নিমাই কি জন্য রাগ করিয়াছেন, শচীদেবী তাহার কিছুই জানেন না। দুই চারি বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা নিমাই তোমার কি হইয়াছে বল? ছি ছি ওরূপ অপরিস্কার স্থানে কি যাইতে আছে? দেখ দেখি! উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির

কালি গাত্রে লাগিয়াছে। এস বাবা এস, কি চাহি বল, এখনি দিতেছি। এত দিনে, কি পবিত্র, কি অপবিত্র, কিছুই বুঝিলে না?"

জননী ভর্ৎসনা করিতে থাকিলে, নিমাই ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন যে, "তোমরা আমাকে লেখা পড়া শিখিতে দিলে না। আমি মূর্খ, মূর্খের আবার ভদ্রাভদ্র বিচার কি? আরও দেখ আমি যে স্থানে থাকি, তাহা কখন অপবিত্র হইতে পারে না। আমি কখন অশুচি স্থানে থাকিনা। আমি যে স্থানে থাকি, গঙ্গা আদি তীর্থ তথায় অবস্থিতি করেন। বিধাতার সৃষ্টির কিছুই অপবিত্র নহে। শুচি অশুচি ইহা কেবল আমাদিগের কল্পনা মাত্র। যদিও লোকাচার মতে কোন দ্রব্যকে অপবিত্র জ্ঞান কর, তাহা হইলে উহা আমার স্পর্শ মাত্রে পরম পবিত্র হইয়া থাকে, জানিবে। বিশেষতঃ যে হাঁড়িতে নারায়ণের ভোগের নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জন পাক করা হইয়াছে, তাহা কখন অস্পৃশ্য হইতে পারে না।"

নিমাইয়ের কথা শুনিয়া শচী দেবী অবাক, হইয়া রহিলেন, অপর সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। শচী দেবী বলিলেন "বাবা নিমাই, এস, স্নান করিবে এস। নিমাই বলিলেন, "আমি কোন মতে এই স্থান হইতে উঠিব না। যদি তুমি সত্য করিয়া বল যে, আমাকে আজ হইতে পড়িতে দিবে, তাহা হইলে যাইব, নতুবা এই স্থানেই বসিয়া থাকিব।" প্রতিবেশী সকলে নিমাইয়ের কথা শুনিয়া শচী দেবীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "আমরা নিমাইয়েরত কোন দোষই দেখিতেছি না। নিমাইকে পড়িতে না দিয়া তোমরা

বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখাপড়া না শিখিলে ইহার পর কি করিয়া খাইবে ?" সকলের কথায় নিমাই শান্ত হইলেন, শচী দেবীও তাঁহাকে বাটী আনিয়া স্নান করাইয়া দিলেন।

মিশ্রপুরন্দর বাটী প্রত্যাগমন করিলে শচী দেবী নিমাইয়ের আবদারের কথা এবং প্রতিবেশী সকলে যাহা বলিয়াছিলেন, সমুদয় বলিলেন। মিশ্রবর কি করিবেন, সকলের অনুরোধে অগত্যা নিমাইকে পুনরায় পড়িতে অনুমতি দিলেন।

পিতার আজ্ঞা পাইয়া নিমাইয়ের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না, মনের সাধে বিদ্যা রস আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। মিশ্রের গৃহে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রই ছিল, নিমাই বাটি বসিয়া সেই সকল অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাইয়ের উপনয়নের সময় উপস্থিত হইল। মিশ্র পুরন্দর বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দিন ধার্য্য করিলেন এবং আত্মীয় স্বজন সকলকে বাটিতে আনিয়া উৎসবের সহিত শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

"যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজঘর॥
পরম হরিষে সবে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলা॥
স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ সানাই বংশী বায়॥
বিপ্রগণে বেদপড়ে ভাটে রায় বার।
শচীগৃহে হইল আনন্দ অবতার॥

যজ্ঞসূত্র ধরিলেন শ্রীগৌর সুন্দর।
শুভযোগ সকল আইল শচীঘর॥
শুভ মাস শুভ দিন শুভক্ষণ ধরি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে সে শোভা বেড়িলা কলেবর॥
হইলা বামনরূপ প্রভু গৌর চন্দ্র।
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ॥
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য তেজ দেখি সর্ব্বগণে।
নরজ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে॥
হাতে দণ্ড কান্ধে ঝুলি শ্রীগৌর সুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সব সেবকের ঘর॥
যার যথা শক্তি ভিক্ষা সবাই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥
দ্বিজ পত্নী রূপ ধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনি বর্গের গৃহিণী॥
শ্রীবামন রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে॥
প্রভুও করেন শ্রীবামন রূপ লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

বাঙ্গালার মধ্যে নবদ্বীপই শাস্ত্র চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান স্থান। শত শত অধ্যাপক টোল স্থাপন করিয়া ছাত্র দিগকে শিক্ষা

দিয়া থাকেন। নিমাইয়ের ইচ্ছা, একজন বিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এক দিবস গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট লইয়া গেলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তৎকালে নবদ্বীপের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। তিনি নিমাইকে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন "বাবা নিমাই, তুমি আমার এইখানে থাক, আমি বিশেষ যত্নের সহিত তোমাকে শিক্ষা দিব।" নিমাই অধ্যাপককে প্রণাম করিয়া সেই দিন হইতেই তাঁহার ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেন। অপর ছাত্রদিগের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাইকেও পাঠ দেন, কিন্তু নিমাই একবার মাত্র শুনিয়াই উহা সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত এবং পরিশেষে স্বয়ং অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ করেন। কখন বা অধ্যাপকের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন, এবং পরক্ষণেই নিজ ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া অন্য প্রকারে উহা স্থাপন করেন। তাঁহার এই প্রকার অসাধারণ বুদ্ধি নৈপুণ্য দেখিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নিমাই অল্প দিবসের মধ্যেই সর্ব্বপরিচিত হইয়া উঠিলেন। নবদ্বীপে অসংখ্য অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বহুসংখ্যক ছাত্র ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই নিমাইকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। নিমাই যে কেবল ছাত্রদিগের সহিত তর্ক করিতেন এরূপ নহে, অনেক সময় বড় বড় অধ্যাপককেও নিমাইয়ের তর্ক জালে পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। মুরারি গুপ্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ সময় সময় নিমাইয়ের ফাঁকিতে ঠেকিয়া যাইতেন।

ক্রমে এইরূপ হইল যে, বড় বড় পণ্ডিতগণ নিমাইকে দূর হইতে দেখিবামাত্র অন্য দিক দিয়া গমন করিতেন। নিমাই যদিও বালক, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি চাতুর্য্যে সকলেই পরাভব স্বীকার করিতেন।

আজ কাল নিমাইয়ের তিলমাত্র অবকাশ নাই, রাত্রি দিন শাস্ত্র আলোচনায় বিভোর। শচীদেবীর আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মিশ্র পুরন্দর তাদৃশ সন্তুষ্ট নহেন। এক দিবস জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্ন দেখিতেছেন, যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া হরিবোল দিয়া নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডিত, পরিধান কাষায় বস্ত্র, উচ্চ রবে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন। স্বপ্ন দেখিয়া মিশ্র পুরন্দর বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু শচীদেবী ঐ স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন "আমার অন্তরে কোন রূপ অমঙ্গল আশঙ্কা হইতেছে না। নিমাই লেখা পড়ায় যেরূপ মনোনিবেশ করিয়াছে, তাহাতে আর কোন ভয়ের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।"

শচীদেবীর কথায় মিশ্রপুরন্দরের ভয় ঘুচিল না, তিনি কায়মনোবাক্যে নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে ভগবন্! হে কৃপাময়! হে সর্ব্ব ভয়ভঞ্জন প্রভো! দেখিও, আমার নিমাই যেন গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী না হয়েন। আমি বিশ্বরূপকে হারাইয়াছি, আবার নিমাইকে যদি হারাই,— তাহা হইলে কোন প্রকারে প্রাণধারণ করিতে পারিব না।"

উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে মিশ্রপুরন্দর পরলোক গমন

করিলেন। পিতৃবিয়োগ হইলে নিমাইয়ের খেদের আর অবধি রহিল না। একে অপ্রতুলের সংসার, তাহাতে প্যঠ্যাবস্থায় পিতৃহীন হওয়ায় নিমাই যারপর নাই শোকাভিভূত হইলেন। তিনি সংসারের কোন সংবাদই রাখিতেন না, অহরহ বিদ্যারসে মগ্ন থাকিতেন, কিন্তু পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সমুদয় ভার তাঁহারই উপরে পড়িল। আত্মীয় স্বজন সকলে নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। নিমাই সকলই বুঝিতে-ছেন, তথাপি কিছুদিন বিমর্ষ ভাবে কাটাইয়া পুনরায় পাঠে মন দিলেন। শচীদেবীও নিমাইয়ের মুখ চাহিয়া বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শচীদেবী এক্ষণে একদণ্ড নিমাইকে না দেখিলে, জগৎ শূন্য দেখেন। পূর্ব্বে পাঁচ জনের জন্য সংসার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এক্ষণে যাহা কিছু কার্য্য, সকলই নিমাইয়ের জন্য। শয়নে, উপবেশনে, সর্ব্বদাই নিমাইয়ের চিন্তা। শচীদেবী এই-রূপে নিমাইগতপ্রাণা হইলেন।

ভগবানের লীলাই এইরূপ। তিনি ভক্তকে ক্রমে ক্রমে সকল ছাড়াইয়া তদ্গত করিয়া লয়েন।

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভা:—

"মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ বিজয়ে যেন হন রঘুবর॥

দুর্ন্নবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন ॥
দুঃখ বড় এ সকল বিস্তার করিতে।
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে ॥
হেন মতে জননীর সঙ্গে গৌর হরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা সম্বরি ॥
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র সেবা বহি আর কার্য্য নাই ॥
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা হয় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ॥
প্রভু ও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তাঁরে বলি আশ্বাস উত্তর॥
শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার কাছে যদি আছি আমি ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের দুর্ল্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে ॥
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ স্মৃতিমাত্র নাহি থাকে কি সে দুঃখ ॥
যার স্মৃতিমাত্রে সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম।
সে প্রভু যাহার পুত্র রূপে বিদ্যমান ॥
তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে।
আনন্দ স্বরূপ করিলেন জননীরে ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে, নিমাই এক্ষণে বাড়ীর কর্ত্তা, কিন্তু আব্দার পূর্ব্বের মতই আছে। এক দিবস আব্দার ধরিলেন, "আমাকে ফুলের মালা, তৈল, আমলকি, সুগন্ধি চন্দন ইত্যাদি এখনি আনিয়া দাও, আমি গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাপূজা করিব।" শচীদেবী' আনিয়া দিতেছি', বলিয়া বাহিরে যাইলেন। কিন্তু নিমাইয়ের আর বিলম্ব সহিল না, রুষ্ট চিত্তে বাটীর দ্রব্য সকল অপচয় করিতে আরম্ভ করিলেন। জলের কলস, তৈল-ভাণ্ড, ঘৃত ভাণ্ড প্রভৃতি যাহা দেখিতে পাইলেন, সমুদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অবশেষে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ধুলায় গড়াগড়ী দিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ পরে শচী দেবী বাড়ি আসিয়া দেখেন, নিমাই ধূলায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। বুঝিলেন নিমাই রাগ করিয়াছেন। অনেক ডাকাডাকি করিলে নিমাই উঠিলেন এবং কিছু লজ্জিতভাবে জননীর নিকট হইতে প্রার্থিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। শচীদেবী নিমাইয়ের কৃত দ্রব্যাদি অপচয় দেখিয়া তখন আর কিছুই বলিলেন না। গঙ্গাস্নান ও পূজাদি সমাপ্ত হইলে নিমাই বাটী আসিয়া দেখিলেন, অন্নব্যঞ্জন সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে। অনন্তর তুলসীকে জলসেক করিয়া ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে শচীদেবী তাম্বূল আনিয়া দিলেন। নিমাই তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন, তখন সময় পাইয়া শচীদেবী বলিলেন, "বাবা নিমাই! তুমি রাগ করিও না, কিন্তু দেখ দেখি, এই যে সমুদয় দ্রব্য নষ্ট করিলে, ইহাতে কাহার ক্ষতি হইল? বাটীতে যাহা কিছু আছে, সমুদয়ই তোমার। তোমার দ্রব্য তুমি অপচয় করিলে, তাহাতে আমার কি ক্ষতি হইবে? তুমি ত

এখনি পড়িতে যাইবে, কিন্তু কল্য যে কি আহার করিবে তাহার সংস্থান ঘরে কিছুই রহিল না।"

নিমাই জননীর মিষ্ট ভর্ৎসনা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে "মা! তুমি কোন চিন্তা করিওনা, কৃষ্ণই সকলকে পোষণ করিয়া থাকেন, যাহা কৃষ্ণের ইচ্ছা, তাহাই হইবে।" এই বলিয়া পুঁথি হস্তে পড়িতে চলিলেন। পাঠ সাঙ্গ করিয়া সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া নিমাই জননীকে নিভৃতে ডাকিলেন, এবং তাঁহার হস্তে দুই তোলা সুবর্ণ দিয়া বলিলেন, "এই সুবর্ণ বিক্রয় করিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় কর।"

নিমাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ সুবর্ণ আনিয়া তদ্দারা জননীকে সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিতে বলিতেন। তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া শচী দেবীর মনে সময়ে সময়ে ভয়ের উদ্রেক হইত। তিনি ভাবিতেন, "সংসারে অর্থের অপ্রতুল হইলেই নিমাই সুবর্ণ আনিয়া দেয়। তবে কি নিমাই কোন প্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছে? না কাহার নিকট কর্জ্জ করিয়া আনিতেছে? অথবা অন্য কোন উপায়ে আনিতেছে?" যাহাই হউক, নিমাইকে কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি সাহস করিলেন না।

শচীদেবীর আর সংসারের কোন চিন্তা নাই, নিমাই সমুদয় ভার লইয়াছেন। নিমাইয়েরও সংসার বলিয়া কোন চিন্তা নাই, এবং চিন্তা করিবার সময়ও নাই। বিদ্যারসে বিভোর হইয়া আছেন। কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, শাস্ত্র আলোচনা ব্যতীত নিমাইয়ের অপর কোন কার্য্যই ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

নবম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে নিমাই ষোড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন। একে পরম সুন্দর রূপ, তাহাতে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, অপরূপ ভুবনমোহন রূপে জগৎ মোহিত করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তিনি আর ছাত্র নহেন, স্বয়ং অধ্যাপক হইয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ছাত্র সকল বিদ্যার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। ক্রমে ছাত্র সংখ্যা এত বেশী হইয়া উঠিল যে, সকলের থাকিবার স্থান দেওয়া সঙ্কট হইয়া পড়িল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান অধ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মুকুলের একখানি বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, নিমাই সেই স্থানে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। অসংখ্য ছাত্র তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং তিনি মধ্যস্থলে যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র বন্ধন করিয়া বীরাসনে উপবেশন করিতেন।

নিমাই বিদ্যারসে বিভোর হইয়া আছেন, অপর কোন চিন্তাই নাই শচী দেবী পুত্রের বিবাহের বয়স হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কত দিনে ভগবান নিমাইয়ের যোগ্য একটী বধু মিলাইয়া দিবেন।

বল্লভ আচার্য্য, নবদ্বীপেই নিবাস, তাঁহার লক্ষ্মী নামে একটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। লক্ষ্মীর নামটি যেরূপ, তিনি রূপে গুণেও তদ্রূপ ছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীই লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা। লক্ষ্মী এক দিবস গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, দৈবযোগে নিমাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ

হইল। উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইলে কেহই আর নেত্র ফিরাইতে পারিলেন না। কন্দর্পও সময় পাইয়াছেন, ছাড়িবেন কেন? আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি করা কাহারই উচিত নহে, সুতরাং সম্পর্ক বিরুদ্ধ হইলেও মদন আপন অধিকারে মদন-মোহনকে পাইয়া ছাড়িলেন না। উভয়ের মন উভয়ে জানিলেন, নিমাই একটু মৃদুহাস্য করিলেন। লক্ষ্মী দেবীরও বিম্বাধরে স্মিত রেখা প্রকাশ পাইল। পরিশেষে উভয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নে বনমালী আচার্য্য শচী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। বনমালী আচার্য্যের নিবাস নবদ্বীপে, তিনি বল্লভ আচার্য্যের একজন সুহৃৎ। শচী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, "বল্লভ আচার্য্যের একটী পরম রূপবতী কন্যা আছে, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনার পুত্র নিমাইয়ের সহিত বিবাহের যোজনা করি।" শচী দেবী নিমাইয়ের মত না জানিয়া স্থিরতার কোন কথা কহিতে পারেন না, সুতরাং অন্য প্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া বনমালী আচার্য্যকে বিদায় করিলেন।

বনমালী আচার্য্য বাটী ফিরিয়া যাইতেছিলেন, দৈবযোগে পথিমধ্যে নিমাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিমাই, আচার্য্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?" বনমালী আচার্য্য সুযোগ পাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। নিমাই কোন উত্তর প্রদান করিলেন না, সহাস্য বদনে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বাটী আগমন করিলেন।

নিমাই বাটী আসিয়া মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা!

বনমালী আচার্য্য আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তুমি তাঁহাকে আদর যত্ন কর নাই কেন ?” পুত্রের ইঙ্গিত পাইয়া তৎপরদিবস শচী দেবী বনমালী আচার্য্যকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং অতি যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া নিমাইয়ের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। শচী দেবী বলিলেন, “নিমাই এক্ষণে বড় হইয়াছে ; সুতরাং তাহার অনভিমতে কোন কথা বলা আমার কর্ত্তব্য নহে, এইজন্য গতকল্য আমি আপনাকে ভরসা করিয়া কোন উত্তর দিতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যত শীঘ্র হয়, বিবাহ স্থির করুন।”

বনমালী আচার্য্য সেই দিনই বল্লভ আচার্য্যের বাটী যাইয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া শচী দেবীকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শচী দেবী প্রতিবেশী সকলকে নিমাইয়ের বিবাহের কথা বলিবামাত্র তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “যত শীঘ্র হয়, শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ফেলুন। কিছু চিন্তা করিবেন না, যাহা কিছু আয়োজন করিতে হয়, সমুদয় আমরাই করিয়া দিব।” তাঁহাদিগের আশ্বাস বাক্যে শচী দেবী বিবাহের দিন স্থির করিয়া আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমাই বিবাহের দিবস প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পিতৃকার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিলেন। বাড়ীতে লোক ধরে না। আত্মীয় বন্ধুগণ আনন্দ করিতেছেন, স্ত্রীগণ মঙ্গল কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছেন, নৃত্য গীত বাদ্যে চারিদিক উৎসবময় হইয়াছে। শচী দেবী মিষ্টবাক্যে সকলকেই বলিতেছেন, “তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আমার নিমাই যেন দীর্ঘজীবী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন হয়।”

আনন্দের দিন কোথা দিয়া অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার ঠিক পাওয়া যায় না। শচী দেবীর ভবনেও সে দিবস দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া আসিল। দিবাবসানে নিমাই পুনরায় স্নান করিয়া বিবাহোচিত সজ্জা করিতে লাগিলেন।

গৌরাঙ্গের বিবাহ সজ্জা শ্রীলোচন দাস কিরূপ মধুর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন দেখুন!

"স্নান দান কার্য্য কৈল যে ছিল উচিত।
দেবপূজা মিত্রপূজা করিল বিহিত॥
নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধানে।
পূর্ব্ব সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মণে দিল দানে॥
নর্ত্তকেরে দিল দ্রব্য আর ভগগণে।
সভারে সন্তোষ কৈল নানা দ্রব্য দানে॥
দ্রব্যকে অধিক মানে মধুর বচনে।
দেখিয়া যুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম বদনে॥
প্রবোধ করিল যার সেই অনুমান।
বিবাহ উচিত প্রভু কৈল পুনঃ স্নান॥
নাপিতে নাপিত ক্রিয়া কৈল সেইকালে।
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করে কুলবধূ মিলে॥
পরশে অবশ কম্প হইল সভার।
গদগদ বচনে নয়নে জলধার॥
হেরইতে পঁহুমুখ কি ভাব উঠিল।
শ্রীঅঙ্গ পরশে সবে অবশ হইল॥
কেহ কেহ বাহু ধরি অবশ হইয়া।
কেহ রহে উদ্বর্ত্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া॥

কেহ বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে।
ভুজলতা বেড়িয়া রাখিল পরবন্ধে॥
কেহ চিত্রার্পিত হঞা নেহারে গৌরাঙ্গে।
কেহ জল দেই শিরে মদন তরঙ্গে॥
উন্মত্ত হইয়া বহু হাসে মনে মন।
সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গ বদন॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমঙ্গল ধ্বনি।
চারিদিকে হুলাহুলি জয় জয় শুনি॥
অভিষেক কৈল প্রভু সুরনদী জলে।
দেখি সর্ব্বজন ভাসে আনন্দ হিল্লোলে॥
স্নান সমাধিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বেড়িল নারীগণ শচীর নন্দনে॥

*　　*　　*　　*

গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন।
ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরণ॥
মকর কুণ্ডল গণ্ডে করে ঝলমল।
মুকুতার হার শোভে হৃদয় উপর॥
কাজোরে উজর তারা কমল নয়ন।
ভ্রূধনু যুগ যেন কামের কামান॥
অঙ্গদ কঙ্কণ দিব্য রতন অঙ্গুরী।
ঝলমল দিব্য তেজ চাহিতে না পারি॥
দিব্য মালা পরিধান রক্তপ্রান্ত বাস।
গন্ধে মোহ মোহ করে অঙ্গের বাতাস॥

স্মবর্ণ দর্পণ করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
হেরিয়া লোকের হিয়া না হয় স্বতন্ত্র॥
বধূগণ বিকল হইল রূপ দেখি।
মনোহরি নিল না নেওটে করি আঁখি॥
অস্থির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মথিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন॥
চিতহরি লইল সভার এক কালে।
মনোমীন ধরিয়া রাখিল রূপ জালে॥
হরিণীনয়নীগণ গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
চলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া॥
ভূরুভঙ্গী আকর্ষণে রঙ্গিণীরগণ।
তুলামান হৃদয় করয়ে অনুক্ষণ॥
সে মাধুরী হাস্য যার পশিল হিয়ায়।
মরমে মরিল তাহা মদন ব্যথায়॥
সে ভুজ বিলাস রস পরশ লাগিয়া।
মানিনীর মান মৃগী বুলে লুকাইয়া॥”

শ্রী চৈঃ ভঃ—

এদিকে বল্লভ আচার্য্যের বাড়ীতেও আনন্দের সীমা নাই। শঙ্খ ও নানাবিধ বাদ্যের শব্দে চারিদিক পরিপূর্ণ। স্ত্রীগণ মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন। কুলবধূগণ অতি যত্নের সহিত বেশ বিন্যাস করিতেছেন। কেহ কেহ মনের মত করিয়া লক্ষ্মী দেবীকে সাজাইতেছেন। সকলেই কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত। বল্লভ আচার্য্য বরসভা সজ্জীভূত করিয়া স্বজনবর্গের

সহিত বরপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, বর আসিতেছেন।

নদীয়ার নারীগণ বর দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সজ্জা করিতেছেন। যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলেঃ—

"নানা বেশ কর, পাট সাড়ী পর,
কাজর দেহনা নয়নে।
শ্রীবিশ্বম্ভর, সাজি সব দল,
বিবাহে করিল পয়ানে॥
এহার কেয়ূর, কঙ্কণ কিঙ্কিণি,
নূপুর পরহ ঝাটরে।
অলকা নিকটে, সিন্দূর নিকটে,
চন্দন বিন্দু তার হোটরে॥
তাম্বূল অধরে, আর বাম করে,
লীলায়ে ঢুলি চলি যাহরে।
দেখ বিশ্বম্ভর, যেন পাঁচশর,
জানি মন কলা থাহরে॥
তাম্বূল চর্ব্বণে, হাস্য আলাপনে,
কুন্দ দশন বিকাশি।
বান্ধুলি অধরে, দশন মধুকরে,
পাশে মধুলোভে বসি॥
নাগরী সারি সারি, চলিলা কুতূহলী,
মরাল গমন সুঠাম।
নাজানি কোন্ বিধি, গড়িল মন সিধি,
আপন বৈদগ্ধি জ্ঞান॥"

গোধূলি লগ্নে কন্যাসম্প্রদান হইবে, সুতরাং সকলে পৌঁছিবা-মাত্র আর বিলম্ব না করিয়া বল্লভ আচার্য্য নিমাইকে নির্দ্দিষ্ট স্থলে লইয়া গেলেন। স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা কখনও নিমাইকে দেখেন নাই, তাঁহারা বরের অলোকসামান্য ভুবনমোহন রূপের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, অনেক সুন্দর পুরুষ দেখিয়াছি; কিন্তু নিমাইয়ের মতন মধুর রূপ কখন দেখি নাই। কোন কোন রমণী বলিলেন, এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মোহন মূর্ত্তি মনুষ্যের হওয়া অসম্ভব। আমরা শুনিয়াছি, কোন দেবতা বা মহাপুরুষ শচীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাহউক, আমাদিগের লক্ষ্মী যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী; বরটিও সেই মত হইয়াছে।

কন্যা বিবাহস্থলে আনীতা হইলে, বল্লভ আচার্য্য সকলের অনুমতি লইয়া প্রাণপ্রতিমা দুহিতাকে পাত্রস্থ করিলেন। স্ত্রীগণ হুলু হুলু ধ্বনি করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে নানাবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলেই বর এবং কন্যাকে বেষ্টন করিয়া পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দেবী নিমাইয়ের বামে বসিলে যে কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, তাহা ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিয়াছেন। যথা;—

"হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন সবে লক্ষ্মী পৃথিবী হইতে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
যোড় হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥
তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা ফেলাফেলি।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহা কুতূহলী॥

দিব্য মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্কার করিলেন আত্ম সমর্পণে ॥
সর্ব্বদিকে মহা জয় জয় হরিধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ আর নাহি শুনি ॥
হেন মতে শ্রীমুখ চন্দ্রিকারি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম পাশে ॥
প্রথম বয়স প্রভু জিনিয়া মদন।
বাম পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ ॥
কি শোভা কি সুখ সে হইল মিশ্র ঘরে।
কোন জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

বিবাহ ক্রিয়া শেষ হইলে, বর কন্যা সেই রাত্রি বাসর ঘরে অতিবাহিত করিলেন। বরকন্যা বাসর ঘরে যাইলে শত শত কামিনী আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। বাসর ঘরে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা চিরকালই সমান। বর বধূ লইয়া সকলে নানাবিধ আমোদ করিতে লাগিলেন। কেহ নিমাইয়ের হস্তে তাম্বূল দিয়া বলিলেন, "ইহা লক্ষ্মীর মুখে দাও" কেহ বলিলেন, "লক্ষ্মীকে তুমি ক্রোড়ে করিয়া বইস, আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।" নিমাই কুলবালাগণের ইচ্ছা মতে সকলই সম্পন্ন করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অবলাগণ সরল চিত্তে বরের সহিত বিদ্রূপ করিতেছিলেন, তাঁহারা জানিতেন না যে, এই বর মদন-মোহন। মন্মথের মন্মথ স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অপরূপ রূপ,

মাধুর্য্যে তাঁহারা সকলেই মোহিতা হইলেন। কুলবধূগণের কুল-ধর্ম্মের প্রতি আর লক্ষ্য রহিল না। কেহ গৌরাঙ্গের অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র বিহ্বল হইয়া তাঁহার গাত্রে গাত্র সংলগ্ন করিয়া দিলেন। কেহ বা অনিমিষ নয়নে তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কেহ মদন দহনে দহ্যমানা হইতে লাগিলেন। কেহ অনঙ্গ শরে বিদ্ধ হইয়া গৌরাঙ্গের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। কোন কামিনীর নীবি-বন্ধ শিথিল হইয়াছে দেখিয়া, অন্য কামিনী হাস্য করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গ কটাক্ষ-বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনিই আবার আত্মহারা হইলেন। স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা একটু দূরে বসিয়াছিলেন, তাঁহারও গৌরাঙ্গের অঙ্গ সৌরভে অনঙ্গের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে সেই শুভ রজনী প্রভাত হইলে বাসর ভঙ্গ করিয়া নিমাই বাহিরে যাইলেন, কুলকামিনীগণও লজ্জাবনত মুখে আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

দিবাবসানে নিমাই নব বধূ লইয়া আপন গৃহে আসিতেছেন। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস উহা বর্ণন করিয়াছেন। যথা;—

"লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
আইসেন দেখিতে সকল লোক ধায়॥
গন্ধ মাল্য অলঙ্কার মুকুট চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ॥
সর্ব্বলোক দেখি মাত্র ধন্য ধন্য বলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥
কত কাল এরা ভাগ্যবতী হরগৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥

অম্ন ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে।
এই হরগৌরী হেন বুঝি কেহ বলে॥
কেহ বলে ইন্দ্র শচী রতি বা মদন।
কোন নারী বলে এই লক্ষ্মী নারায়ণ॥
কোন নারীগণ বলে যেন সীতারাম।
দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপম॥
এই মত নানারূপ বলে নারীগণে।
শুভদৃষ্টে সবে দেখে লক্ষ্মী নারায়ণে॥
হেন মতে নৃত্য গীতে বাদ্য কোলাহলে।
নিজ গৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥
তবে শচী দেবী বিপ্র পত্নীগণ লঞা।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হঞা॥
দ্বিজ আদি যত জাতি নট বাজনীয়া।
সবারে তুষিলা ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া॥
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ পুণ্য কথা।
তাহার সংসার বন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

শচী দেবী পুত্রের বিবাহ দিয়া পরম আনন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন্। যেমন সোণার চাঁদ ছেলে, বধূও তদ্রূপ হইয়াছে। লক্ষ্মীর আগমনে শচী ভবন নিত্য নব নব ভাব ধারণ করিতে লাগিল। গৃহে আর অন্ন কষ্ট নাই, কোন দ্রব্যেরই অভাব হয় না। শচী দেবী সর্ব্বদাই পদ্মগন্ধ অনুভব করেন; কিন্তু কোন কারণ স্থির করিতে পারেন না। ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বধূর অঙ্গ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত

হইয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ পরম গুপ্তকথা শচী দেবী অপর কাহার নিকটে প্রকাশ করিলেন না। নিমাই পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যারসেই উন্মত্ত আছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে দেখিয়া কখন কখন বলিতেন, "ওহে নিমাই পণ্ডিত! আর বিদ্যার ভোলে কতদিন বৃথা কাটাইবে?" নিমাই নম্রভাবে উত্তর করিতেন, "আপনাদের কৃপা হইলে সকলি হইতে পারে। আপনারা যে আমাকে উপদেশ দিতেছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।"

শ্রীঅদ্বৈতের ভবনই ভক্তবৃন্দের জুড়াইবার স্থান। বৈকালে সকলে তথায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণগুণ গান করেন, কখন বা ভক্তি শাস্ত্র পাঠ করেন। কৃষ্ণগুণ গানে মুকুন্দের বড় প্রীতি। তাঁহার গীত শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হয়েন। নিমাইও মুকুন্দকে বড় ভাল বাসেন। মুকুন্দকে দেখিলে কথাবার্তা না কহিয়া ছাড়েন না। সময় সময় উভয়ে শাস্ত্রের তর্কও হইয়া থাকে।

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতিকে দেখিলেও নিমাই সহজে ছাড়িয়া দিতেন না। পাছে তিনি "ফাঁকি" জিজ্ঞাসা করেন, এই ভয়ে শ্রীবাস মুকুন্দাদি দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই অন্যপথ দিয়া পলায়ন করিতেন।

এক দিবস নিমাই পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, মুকুন্দ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। পরে মুকুন্দ তাঁহাকে যেমন দেখিতে পাইলেন, অমনি অন্য পথে চলিয়া গেলেন। নিমাই গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুকুন্দ আমাকে দেখিয়া কিজন্য পলায়ন করিল বলিতে পার?" গোবিন্দ

বলিলেন "তাহা আমি জানি না।" নিমাই প্রত্যুত্তর করিলেন, "তোমরা জান না, কিন্তু আমি উহাদের মনের ভাব বুঝিয়াছি। উহারা মনে করে যে, আমি কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ, অতএব আমার সহিত বৃথা আলাপ করিবে না।" অনন্তর হাসিয়া বলিলেন, "আমি যখন বৈষ্ণব হইব, দেখিও তখন উহারা কি, অজ ভব, পর্য্যন্ত আমার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

"প্রভু বলে আরে বেটা কতদিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক ॥
হাসি বলে প্রভু আগে পড় কতদিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন্ ॥
এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব বিলক্ষণ ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায় ॥
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজ শিষ্যগণের সহিতে ॥
এই মত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর রায়।
কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

শ্রীঅদ্বৈতের সভায় ভক্তগণ একত্র হইয়া ভক্তিশাস্ত্রপাঠ ও হরিনাম কীর্ত্তন করেন, ইহাতে নবদ্বীপবাসী কেহই সন্তুষ্ট

নহেন। বিশেষতঃ পণ্ডিত মণ্ডলীর উহা কিছুমাত্র ভাল লাগে না। তাঁহারা বলেন, "এমনত কখন শুনি নাই এবং কোথাও দেখি নাই। লোকে আপন আপন ঘরে বসিয়া হরিনাম করে, ইহাদিগের দেখিতেছি সকলই বাড়াবাড়ি। কতকগুলা লোক একত্র হইয়া আমাদিগকে জ্বালায়তন করিয়া তুলিল। উহাদিগের উৎকট চীৎকার শব্দে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি না। হরিনাম করিতে আবার কান্নাকাটি ত কোথাও শুনি নাই।"

ভক্তগণ উক্ত প্রকার শ্লেষ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমর্ষ হইলে, অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলেন যে, "ভাই সকল তোমরা কাতর হইও না। ভগবান্ অবশ্যই আমাদিগের দুঃখ বিমোচন করিবেন।"

"সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে॥
শুনিয়া অদ্বৈত হয় রুদ্র অবতার।
সংহারিমু সব বলি করয়ে হুঙ্কার॥
আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া ভিতর॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
আর দিন কত গিয়া থাক ভাই সব।
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই খণ্ডের প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান প্রধান পার্ষদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে, মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিযোগে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার পিতা শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও মাতা দেবীপদ্মাবতী। পিতা মাতা "কুবের" নাম রাখিয়া ছিলেন, পরে সন্ন্যাস আশ্রমে গুরুদেব "নিত্যানন্দ" নাম রাখেন।

নিত্যানন্দ প্রভু জন্মগ্রহণ করিলে রাঢ় দেশের দরিদ্র ভিক্ষুক আতুর সকলেরই দুঃখ মোচন হইয়াছিল। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্দ্দৈব ঘটনা না হওয়ায়, দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিল, সুতরাং কাহারও গৃহে অন্নকষ্ট রহিল না। অকাল-মৃত্যু-শোক লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। রাঢ়ের ঘরে ঘরে মঙ্গল ধ্বনি হইতে থাকিলে সকলে অনুমান করি-

লেন, বুঝি বিধাতা তদ্দেশবাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেই পরমদয়াল নিত্যানন্দ রাঢ় দেশবাসীর দুঃখ শোক সমুদয় হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, কাহাকেও কোন বিষয়ের জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

নিত্যানন্দ বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন। খেলার সময়ও কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করিয়া খেলা করিতেন। সমবয়স্ক বালকগণ তাঁহার অলৌকিক মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার অনুসরণ করিতেন।

নিত্যানন্দ কোনদিন বালকদিগকে লইয়া বসুদেব ও দেবকীর বিবাহ অভিনয় করিতেন। কোন দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসব করিতেন। কোন দিন বা পূতনা বধ লীলা করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ কোন একটি কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করিয়া খেলা করিতেন। এত অল্পবয়স্ক বালক এইরূপ কৃষ্ণলীলা কোথা হইতে শিক্ষা করিল ভাবিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন।

নিত্যানন্দের যখন দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় এক দিবস একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। অতিথির তেজঃপুঞ্জ কলেবর এবং প্রেমপূর্ণ ভাব দর্শনে সকলেই বিমোহিত হইয়া আন্তরিক ভক্তির সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কৃষ্ণভক্ত হাড়াইপণ্ডিত, দেবোপম সন্ন্যাসীকে অতিথি পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং প্রাণপণ যত্নে স্বয়ং তাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নিত্যানন্দ, সন্ন্যাসী বড় ভাল বাসিতেন, পথে কোন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন এবং নানাবিধ কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। এক্ষণে আপনার

বাড়ীতে অপরূপ এক সন্ন্যাসী দেখিতে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

এইরূপ প্রবাদ যে উক্ত সন্ন্যাসী অপর কেহ নহেন, গৌরা-গ্রজ বিশ্বরূপ। যাহা হউক, ঐ সন্ন্যাসীই নিত্যানন্দকে তীর্থ-পর্য্যটন উদ্দেশে বাটী হইতে লইয়া যান। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণের অধিক পুত্রকে তীর্থ ভ্রমণে অনুমতি প্রদান করেন।

নিত্যানন্দ তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া প্রথমে বক্রেশ্বর তীর্থে গমন করেন। তৎপরে বৈদ্যনাথ, তথা হইতে কাশী। পরে মাঘ মাসে প্রয়াগ তীর্থে উপস্থিত হইয়া তথায় একমাস বাস করেন। তাহার পর মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া হস্তিনাপুর গমন করেন। তথা হইতে দ্বারকা যাত্রা করেন। তৎপরে কপিল আশ্রম, মৎস্য তীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রভাস তীর্থে গমন করেন। তথা হইতে বিশালাবদরী, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রাচী সরস্বতী প্রভৃতি দর্শন করিয়া নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর অযোধ্যা দর্শন করিয়া গুহক চণ্ডালের আশ্রমে গমন করিলেন। শ্রীরাম-চন্দ্রের সহিত গুহকের মধুর মিত্রতা স্মরণ হইবামাত্র নিত্যা-নন্দের মূর্চ্ছা হইল। ঐ অবস্থায় তিনি তিন দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ গুহক আশ্রম হইতে অন্যান্য অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় পর্ব্বতোপরি পরশুরামকে বন্দনা করিয়া হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। তথায় ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিয়া ক্রমে ক্রমে পম্পা, সপ্ত-

গোদাবরী, বেণুতীর্থ, প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীপর্ব্বতে উপনীত হইলেন।

শ্রীপর্ব্বত অতি শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তথায় হরপার্ব্বতী সর্ব্বদা বিরাজ করেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ ভারতে আসিয়া প্রথমে বেঙ্কটনাথ দর্শন করিলেন। তৎপরে শ্রীরঙ্গনাথ দেখিয়া ঋষভ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, অগস্ত্য আশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া কন্যকা নগরে যাইয়া দুর্গা দেবীকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর পঞ্চাপ্সর তীর্থ দেখিয়া গোকর্ণাখ্য শিবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবাদিদেবকে পূজা করিয়া দ্বৈপায়নী তীর্থে গমন করিলেন। তথা হইতে অন্যান্য পবিত্র স্থান সমূহ দেখিতে দেখিতে পাণ্ডুপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। পাণ্ডুপুরে বিঠ্ঠল ঠাকুর আছেন। শ্রীশঙ্কারারণ্য (বিশ্বরূপ). এই স্থানে আপন শক্তি, নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঈশ্বর পুরীতে রাখিয়া, অপ্রকট হয়েন।

"শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈল যতি॥
শ্রীমান ঈশ্বর পুরীতে নিজের শকতি।
অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি সঞ্চারিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজঃপুঞ্জ রূপ হৈলা॥"

শ্রীভক্তমাল।—

নিত্যানন্দ বিঠ্ঠল দেবকে প্রণাম করিয়া পুনরায় তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। এক্ষণে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত-

প্রায় হইয়া যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন হাস্য করেন, কখন ক্রন্দন করেন, কখন বা আপন মনে কত কিছু বলেন।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধ
সন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাম্।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমার্ত্তি নির্ব্বৃতাঃ॥

এই ভাবে চলিতেছেন, ইতিমধ্যে দৈবযোগে এক দিবস শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

মাধবেন্দ্র পুরী, কল্পতরু, প্রেমের মহাজন। যিনি তাঁহাকে কেবল একবার মাত্র দেখিয়াছেন, তিনিও কৃষ্ণপ্রেম লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার দেহ কৃষ্ণপ্রেমে গঠিত ছিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরে মাধবেন্দ্র হইতেই ভারতে কৃষ্ণপ্রেমের স্রোত প্রবাহিত হয়। মাধবেন্দ্র সর্ব্বগুণের আকর এবং প্রেমকল্পতরু। তাঁহার সঙ্গিগণও প্রত্যেকে এক একটী প্রেমের মূর্ত্তি।

নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রকে দেখিবা মাত্র প্রেমে অচেতন হইলেন এবং মাধবেন্দ্রও তাঁহাকে দেখিয়া বিহ্বল হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উভয়ে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিলেন। উভয়ের পুলকাশ্রু স্রোতে ধরা প্লাবিত হইয়া গেল। মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি মাধবেন্দ্রের শিষ্যগণও অশ্রুবর্ষণ করিয়া ঐ অপার প্রেম তরঙ্গে সন্তরণ দিতে থাকিলেন।

নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের সঙ্গ পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং উভয়ে একত্রে তীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সমভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের একত্র অবস্থান যে কি সুখকর, তাহা উক্ত ভাবুকগণই অনুভব করিয়া থাকেন। মাধবেন্দ্র ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়কে পাইয়া যে কিরূপ আনন্দভোগ করিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

"নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে॥
দোঁহার অদ্ভুদ ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি হরি বলি করয়ে কীর্ত্তন॥
রাত্রি দিন কেহ নাহি জানে তত্ত্ব রসে।
কত কাল যায় কেহ ক্ষণ নাহি বাসে॥
মাধবেন্দ্র সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিল কোথা।
সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিল কৃষ্ণের কৃপা আছে আমার প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে॥"
শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্র অনেক দিন যাবৎ একত্রে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মাধবেন্দ্র প্রয়োজন বশতঃ সরযূ তীর্থে গমন করিলেন এবং নিত্যানন্দও বিদায় লইয়া সেতুবন্ধে যাত্রা করিলেন।

সেতুবন্ধ হইতে নিত্যানন্দ বিজয়া গমন করিলেন। পরে অবন্তী ও গোদাবরী দর্শন করিয়া জিওড় নৃসিংহতীর্থে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে অন্যান্য পবিত্র স্থান সমুদয় দর্শন করিয়া পরিশেষে নীলাচলে উপনীত হইলেন। নীলাচল চন্দ্রের অপরূপ রূপ দর্শনে তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং গৌরাঙ্গের প্রকট কাল প্রতীক্ষা করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

"চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের রস বৈসে যাহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁহারে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়॥
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য কৃপায় হয় নিত্যানন্দ রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ যায় কতি॥

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥"
শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ ব্রজের বলাই। তাহা না হইলে ওরূপ কৃষ্ণপ্রেম আর কাহাকেও সম্ভবে কি? শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ :—সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। তন্মধ্যে আদিব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতেই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে। যে সঙ্কর্ষণ পৃথিবীকে অনন্ত স্বরূপে ধারণ করিতেছেন, যিনি ব্রজের বলাই, রামাদি অবতার সকল যাঁহার অংশ কলা, যিনি বৈকুণ্ঠে শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী নারায়ণ রূপে বিরাজমান, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সঙ্কর্ষণই আমাদিগের প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ।

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥"
"মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠ-লোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥"
শ্রীরূপগোস্বামি কৃত কড়চা।

অবতার কার্য্য সমুদয় শ্রীকৃষ্ণের আদিব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতেই

হইয়া থাকে। সৃজন পালনাদি কার্য্যও ঐ সঙ্কর্ষণের। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপূর্ণ, সৃজনাদি ক্রিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহা হইতে হয় না।

সেই পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাদিগের নদিয়াঁবিহারী গৌরহরি, এবং সেই আদিদেব সঙ্কর্ষণই আমাদিগের পরম-দয়াল নিত্যানন্দ।

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে।"

শ্রীচৈঃ চঃ—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্,
নানাবতার মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো,
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥"

ব্রহ্মসংহিতা, ৫অঃ ৪৫ শ্লোকঃ—

"জয় জয় জয় দেব পদ্মার কুমার।
কে বর্ণিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার॥
সাক্ষাৎ অনন্ত তুমি জগৎ ঈশ্বর।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য সকলি তোমার॥
সৃজন করিতে যবে করহ মনন।
আদ্যাশক্তি মহামায়া করহ ঈক্ষণ॥
শক্তি যোগে সৃষ্টি হয় এই তত্ত্ব সার।
তুমি কিন্তু রহ সদা বিরজার পার॥
তোমার স্বরূপ বিষ্ণু আর ব্রহ্মা শিব।
তিনের অধীন সর্ব্ব জগতের জীব॥

চারিব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের তুমি হও মূল।
কেমনে বুঝিবে জীব ভাবিয়া আকুল॥
যদিচ জীবের তুমি হও নিত্য প্রভু।
তথাপি তোমার তত্ত্ব নাহি জানে কভু॥
জীবের কি সাধ্য ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
ধ্যান করি নাহি পান তোমার চরণ॥"
তুমি আদি তুমি অন্ত অনাদি অনন্ত।
ঋষিগণ পূজে তোমা করি প্রাণ অন্ত॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কতরূপ ধরি।
করিলে অনন্ত লীলা মর্ত্ত্যে অবতরি॥
অবতার কার্য্য যত তোমা হৈতে হয়।
এই তত্ত্ব ভাগবত আদি শাস্ত্রে কয়॥
এই কলিযুগে তুমি হইয়া সদয়।
নিত্যানন্দ রূপে আসি হইলে উদয়॥
কিবা অপরূপ রূপ বর্ণন না হয়।
বর্ণনায় বর্ণ-বলী মানে পরাজয়॥
কন্দর্প জিনিয়া তনু মনোহর অতি।
কটাক্ষে মোহিত শত শত রতিপতি॥
আজানু লম্বিত ভুজ সুদীর্ঘ নয়ন।
কেমনে রহিবে হেরি অবলারগণ॥
ত্রিভুবন বশীভুত তব প্রেমপাশে।
কেবা হেন আছে যে না তোমা ভাল বাসে॥
দয়ার মূরতি তুমি দয়াল ঠাকুর।
জীব প্রতি সদা তব করুণা প্রচুর॥

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।"
যে ভাসিবে পরানন্দে ভজুক তোমায় ॥
বড়ই অদ্ভুত কথা কাহাকে বা বলি।
বলিলেও নাহি শুনে হেন ঘোর কলি ॥
নিতাইয়ের দয়া বিনা গৌরাঙ্গ না পাই।
শ্রীগৌরাঙ্গ নাহি পেলে কিসের বড়াই ॥
যুগল কিশোর কৃষ্ণ রাধা ভাব ধরি।
আইলেন ধরাধামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
সেই রাধা কৃষ্ণ পদে যদি থাকে মন।
সকল ত্যজিয়া ভজ নিতাই চরণ ॥
বৈষ্ণব চরণ হৃদে সদা করি আশ।
বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ এ বৈষ্ণব দাস ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকামতে ব্রজের শ্রীমতী।

শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর জন্মভূমি কোথায়, এই সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু শ্রীনরহরি ঠাকুরের যে মত, তদনুসারেই ই পুস্তকে পণ্ডিত গোস্বামীর জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে।

কেহ কেহ বলেন চট্টগ্রামে গদাধর পণ্ডিতের জন্ম হয়। কিন্তু তাহা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ চট্টগ্রাম নিবাসী শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি যখন নবদ্বীপে আগমন করেন, তখন গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ বেঝার নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত প্রথম অবগত হইয়া দর্শন করিতে যান। উহার পূর্ব্বে তিনি আর কখন বিদ্যানিধির নামও শ্রবণ করেন নাই। ইহাতেই বোধ হইতেছে যদ্যপি গদাধর পণ্ডিত চট্টগ্রাম বাসী হইতেন, তাহাহইলে বিদ্যানিধির সহিত তাঁহার পরিচয় থাকুক, আর না থাকুক, বিদ্যানিধির নামও অন্তত: জানা সম্ভব ছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে স্থলে চট্টগ্রামবাসী ভক্ত বৃন্দের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও গঙ্গাধর পণ্ডিতের কোন প্রসঙ্গ নাই।

"পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্য বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল তা সভার পরকাশ।
বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥"

শ্রীচৈ: ভাঃ

শ্রীগদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পিতা শ্রীমাধব আচার্য্য এবং মাতা দেবী রত্নাবতী। পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশ্রীমহাপ্রভু হইতে দুই এক বৎসরের ছোট ছিলেন মাত্র।

"রত্নাবতী নন্দন প্রেম পাত্র,
হা নাথ মাধবাচার্য্যস্য পুত্র।"

মহাজনের পদ।

ধন্য ধন্য বলি মেন, চারিযুগ মধ্যে হেন,
কলির ভাগ্যের সীমা নাই।
সুন্দর নদিয়া পুরে, মাধব মিশ্রের ঘরে,
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই ॥
বৈশাখের কুহু দিনে, জনমিলা শুভক্ষণে,
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর।
শ্রীমাধব রত্নাবতী, পুত্র মুখ দেখি অতি,
উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর ॥
কিবা গদাধর শোভা, সভার নয়ন লোভা,
যেন কত আনন্দের ধাম।
ঝল মল করে বর্ণ, জিনিয়ে সে শুদ্ধ স্বর্ণ,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুপম ॥
যত নদিয়ার লোক, পাসরিয়া দুঃখ শোক,
পরস্পর কহে কুতূহলে।
মাধবের কিবা ভাগ্য, হৈল যেন রত্ন লভ্য,
না জানি কতেক পুণ্য ফলে ॥
শ্রীপদ সমুদ্র ৪০৩১।

শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের ব্রজ লীলা ভক্তবৃন্দ যে রূপ অপার আনন্দের সহিত আস্বাদন করিয়া থাকেন, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌর গদাধর লীলাও ঠিক সেই ভাবে আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীনরহরি ঠাকুর উক্ত লীলা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুনঃ—

"গৌর লীলা দরশনে, বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।

মুদ্রিত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
গ্রন্থ লিখিবে যে, এখন জন্মে নাই সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হলে, বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাইবেন প্রভু॥
গৌর গদাধর লীলা, আদ্রব করয়ে শিলা,
কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥"

শ্রীপদ সমুদ্র।

পণ্ডিত গোস্বামী বিবাহ করেন নাই, কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। এক দিবস পথিমধ্যে গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে ঠারে ঠোরে কি কথা হইল, তৎপরে তিনি গৌরাঙ্গকে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নরহরি ঠাকুরের যে পদটি আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"ব্রজভূমি করি শূন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ,
এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর, বর্ণ করি ভাবান্তর,
পুনঃ বাঢ়াও বিরহ জঞ্জাল॥

নাই শিখিপুচ্ছ চূড়া, নাই সেই পীত ধড়া,
করে নাই সে মোহন বাশরি।
যে বাশরি করি গান, বধিলে গোপীর প্রাণ,
সে বাশরি কোথা গৌরহরি।।
নাই সে বাঁকা নয়ন, এবে হেরি সুলোচন,
কিন্তু সে ভঙ্গিম বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন, এরূপে ভুলে না মন,
তুমিই কি সেই ব্রজের কানাই।।
কহে নরহরি দাস, যার নাহি বিশ্বাস,
সে আসি দেখুক নয়নে।
সে দিনের যেই কথা, বলিতে মরমে ব্যথা,
যে হইল উভয় মিলনে।।"

শ্রীপদ সমুদ্র।

শ্রীবাস পণ্ডিত।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে শ্রীনারদ মুনি।

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি চারি সহোদরের পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট পরে তাঁহারা তীর্থবাস ও বিদ্যাভ্যাস অভিপ্রায়ে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর তথা হইতে কুমারহট্টে (বর্ত্তমান হালিসহরে) যাইয়া বাস করেন। শ্রীবাসের পত্নীর নাম মালিনী দেবী। এই শ্রীবাসের বাড়ীতেই মহাপ্রভু প্রথমে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস মহাপ্রভুর একজন প্রধান ভক্ত। শ্রীনারায়ণীদেবী শ্রীবাসের ভ্রাতৃ কন্যা। ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই নারায়ণী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীস্বরূপ দামোদর।

(ব্রজের শ্রীললিতা সখী।)

মধুর রস আস্বাদনে কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র মহাপ্রভুর অভিমত ছিলেন, তন্মধ্যে স্বরূপ দামোদর একজন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গভক্ত। অনেক সময়ে স্বরূপের কথা মহাপ্রভু উপদেশ স্বরূপে গ্রহণ করিতেন। স্বরূপ দামোদরের পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম, নাম রাখেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পুরুষোত্তমও মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া কাশীতে যাইয়া সন্ন্যাসী হয়েন। পরিশেষে মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলে পুনরায় তথায় যাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও যোগপট্ট ধারণ করেন নাই, এই জন্য তাঁহার স্বরূপ নাম হয়।

"স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী।
চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যেতে মহাপ্রেমী॥"

শ্রীভক্তমাল :—

শ্রীসনাতন গোস্বামী।	ব্রজের শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী।
শ্রীরূপ গোস্বামী।	শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীজীব গোস্বামী।	ব্রজের শ্রীবিলাসমঞ্জরী।

ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ণাট দেশে রাজোপাধিধারী ছিলেন। ইহাঁরা ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। ইহাঁদিগের প্রপিতামহ শ্রীপদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাস করিবার বাসনায় নবহট্ট আধুনিক নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে মুকুন্দ সর্ব্ব-

কনিষ্ঠ। মুকুন্দের পুত্র কুমার। জ্ঞাতি দিগের সহিত সম্ভাব না থাকায়, কুমার নৈহাটী হইতে বাক্‌লা চন্দ্র:দ্বীপে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল; তন্মধ্যে রূপ, বল্লভ, সনাতন এই তিনজন প্রধান। জীবগোস্বামী বল্লভের পুত্র।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ১৪১০ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮০ শকে অন্তর্হিত হয়েন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ১৪১১ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮৬ শকে অন্তর্হিত হয়েন।

সনাতন ও রূপ দুই ভ্রাতার অলৌকিক বুদ্ধি নৈপুণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া গৌড়ের বাদসাহ তাঁহাদিগকে "উজিরী" প্রদান করেন। উজির পদাভিষিক্ত হওয়ার পরে তাঁহারা গৌড়েশ্বরের অভিপ্রায় মতে রামকেলি গ্রামে বাস করেন।

গৌড়ের বাদসাহ আপনার ইচ্ছা অনুসারে সনাতন, রূপ ও বল্লভের যথাক্রমে দবীর খাস, সাকর মল্লিক ও অনুপম মল্লিক, এই তিনটি নাম রাখিয়াছিলেন।

ইহাঁরা উজিরি পদ ও রামকেলির ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা মদনমোহন জীউর সেবা স্থাপিত হয় এবং শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীরাধা গোবিন্দের সেবা স্থাপিত হয়।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

(ব্রজের শ্রীগুণ মঞ্জরী।)

দাক্ষিণাত্য বাসী শ্রীবেঙ্কট ভট্টের পুত্র। মহাপ্রভু দক্ষিণ

ভ্রমণে যাইয়া এই বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে চারিমাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বেঙ্কট ভট্ট ও তাঁহার দুই ভ্রাতা ত্রিমল্ল ভট্ট এবং প্রকাশানন্দ সকলেই মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। এই বেঙ্কট অনুজ প্রকাশানন্দই কাশীতে থাকিতেন এবং সহস্র সহস্র অদ্বৈত বাদীর গুরু ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া কৃপা প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু প্রকাশানন্দের পরিবর্ত্তে "প্রবোধানন্দ" নাম রাখিয়াছিলেন।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ জীউর সেবা স্থাপিত হয়।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

(ব্রজেরশ্রীরাগ মঞ্জরী।)

কাশীবাসী শ্রীতপন মিশ্রের পুত্র। রঘুনাথ মহাপ্রভুর আদেশ মতে দারপরিগ্রহ করেন নাই। ইনি ১৪২৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫০১ শকে অন্তর্হিত হয়েন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

(ব্রজের শ্রীরতিমঞ্জরী।)

জেলা হুগলীর অধীন গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গম সন্নিকটে সরস্বতীতীরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম একটী পুরাতন নগর। বর্ত্তমান সময়ে যেমন কলিকাতা, পূর্ব্বকালে যখন গ্রীক্ ও পর্ত্তুগীজ জাতি ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তখন ঐ সপ্তগ্রাম, বাঙ্গালার মধ্যে মুসলমান রাজগণের রাজধানী ও সর্ব্বপ্রধান বানিজ্য বন্দর ছিল।

গৌড় বাদশার অধীনে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার নামক দুই ভ্রাতা, ঐ সপ্তগ্রামের জমীদার ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি বিংশতি লক্ষ মুদ্রা কর আদায়ের ভার ছিল। উক্ত বিংশতি লক্ষের মধ্যে তাঁহারা দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা রাজসরকারে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট আট লক্ষ মুদ্রা আপনাদিগের লাভ স্বরূপে প্রাপ্ত হইতেন। হিরণ্য মজুমদারের সন্তান হয় নাই, গোবর্দ্ধনের এক মাত্র পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথই এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা, পাছে পুত্র গৃহত্যাগ করে, এইজন্য বহু অনুসন্ধান করিয়া একটি পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। রঘুনাথের কিছুমাত্র সংসারে আসক্তি ছিল না, তিনি কেবল কিরূপে পলায়ন করিবেন, এই সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। দশ বার জন প্রহরী, সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিত। এই সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও, রঘুনাথ সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর।

(যবন হরিদাস)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকামতে—প্রহ্লাদ।

হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢ়ণ গ্রামে মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশ বেনাপোলের নিভৃত কুটীরে। জন্ম হইতে প্রকাশ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বেনাপোল

বনগ্রামের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঐ গ্রামের বনমধ্যে নিভৃত কুটীরে হরিদাস পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ, তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল। প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম লইতে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইত; সুতরাং হরিদাস অহঃরহ হরিনামামৃত পানে মগ্ন থাকিতেন; তাঁহাকে অপর কোন কার্য্য করিতে দৃষ্ট হইত না। দিবা ভাগে একবার মাত্র বহির্গত হইয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া আসিতেন।

হরিদাস ক্রমে সকলের নিকটেই পরিচিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিলে অতি পাষণ্ডও অবনত হইত।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥"

উক্ত বৈষ্ণব লক্ষণ সমুদয় হরিদাস সাধুতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। তিনি কাহারও সহিত বৃথালাপ করিতেন না, তথাপি কত লোক আসিয়া তাঁহার কুটীর দ্বারে বসিয়া নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিত। হরিদাস যবন ইহা জানিতে পারিয়াও বেনাপোল এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী বহুলোক নিত্য হরিদাস সাধুকে দেখিতে আসিত।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্ব পচাধমঃ॥"
"ভক্তিরষ্টবিধাহ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছোঽপিবর্ত্ততে,
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ।"

সকলেই হরিদাসকে ভক্তি করিতেছেন, সকলের মুখেই হরিদাস সাধুর প্রশংসা, ইহা ঐ দেশের জমীদার রামচন্দ্র খানের প্রাণে সহিল না। তিনি কিরূপে হরিদাসকে অপদস্থ করিবেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হরিদাস ভ্রমেও কখন কাহাকে একটি উচ্চ কথা বলিতেন না, তথাপি রামচন্দ্র খান কিজন্য তাঁহার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। যখন স্বীয় কর্ম্মপাষণ্ডতা বশতঃ মনুষ্যের উৎসন্ন যাইবার সময় উপস্থিত হয়, তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে প্রায়ই সাধুদ্বেষী হইতে দেখা যায়। সাধুপীড়ন অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। যিনি সাধুপীড়ন করেন, তাঁহাকে শীঘ্রই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। রামচন্দ্র খানের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল।

রামচন্দ্র খান হরিদাস সাধুকে উৎপীড়িত করিবার জন্য একজন বেশ্যাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়া এক দিবস তাঁহার কুটীরে পাঠাইয়া দিলেন। বেশ্যা সন্ধ্যার পর হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক কুটীর দ্বারে বসিলেন। হরিদাস ঠাকুরের নিকট সকলেই সমান ছিল, তিনি বেশ্যাকে কুটীর দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বসিতে অনুমতি করিলেন।

হরিদাস ঠাকুর নিত্য তিন লক্ষ হরিনাম লইয়া থাকেন, তিনি আপন মনে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, বেশ্যা দ্বারে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর রামচন্দ্র খান জমীদারের কথা মনে পড়িবা মাত্র বেশ্যার ভাব পরি-

বর্ত্তিত হইয়া গেল; তখন সে আপন স্বভাবসুলভ হাবভাব কটাক্ষ দ্বারা হরিদাসের মন ভুলাইতে উদ্যত হইল।

হরিদাস নামামৃত পানে উন্মত্ত, উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, সুতরাং বেশ্যার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, তখনও হরিদাসের নাম কীর্ত্তন সাঙ্গ হইল না, দেখিয়া বেশ্যা অগত্যা আপন আলয়ে ফিরিয়া গেল।

পরদিবস রামচন্দ্র খান, বেশ্যাকে নানা প্রকার শিক্ষা দিয়া পুনরায় হরিদাস সমীপে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু বেশ্যা কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিল।

তৃতীয় রাত্রিতে বেশ্যা আবার রামচন্দ্র খানের আদেশানুসারে হরিদাসের কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, হরিদাস্ তাহাকে বসিতে অনুমতি করিয়া বলিলেন, অদ্য আমার নাম কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলেই তোমার সহিত আলাপ করিব। বেচারি কি করে, অগত্যা দ্বারদেশে বসিয়া নাম কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল।

বেশ্যা পরম ভাগ্যবতী, তাহার কষ্ট দেখিয়া হরিদাস ঠাকুরের অন্তর দ্রবিল। সাধুর কৃপায় না হইতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই; হরিদাস ঠাকুরের কৃপা কটাক্ষে বেশ্যার হরিনামে রুচি জন্মিল। কৃষ্ণনামে রুচি জন্মিলে তাহার আর কিসের অভাব? বেশ্যার অন্তরে ভক্তির উদ্রেক হওয়াতে সে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া নামামৃত পান করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে হরিদাস ঠাকুর নাম কীর্ত্তন সম্পূর্ণ করিলেন। বেশ্যা অবকাশ পাইয়া তাঁহার পা দুখানি আপন মস্তকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর! আমার প্রতি

প্রসন্ন হও। আমি অনেক পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু তোমার কৃপায় আর আমার ঐ প্রকার অসৎ কার্য্যে রুচি নাই। তুমি আমাকে কৃপা কর, আর আমি বাটী ফিরিয়া যাইব না।”

হরিদাস ঠাকুর তাহাকে পূর্ব্বেই কৃপা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সহাস্য বদনে বলিলেন, “যদি তোমার কৃষ্ণনামে রুচি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এই কুটীরে থাকিয়াই ভজন কর; আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি।” এই বলিয়া তাঁহাকে তারকব্রহ্ম নাম প্রদান করিয়া ভজনপদ্ধতি শিক্ষা দিলেন।

সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য দেখুন! দুষ্টপ্রকৃতি বেশ্যাও পরম বৈষ্ণবী হইল। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অর্থাৎ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক যে রূপেই হউক, একবার মাত্র সাধু সঙ্গ পাইলে, আর কাহাকেও উন্মার্গগামী হইতে হয় না। বেশ্যা অসদভিপ্রায়ে আসিয়াও, সাধু সঙ্গ মাহাত্ম্যে সদ্গতি লাভ করিল।

“দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশে॥”

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

বেশ্যা সেই দিবসেই বাটি যাইয়া সমুদয় গৃহসামগ্রী দীন দুঃখীকে দান করিল, এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া চীর মাত্র পরিধান পূর্ব্বক হরিদাসের কুটীরে উপনীত হইল। বেশ্যা প্রত্যাগমন করিয়া হরিদাসকে আর দেখিতে পাইল না।

হরিদাস ঐ পাপ রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে, বেশ্যা তাঁহার কুটীরে থাকিয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে লাগিল।

তাহার কঠোর ভজনে তদ্দেশবাসী সকলেই বিস্মিত হইয়া ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্ব্বৃত্ত রামচন্দ্র খান নবাব সরকারে রীতিমত কর দিত না, এই অপরাধে নবাবের ক্রোধে পতিত হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে স্বকর্ম্মের ফল পাইতে হইয়াছিল। নবাবের উজির আসিয়া রামচন্দ্রের বাটী ও সমুদয় গ্রাম লুণ্ঠন করে এবং তাহাকে স্ত্রীপুত্রাদি সহ বন্দী করিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদান করে।

হরিদাস বেনাপোল পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আশ্রয়ে গঙ্গাতীরে গোফা নির্ম্মাণ করিয়া কিছু দিন বাস করেন। তৎপরে সপ্তগ্রামের নিকট চাঁদপুর গ্রামে যাইয়া একটি কুটীর নির্ম্মাণ করেন। ঐ গ্রামে বলরাম আচার্য্য নামে এক মহাত্মা বাস করিতেন, তিনি হরিদাসের সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। বলরাম আচার্য্য সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধ জমীদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের কুলপুরোহিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার বলরাম আচার্য্যের নিকটে হরিদাসের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এক দিন

দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। হরিদাস বিষয়ীর সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন না, কিন্তু কি করিবেন, বিশেষ অনুরুদ্ধ হওয়ায় অগত্যা এক দিবস জমীদারবাটী যাইতে সম্মত হইলেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতা পরম ভক্ত, তাঁহারা হরিদাস সাধুর আগমন জন্য একটি সভা করিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ভদ্রলোক সেই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। হরিদাস যবন ইহা জানিয়াও, তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূরবর্ত্তী স্থানের লোক সকলও আসিয়াছিল।

হরিদাস সভাস্থ হইবামাত্র সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। হরিদাসও বিনয়াবনত বদনে তাঁহাদিগকে প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া, সকলে উপবেশন করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং উপবেশন করিলেন।

হরিদাস নিত্য তিন লক্ষ হরিনাম লয়েন, ইহা অবগত হইয়া সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইলেন। পরে প্রসঙ্গ ক্রমে হরিনাম মাহাত্ম্যের কথা উঠিলে. কেহ বলিলেন যে, হরিনামে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়, কেহ বলিলেন হরিনামে মোক্ষ লাভ হয়, ইত্যাদি নানা শাস্ত্র হইতে হরিনাম মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। হরিদাস প্রথমে কোন কথাই বলেন নাই, পরিশেষে বলিলেন যে, "আপনারা হরিনাম মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণন করিলেন. হরিনামের প্রকৃত মাহাত্ম্য সেরূপ নহে। পাপ ক্ষয়, অথবা মুক্তি, নামাভাসেই হইয়া থাকে, হরিনামে কেবল শ্রীকৃষ্ণে প্রেম জন্মায়। যেরূপ সূর্য্য প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই অন্ধকার নাশ পায়, পরে সূর্য্যোদয় হইলে লোকের দিব্য দৃষ্টিলাভ হয়; সেইরূপ হরিনামে অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইয়া

জীবকে কৃতার্থ করে ; পাপ ক্ষয় এবং মুক্তি নামের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।”

"তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥
চোর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥”

শ্রীমদ্ভাঃ—

হরিদাসের এইরূপ অতি মধুর হরিনাম মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা

শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। কেবল গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি হরিদাসের কথার প্রতিবাদ করিলেন যে, "এই ভাবুকের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অপর কোন উপায় নাই; এবং অতি কঠোর তপস্যার দ্বারাও যে মুক্তি লাভ করা যায় না, কেবল নামাভাসে সেই মুক্তি হয়, ইহা পরিহাস বাক্য মাত্র।"

গোপাল চক্রবর্ত্তী নবীন যুবা, মজুমদারের বাড়ীতে আরিন্দার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর গৌড়-বাদসাহ সরকারে বার লক্ষ টাকা খাজনা দাখিল করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। বাদসাহ সমীপে যাতায়াত থাকায় তাঁহার মনে মনে অহঙ্কার ছিল যে, তিনি বাদসার অনুগৃহীত ব্যক্তি; এবং সেই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না।

হরিদাস গোপালের প্রতিবাদে কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি কোন প্রকার সন্দেহ করিবেন না, আমি হরিনাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম উহা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি কি অজামিল উপাখ্যান শুনেন নাই।

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

গোপাল বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতগণ! আপনারা এই ভাবুকের কথা শুনুন!" পরে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যদি "নামাভাসে মুক্তি না হয়, তাহা হইলে তোমার নাক কাটিয়া দিব।"

হরিদাস কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু কি করিবেন, সভাস্থলে বাদ প্রতিবাদ তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও নামের মহিমা রক্ষার্থে অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল যে, "ভাল তাহাই হইবে।"

গোপালের এই অতি নিন্দনীয় ব্যবহারে সভাসদ সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বলরাম আচার্য্য গোপালকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং হিরণ্য মজুমদার তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

উক্ত ঘটনার তিন দিবস পরেই গোপাল চক্রবর্ত্তী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়েন।

"গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে॥
পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন॥
ক্রোধ হইঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥
কোটী জন্ম ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়॥

ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥
বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়॥"

* * * *

তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পককলি সব হস্ত পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
হরিদাস প্রশংসি তাঁরে করেন নমস্কার॥
যদ্যপি হরিদাসে বিপ্রের দোষ না হইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্ত স্বভাব অজ্ঞ দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ স্বভাব ভক্তি নিন্দা সহিতে না পারে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

গোপাল কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলে হরিদাস অতি দুঃখিতান্তঃকরণে চাঁদপুর পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুর সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রামে যাইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন।

ফুলিয়া একখানি গণ্ডগ্রাম, বহুসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই হরিদাস ফুলিয়াবাসিগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অমায়িকতা ও

বিশুদ্ধ স্বভাবে বশীভূত না হইতেন, এমন লোক প্রায় কেহই ছিলেন না; সুতরাং গুণগ্রাহী ফুলিয়াবাসিগণ যে হরিদাসকে ভাল বাসিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসিগণ হরিদাসের সহিত নাম কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। হরিদাসের আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি একাকীই নাম রসে মগ্ন থাকিতেন, এক্ষণে গ্রামবাসিগণ তাঁহার সহিত হরিনাম কীর্ত্তনে যোগদান করিলে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কথন গঙ্গার তীরে তীরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন, কথন গ্রামের অভ্যন্তরে, কথন বা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে কীর্ত্তনানন্দে কিছুদিন অতীত হইলে হরিদাসের জীবনে একটি অতীব ভীষণ ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৌড় বাদ্‌সাহের অধীনে স্থানে স্থানে এক এক জন মুসলমান শাসনকর্ত্তা থাকিতেন, তাঁহাদিগকে কাজী বলিত। নবদ্বীপ অঞ্চল চাঁদ কাজীর অধীনে ছিল, এবং গোড়াই কাজী শান্তিপুর ও ফুলিয়া প্রভৃতি স্থানের বিচারপতি ছিলেন।

উক্ত গোড়াই কাজী হরিদাসের পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন; হরিদাস যবন হইয়া হিন্দুর দেবতা উপাসনা করিতেছেন, ইহা কাজী সাহেবের সহ্য হইল না।

গোড়াই কাজী দুই তিন বার হরিদাসকে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু হরিদাস তাহাতে নিরস্ত না হওয়ায়, কাজী সাহেব ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং গৌড়ে যাইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন।

গৌড়-বাদসাহ হুসেন সাহা গোরাই কাজীর উত্তেজনায় হরিদাসকে ফুলিয়া হইতে 'তলব' করিয়া লইয়া গেলেন। হরিদাস, বাদসাহের সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অভিযোগকারী গোড়াই কাজী তথায় বসিয়া আছেন। বাদসাহ হরিদাসকে বলিলেন, "তুমি মুসলমান হইয়া কি জন্য হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ? যদ্যপি তুমি উহা পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে, তোমাকে উপযুক্ত দণ্ড লইতে হইবে।"

হরিদাস বাদসাহের কথায় কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অকুণ্ঠিত ভাবে উত্তর করিলেন যে, "একমাত্র ভগবান্ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা এবং তাঁহার নামও অনন্ত, তাঁহার যে নামে আমার রুচি হইবে, আমি সেই নামেই তাঁহাকে ডাকিব। 'আল্লা' এবং হরি' দুইজন স্বতন্ত্র নহেন।"

গোড়াই কাজী তখন সুযোগ পাইয়া বাদসাহকে বলিলেন, "এই ব্যক্তির কত বড় সাহস দেখুন! এ আপনার কথাও গ্রাহ্য করিতেছে না। ইহার সমুচিত শাস্তি এখনই দেওয়া কর্ত্তব্য।"

বাদসাহ পুনরায় হরিদাসকে বলিলেন, "তুমি এখনও যদি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিই, নতুবা তোমাকে সমুচিত দণ্ড লইতে হইবে।" হরিদাস কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন, তাঁহার মুখে একটু হাসি দেখা দিল; পরে অকম্পিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন 'আমার প্রাণ থাকিতে হরিনাম পরিত্যাগ করিব না।'

সভাসদ্ সকলে অবাক্ হইয়া হরিদাসের তেজঃপুঞ্জ কলেবরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোড়াই কাজী এইবার

বিশেষ সুযোগ পাইয়া বাদসাহকে বলিলেন, 'আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এই ব্যক্তিকে উচিত মত দণ্ড দেওয়া হউক। মুসলমান হইয়া কাফেরের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড করাই কর্ত্তব্য, নতুবা মুসলমান ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করা হয়।"

অনন্তর গোড়াই কাজীর নির্দ্দেশ মতে সর্ব্ব লোকে যাহাতে দেখিতে পায়, এই রূপে গৌড়ের বাইস বাজারে হরিদাসকে লইয়া বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ড করিবার আদেশ প্রচারিত হইল।

বাদসাহের আদেশ মতে হরিদাস দণ্ডিত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। অনন্তর শান্তি-রক্ষকগণ কি-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলে, তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন, "ভাই সকল, আমার জন্য তোমাদিগকে আর চিন্তা করিতে হইবে না, এই দেখ, আমি মরিতেছি", এই বলিয়া যোগাবলম্বনে নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিলেন। তখন বাদসাহের লোকেরা হরিদাস মরিয়াছেন, স্থির করিয়া তাঁহাকে নদীতে নিঃক্ষেপ করিয়া বাদসাহকে সংবাদ প্রদান করিল।

তৎপর দিবস সকলে দেখিতে পাইল যে, হরিদাস নদীতীরে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। এই সংবাদ নগরে রাষ্ট্র হইবামাত্র হাজার হাজার লোক দৌড়িয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিল। ক্রমে বাদসাহের নিকটে সংবাদ যাইলে তিনিও গৌড়ের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সমভিব্যাহারে দেখিতে আসিলেন। হরিদাস আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন; তাঁহার সরল ভাব, ঐশ্বরিক শক্তি, ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া মুসলমান অধি-পতির হৃদয় কাঁপিল।

হুসেন সাহা হরিদাসের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, “ভাই! তুমিই যথার্থ আল্লাকে জানিয়াছ; আমি না জানিয়া তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমি আজ হইতে হুকুম প্রচার করিয়া দিব যে, আমার অধিকার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে, কেহ তোমার অনিষ্টাচরণ করিলে দণ্ড পাইবে। হরিদাস বিনয়বচনে বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া আর তথায় রহিলেন না; সময় উপস্থিত হওয়ায় অতি শীঘ্র নবদ্বীপে আগমন করিয়া তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব গৌরাঙ্গ পদে আশ্রয় লইলেন।

কেহ কেহ বলেন হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণ সন্তান; অতি শৈশবকালে পিতৃমাতৃবিয়োগ হইলে মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তিনি যে নীচ যবন কুলোদ্ভব তাহা ঠাকুর বৃন্দাবন দাস স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা;—

“ব্রহ্মা শিব হরিদাস হেন ভক্ত সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥

যেতে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিমাই বিদ্যাবিলাসে বিভোর হইয়া আছেন। দিনের পর দিন ধীরে ধীরে অনন্ত কাল স্রোতে মিলাইয়া যাইতেছে। ভক্তবৃন্দ কি করিবেন, অন্তর বেদনা অন্তরে ধারণ করত কেবল শ্রীঅদ্বৈতের আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করিয়া দিনযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক দিবস শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয় শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করিলেন।

ঈশ্বরপুরী অদ্বৈত সভায় উপস্থিত হইলে সকলেই বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঈশ্বর পুরীকে কেহই পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই; সুতরাং তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি যে একজন পরম বৈষ্ণব, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না।

অদ্বৈত প্রভু ঈশ্বরপুরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে দর্শন করিয়া আমরা অদ্য ধন্য হইলাম। আপনার তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার স্পষ্ট অনুমান হইতেছে যে আপনি একজন বৈষ্ণব-প্রধান।

ঈশ্বরপুরী কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না। আমি অধম শূদ্র, আপনাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।

অদ্বৈত প্রভু আর কোন কথা না বলিয়া মুকুন্দকে গান গাহিতে ইঙ্গিত করিলেন। মুকুন্দ ইঙ্গিত পাইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ চরিত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। একে কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, তাহাতে মুকুন্দের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি, ঈশ্বরপুরী ঐ অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈত প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, তিনি ঈশ্বরপুরীকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বরপুরী আর আপনাকে গোপন রাখিতে সমর্থ হইলেন না, মহানদীর সাগর সঙ্গমের ন্যায় শ্রীঅদ্বৈতের অপার প্রেমার্ণবে মিশিয়া গেলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার স্বরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

গোপীনাথ আচার্য্য অতি যত্নপূর্ব্বক ঈশ্বরপুরীকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার ভক্তি ও প্রেম সেবায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বরপুরী উদাসীন হইয়াও গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

এক দিবস নিমাই বাটী যাইতেছেন, পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করিয়া এই প্রথম নিমাইকে দেখিলেন। নিমাই উদাসীন বৈষ্ণব দেখিয়া পুরীকে সম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন। ঈশ্বরপুরী এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, এক্ষণে সাদর সম্ভাষণে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার অলৌকিক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। যতই অবলোকন করিতে লাগিলেন, নিমাইয়ের মোহিনী মূর্ত্তি ঈশ্বরপুরীর চক্ষে ততই নব নব মাধুর্য্য ধারণ করিতে থাকিল।

নিদাঘের প্রখর সূর্য্য কিরণে ক্ষুদ্র জলাশয় সমুদয় শুষ্ক প্রায় হইয়া যায়, বৃহৎ স্রোতস্বতীও ক্ষীণকায়া ধারণ করিয়া মৃদু গতিতে নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়। পরে বর্ষাগমে গগনে নব জলধর দর্শন করতঃ স্রোতস্বতী যেমন আনন্দ প্রকাশ ছলে ছোট ছোট ঢেউগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, নিমাইকে দর্শন করিয়া ঈশ্বরপুরীর অন্তরও সেইরূপ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

ঈশ্বরপুরী নিমাইকে অপূর্ব্ব প্রেম কাদম্বিনী স্বরূপ দেখিলেন। বর্ষাকালে ঘন মেঘ দর্শন করিলে যেরূপ বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী ইহা বুঝিতে পারা যায়, নিমাইকে দেখিয়াও সেইরূপ ঈশ্বরপুরী জানিতে পারিলেন যে, এই মহাপুরুষ নিশ্চয়ই প্রেম বন্যায় জগৎ প্লাবিত করিবেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য কোথায় চলিয়া গেল, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে পণ্ডিত! তোমার বাড়ী কতদূরে?

নিমাই বিনীত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞা! নিকটেই; চলুন আজ আমার বাড়ীতে ভিক্ষা করিবেন।" ঈশ্বরপুরীর বাসনা পূর্ণ হইল, তিনি নিমাইয়ের সমভিব্যাহারে তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন।

ঈশ্বরপুরী গোপীনাথ আচার্য্যের বাড়ীতে বাসা করিয়া আছেন। নিমাই প্রত্যহ পড়াইয়া বাটী যাইবার সময় তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। ঈশ্বরপুরী গদাধর পণ্ডিতকে বড় ভাল বাসেন। গদাধর নিত্য পুরী-সন্নিধানে যাইয়া তাঁহার কৃত "শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত" পাঠ করেন। এক দিবস ঈশ্বরপুরী নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে নিমাই পণ্ডিত! তুমি একবার আমার কৃত এই "কৃষ্ণ লীলামৃত" পুঁথিখানি পাঠ করিয়া যদি কোন ভ্রম দেখিতে পাও, আমাকে বল। তুমি একজন বড় পণ্ডিত, অত-এব আমার এই পুস্তক খানি দেখিয়া দিলে আমি সন্তুষ্ট হইব।"

নিমাই বলিলেন, "পুরী গোস্বামী! আপনি একজন পরম বৈষ্ণব, আপনার কৃত পুস্তক, বিশেষতঃ যাহাতে কৃষ্ণ চরিত বর্ণিত আছে এমন কাহার সাধ্য হইবে যে, ঐ পুস্তকের দোষ দর্শন করিবে? আমার প্রতি ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না। ভক্ত যেরূপেই ভগবানের মহিমা কিংবা লীলা বর্ণন করুন না কেন, উহা সততই তাঁহার অতি প্রিয়।

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়স্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

এক দিবস পথে যাইতে, মুকুন্দের সহিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ হইল। নিমাই মুকুন্দের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিলেই কিজন্য পলায়ন কর, তাহার কারণ অদ্য আমাকে বলিতে হইবে। মুকুন্দ মনে মনে ভাবিতেছেন যে, নিমাই পণ্ডিতের পুঁজির মধ্যে ত ব্যাকরণ, আজ আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমি অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিব।

মুকুন্দের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া নিমাই বলিলেন,

"ওহে মুকুন্দ! অদ্য আমি তোমাকে অগ্রে কিছু জিজ্ঞাসা করিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় পূর্ব্বপক্ষ কর। মুকুন্দ সুযোগ পাইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কূট বিষয় সমূহ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নিমাই সহাস্যবদনে এক এক করিয়া তাঁহার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিলে মুকুন্দ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিমাইকে প্রণাম করতঃ গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

"মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণ শিশু শাস্ত্র।
বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা সনে।
প্রভু কহে বুঝ তোমার যেবা লয় মনে॥
বিষম বিষম যত কবিত্ব প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥
সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি দোষে সব অলঙ্কার॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলেন বচন॥
আজি ঘরে গিয়া ভাল মতে পুথি চাহ।
কালি বুঝাবাও ঝাট আসিবারে চাহ॥
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥
মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা॥
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেক ইহার সঙ্গ না ছাড়ি যে তবে॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ—

এক দিবস নিমাই নগর ভ্রমণ করিতে করিতে এক দৈবজ্ঞের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দৈবজ্ঞ অতি আদর পূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলে নিমাই বলিলেন, "দৈবজ্ঞ ঠাকুর! সর্ব্বত্রই আপনার সুখ্যাতি শুনিতে পাই, অদ্য আমার সম্বন্ধে কিছু গণনা করিতে হইবে। আপনি গণনা করিয়া দেখুন দেখি আমি পূর্ব্ব জন্মে কি ছিলাম?"

দৈবজ্ঞ বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং কোন প্রকার গণনা করিতে হইলে অগ্রে আপন ইষ্টমন্ত্র কিছুসংখ্যক জপ করিয়া তৎপরে গণনা করিতেন। নিমাইয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তিনি মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল নিমীলিত নয়নে জপ করিলে দেখিতে পাইলেন, কংসের কারাগারে ভগবান মাতৃক্রোড়ে বিরাজ করিতেছেন এবং পিতা মাতা করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতেছেন। অনন্তর দেখিলেন, ভগবান বালক বেশে ব্রজে নবনীত ভক্ষণ করিতেছেন। তৎপরে দেখিলেন ভগবান ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠামে শ্রীমুখে মুরলী বাজাইতেছেন এবং গোপাঙ্গনা সকল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য গীত করিতেছেন। এইরূপ এবং অন্যান্য বিবিধ ভগবল্লীলা দর্শন করিয়া দৈবজ্ঞের বিস্ময় জন্মিল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই প্রকার ঘটনাত আর কখন হয় নাই। বোধ হয় এই ব্রাহ্মণ কোন মন্ত্র জানে, অথবা অন্য কোন দেবতা আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন। যাহা হউক বিশেষ কোন কারণ স্থির করিতে না পারিয়া নিমাইয়ের দিকে চাহিলেন।

নিমাই সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই ঠাকুর! আমার বিষয় কি স্থির করিলেন?" দৈবজ্ঞ মনের ভাব গোপন করিয়া

বলিলেন, আপনি এখন যাউন, বৈকালে আসিবেন, তখন স্থির করিয়া বলিব।

"প্রভু বলে তুমি সর্ব্ব জান ভাল শুনি।
বল দেখি অন্য জন্মে কি ছিলাম আমি॥
ভাল বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপাল মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে॥
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে মহা জ্যোতিঃ ধাম॥
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দি ঘরে।
পিতা মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে॥
সেইক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লইয়া কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে॥
পুনঃ দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিনী নবনীত দুই করে॥
নিজ ইষ্টমন্ত্র যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥
পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন।
চতুর্দ্দিকে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত চক্ষু মেলি সর্ব্বজন।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান॥
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে শুন শ্রীবাল গোপাল।
কে আছিলা দ্বিজ এই দেখাও সকল॥
তবে দেখে ধনুর্দ্ধর দূর্ব্বাদল শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজন॥

পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয় জল মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ অবতার।
মহা উগ্ররূপ ভক্ত বৎসল অপার॥
পুনঃ দেখে তাঁহারে বামন রূপ ধরি।
বলি যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি॥
পুনঃ দেখে মৎস্য রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে॥
সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর রূপ শ্রীমূষল করে॥
পুনঃ দেখে জগন্নাথ মূর্ত্তি সর্ব্বজন॥
মধ্যে শোভে সুভদ্রা দক্ষিণে বলরাম॥
এইমত ঈশ্বর তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজান।
তথাপি না বুঝে কিছু হেন মায়া তান॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

শ্রীধর একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, নবদ্বীপেই তাঁহার বাড়ী। নিমাই মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতেন। থোড়, মোচা, কলা, ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া তিনি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এক দিবস নিমাই শ্রীধরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ওহে শ্রীধর! আচ্ছা, তুমি যে এত হরিনাম কর, কিন্তু তোমার ত দুঃখ কখন ঘুচিল না? নবদ্বীপের অপরাপর লোক সকল দেখ কেমন সুখে কালযাপন করিতেছে। তোমার ন্যায় তাহারা সর্ব্বদা হরি হরি বলিয়া বেড়ায় না, অথচ কেমন সুখে আছে।"

শ্রীধর। আমি না হয় গরিব লোক, কিন্তু উপবাস ত করি না।

নিমাই। তাহা দেখিতে পাইতেছি, ঘরের চালে খড় নাই, দশ গণ্ডা গাঁট বাঁধা কাপড় পরিধান; এই সকল সুখের চিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীধর। তুমি যাহা বলিতেছ উহা সত্য বটে, কিন্তু কাহার দিন আট্‌কাইয়া থাকিতেছে না। ধনবান্‌ই হউক, আর দরিদ্রই হউক, দিন সকলেরি সমভাবে যাইতেছে। ধনী ব্যক্তি উত্তম উত্তম দ্রব্য আহার করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন, দরিদ্র শাক ভাত খাইয়া ভূমি শয্যায় কালাতিপাত করিতেছে; কিন্তু কাহারই দিন রহিয়া যাইতেছে না। সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতেছে; অতএব কোন বিষয়ের জন্য ক্ষোভ করা কর্ত্তব্য নহে।

নিমাই। আমি শুনিয়াছি, তোমার অনেক অর্থ আছে; কিন্তু তুমি তৎসমুদয় মাটির নীচে পুতিয়া রাখিয়া সকলের কাছে দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দাও। ভাল, আমি যে দিন অনুসন্ধান পাইব, সেই দিন জানিতে পারিবে, কি করি।

শ্রীধর। আমার ধন থাকুক আর না থাকুক, আমি তোমার সহিত বৃথা কলহ করিতে চাহি না, তুমি আপন আলয়ে গমন কর।

নিমাই। আচ্ছা আমি বাড়ী যাইতেছি, কিন্তু অদ্য আমাকে কি দিবে, তাহা অগ্রে দাও, তাহার পর আমি যাইব।

শ্রীধর। আমি দুঃখী মানুষ, খোলা বেচে খাই, আমার কি আছে যে, তোমাকে দিব।

নিমাই। তোমার যে গুপ্ত ধন আছে, তাহা পরে লইব, এক্ষণে কলা, মূলা, কি আছে দাও; আমি কিন্তু মূল্য দিতে পারিব না।

শ্রীধর। (স্বগত) ব্রাহ্মণের যেরূপ তেজঃপুঞ্জ কলেবর, তাহাতে এই ব্যক্তিকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু প্রত্যহই বা বিনামূল্যে কি প্রকারে থোড় কলা ইত্যাদি দিতে পারি? আর না দিয়াই বা কিরূপে নিস্তার পাইব। ব্রাহ্মণ যুবা পুরুষ, বেশী ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে কোন দিন আমাকে ঠেঙ্গাইয়া দিতেও পারে। আর বিলম্ব করা হইবে না, এই বলিয়া থোড় মোচা ইত্যাদি যাহা ঘরে ছিল, নিমাইকে আনিয়া দিলেন।

নিমাই। থোড়, মোচা ত পাইলাম, কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে কি মনে কর, তাহা সত্য করিয়া বল দেখি? তাহা বলিলেই আমি চলিয়া যাই।

শ্রীধর। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে শ্রীবিষ্ণুর অংশ বলিয়াই বোধ হয়।

নিমাই। তবে তুমি আমাকে জান না। আমি গোপ জাতি। এতদ্ব্যতীত আর একটি বিশেষ কথা বলি শুন। তোমরা এই যে গঙ্গাকে এত ভক্তি কর, গঙ্গার ঐ মাহাত্ম্য আমা হইতেই হইয়াছে।

শ্রীধর। ওহে নিমাই পণ্ডিত! তোমার কি গঙ্গা বলিয়াও কিছু মাত্র ভয় হয় না?

"প্রভু বলে আমারে কি বাসহ শ্রীধর
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥

শ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিষ্ণু অংশ।
প্রভু বলে না জানিলা আমি গোপ বংশ॥
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যে হেন গোয়াল॥
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন।
না চিনিল নিজ প্রভু মায়ার কারণ॥
প্রভু বলে শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা হইতে তোর সব গঙ্গার মাহাত্ম্য॥
শ্রীধর বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাই।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই॥
বয়স বাড়িলে লোক কত স্থির হয়।
তোমার চাপল্য আর দ্বিগুণ বাড়য়॥
এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিমাই প্রত্যহ অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে যাইয়া বসেন, এবং ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া নানাবিধ শাস্ত্র আলাপ করেন। শাস্ত্রালাপ ব্যতীত দিবসের কোন এক সময়ও নিমাইয়ের বৃথা অতিবাহিত হয় না।

এই সময় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তিনি দেবী সরস্বতীর উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন; সুতরাং সরস্বতীর কৃপায় কেহই তাঁহাকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করিতে পারিত না। দিগ্বিজয়ী ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে যাইয়া পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাজিত করিয়াছেন, এক্ষণে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত গণের সহিত বিচার করিতে আসিয়াছেন।

দিগ্বিজয়ী অনেক লোক, এবং ঘোড়া, হস্তী, প্রভৃতি বাহন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই তিনি সর্ব্বজয়ী হইবেন, এই অহঙ্কারেই উন্মত্ত হইয়াছেন। ক্রমে পণ্ডিত মণ্ডলী জানিতে পারিলেন যে, একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাঁহাদিগের সহিত বিচারার্থে নবদ্বীপে আসিয়াছেন।

দুই এক দিনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীর কৃপাপাত্র। মনুষ্যোচিত বিদ্যায় দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করা যাইবে না; আবার সমগ্র নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত এক ব্যক্তির নিকটে পরাভব স্বীকার করিবেন, ইহা বড়ই লজ্জার কথা, এই ভাবিয়া পণ্ডিতবর্গ বিমর্ষ হইলেন।

ছাত্রেরা নিমাইয়ের নিকটে যাইয়া দিগ্বিজয়ীর বৃত্তান্ত নিবেদন

করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা চিন্তিত হইও না; ভগবান্ কাহারও অহঙ্কার অক্ষুণ্ণ রাখেন না।"

পুর্ণিমার রজনী, নিমাই সন্ধ্যাকৃত্য সমাধা করিয়া ছাত্রদিগকে লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন। মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, "মহতের অবমাননা করা ভাল নহে। আমি যদি দিগ্বিজয়ীকে সর্ব্ব সমক্ষে পরাস্ত করি, তাহা হইলে তাঁহার অপমানের শেষ থাকিবে না; অধিকন্তু সকল লোকে তাঁহার দ্রব্যাদি লুট করিয়া লইবে।"

নিমাই ঐ প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ইতি মধ্যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। দিগ্বিজয়ী নিমাইকে কখন দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার নাম ও রূপগুণের বিষয় সমুদয় শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি গঙ্গাতীরে আসিয়া দেখিলেন, নিমাই চতুর্দ্দিকে ছাত্রবৃন্দবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। পরে ছাত্রের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যস্থলে তেজঃপুঞ্জ কলেবর দীর্ঘবাহু যে মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, উনিই নিমাই পণ্ডিত।

দিগ্বিজয়ী নিকটে আগমন করিলে, নিমাই ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বহু সমাদর পূর্ব্বক বসিতে স্থান দিলেন।

নিমাই। আমার পরম সৌভাগ্য, সেজন্য অদ্য আপনার সন্দর্শন পাইলাম। নবদ্বীপে আপনার শুভাগমন হওয়ায় আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। লোকমুখে শুনিয়াছি, আপনার সদৃশ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর কেহই নাই। আপনি সর্ব্বকলাবিৎ। অদ্য পূর্ণিমার রজনী, আমরা ভাগীরথী সমীপে উপস্থিত

আছি ; যদি কৃপা করিয়া গঙ্গা মাহাত্ম্য কিছু বর্ণন করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।

দিগ্বিজয়ী। আমি নবদ্বীপে আগমন করিয়া আপনার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আপনার দর্শনে পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। আপনার যখন শুনিতে বাসনা হইয়াছে, তখন আমি অবশ্য যথাজ্ঞান গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই কথা বলিয়া গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যপূর্ণ কয়েকটী দীর্ঘ সুন্দর শ্লোক রচনা করিলেন। তাঁহার উপস্থিত কবিত্ব দর্শনে ছাত্রবৃন্দ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন।

নিমাই। মহাশয়! আপনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ; কিন্তু যেরূপ দ্রুত ভাবে শ্লোক পাঠ করিলেন, তাহাতে আমরা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হই নাই। অনুগ্রহ করিয়া, শ্লোকটি একবার ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।

দিগ্বিজয়ী একটু হাসিয়া—"আচ্ছা, ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ করুন।" বলিয়া তিনি নিজকৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন। তৎশ্রবণে নিমাই কহিলেন, আপনি আমার অপরাধ লইবেন না ; আপনার কৃত শ্লোকের তিন স্থানে অলঙ্কার দোষ ঘটিয়াছে।

নিমাইয়ের বাক্যে দিগ্বিজয়ীর বিস্ময় জন্মিল। সাত পাঁচ নানা কথা বলিয়া আপনার দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কাহাকে ফাঁকি দিবেন, নিমাই কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। কোন্ কোন্ স্থানে দোষ ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে দর্শাইয়া দিলে, দিগ্বিজয়ী অবাক্ হইয়া রহিলেন।

দিগ্বিজয়ীর পরাজয় দর্শনে শিষ্যগণ হাস্য করিবার উপক্রম মাত্রেই নিমাই তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া, মধুর বচনে পণ্ডিতকে

বলিলেন মহাশয়! অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে এবং আপনিও শ্রান্ত হইয়াছেন, অতএব বাসায় গমন করুন, পুনরায় কল্য বিচার হইবে।

নিমাই শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বাটী গমন করিলেন। দিগ্বিজয়ীও আপন বাসায় যাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! দেবী সরস্বতী আমার তপস্তায় পরিতুষ্ট হইয়া বর দিয়াছেন যে, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, এবং বেদান্তাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কেহই আমার সমকক্ষ হইবে না; কিন্তু অদ্য একি হইল! একজন, শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণবিৎ বালকের নিকটে পরাস্ত হইলাম। সরস্বতী দেবী কি আমার প্রতি কোপনা হইয়াছেন?

এই বলিয়া দিগ্বিজয়ী অগ্রে সরস্বতীর নিয়মিত মন্ত্র জপ করিয়া পরে রাত্রি অধিক হওয়ায় শয়ন করিলেন। কিন্তু ক্ষণ পরে দেবী উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওহে বিপ্র! তোমাকে আমি বেদগোপ্য কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। তুমি যাঁহার নিকট পরাস্ত হইলে, উহাঁকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করিও না, উনি এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। আমি শাস্ত্র বিচার স্থলে তোমার জিহ্বায় অধিষ্ঠান করি বটে; কিন্তু উহাঁর সম্মুখে আমার শক্তি প্রকাশ পায় না। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি যে সমুদয় অবতারের কথা শুনিয়াছ, তাঁহারা উহাঁর অংশ কলা। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, উনিই ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিয়োগ কর্ত্তা। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল উহারই ইচ্ছা ক্রমে আবির্ভূত হইয়া উহাঁরই নিয়োগ-ক্রমে আপন আপন অধিকারে থাকিয়া সৃষ্টি আদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যাহা হউক, তুমি যে আমার সাধনা করিয়াছিলে,

তাহা অগু সফল হইল। এক্ষণে সর্ব্ব প্রকারে উহাঁর পাদপদ্ম আশ্রয় কর, তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল লাভ হইবে। যে সমুদয় কথা বলিলাম, ইহা স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান করিও না," এই বলিয়া দেবী সরস্বতী অন্তর্হিতা হইলেন। দিগ্বিজয়ীও অতি প্রত্যূষে নিমাই পণ্ডিতের বাটীতে গমন করিলেন।

দিগ্বিজয়ী মিশ্রভবনে উপনীত হইয়া নিমাইকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! এই দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন।" নিমাই দিগ্বিজয়ীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আপনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া কি কারণে আমার নিকট অবনত হইতেছেন?"

দিগ্বিজয়ী পূর্ব্ববৎ করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! আর আমাকে ছলনা করিবেন না। আমি দেবী সরস্বতীর কৃপাপাত্র ছিলাম এবং তাঁহারই কৃপাবলে কাশী, কাঞ্চী, তৈলঙ্গ প্রভৃতি স্থানবাসী পণ্ডিত মণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছি; কিন্তু আপনার নিকটে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া ভগ্ন মনোরথ হইলে উক্ত দেবীই কৃপা করিয়া আপনার তত্ত্ব আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমি জন্ম সফল জ্ঞান করি।"

নিমাই দিগ্বিজয়ীর দৈন্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ওহে পণ্ডিত! তোমাকে কিছু হিতবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিদ্যালাভ করিলে যে, কেবল পণ্ডিতসমাজে বৃথা তর্ক করিয়া বেড়াইতে হইবে, এরূপ উদ্দেশ্য বড়ই অনুচিত। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যদি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই বিদ্যার সফলতা হইল, নচেৎ বিদ্যালাভ বৃথা পরিশ্রম মাত্র। মনুষ্যের দেহ চিরস্থায়ী নহে, এই অনিত্য দেহ ধারণ করিয়া

যদি ঈশ্বর-ভজন না হইল, তাহা হইলে পশু জীবন অপেক্ষা উহার কিছুমাত্র মহত্ত্ব দেখা যায় না। মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান আছে, পশুদিগের উহা নাই, কিন্তু মনুষ্য যদি জ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া আহার নিদ্রা প্রভৃতি সাধারণ জীব ধর্ম্মের সেবায় দিন যাপন করেন, তাহা হইলে পশু হইতে তাঁহার কি পার্থক্য রহিল? মনুষ্য বিবেকাশ্রয়ে ইহাই জানিতে পারেন যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পঞ্চ ভূতাত্মক এবং সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। এক মাত্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ই নিত্য এবং সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ। অতএব যাবৎ এই স্থূল দেহ বর্ত্তমান আছে, তাবৎ অন্য সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সেই পরমানন্দ কেশবের পদাশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলেই স্বরূপ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।"

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের বাক্যামৃত পানে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়া তাঁহার পাদমূল আশ্রয় করিলে, নিমাই তাঁহাকে বাহু মধ্যে লইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। দিগ্বিজয়ী পুনঃ পুনঃ নিমাইয়ের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপন আলয়ে গমন করিলেন। পরে হস্তী ঘোটক প্রভৃতি যাহা কিছু সমভিব্যাহারে ছিল, সমুদায় পাত্রসাৎ করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া পরমানন্দে কৃষ্ণ-ভজন করিতে লাগিলেন।

"শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌর সুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর॥
শুন দ্বিজবর তুমি মহাভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥

মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেক মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ় চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত্ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত্ সেবহ কৃষ্ণ হইয়া নিশ্চয়॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

দিগ্বিজয়ী পরাজয়ে নিমাই, জগতে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিলেন। সমধিক বিদ্যালাভ করিলে, কিংবা অতিশয় ধনবান্ হইলেই যে মনুষ্যজন্ম সফল হইল এরূপ নহে। কি ধনবান্, কি পণ্ডিত, কৃষ্ণভক্তি বিহীন হইলে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তির আবার অলৌকিক ধর্ম্ম এই যে, ধনবানই হউন, আর পণ্ডিতই হউন, কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিলেই তাঁহাকে অবনত করিবে। কৃষ্ণভক্তের ধন বা বিদ্যা কিছুরই প্রতি লক্ষ্য থাকে না, এমন কি তিনি কৃষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণভক্তের সেবা ব্যতীত অপর কিছুই চাহেন না, সুদুর্লভ মোক্ষও তাঁহার নিকটে তৃণ বা নরক তুল্য জ্ঞান হয়।

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাঃ—

অথবা

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে,

দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোত্খাতদংষ্ট্রায়তে,"

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত।

অনেকে বিদ্যা এবং অর্থ ভাব জন্য পরিতাপ করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের দুঃখ প্রকাশ করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। যখন কৃষ্ণপ্রেমে ধনশালীকে তৃণাদপি লঘু করে এবং পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্যাভিমান ভুলাইয়া বালক অপেক্ষা চঞ্চল করে, তখন যাঁহাদিগের ধন বা বিদ্যা নাই, তাঁহারা আর কি জন্য উহার অভাবে ম্রিয়মাণ হইবেন? বরং ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রতি অধিক কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ ধনবান্ ও পণ্ডিতের ন্যায় তাঁহাদিগকে আর কিছুই পরিত্যাগ করিতে হইবে না; তাঁহারা কেবলমাত্র কৃষ্ণপদাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই কৃতকৃত্য হইবেন। রাজাকে রাজ্যমমতা ত্যাগ করিতে, এবং পণ্ডিতকে বিদ্যাগর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে, তীব্র বৈরাগ্য ও বিশেষ সাধনা আবশ্যক; কিন্তু দরিদ্র বা মূর্খের সে সঙ্কট নাই, কেবল গৌরদাস সদ্গুরু পদাশ্রয় মাত্রেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিছু দিন পরে নিমাইয়ের এক বার পূর্ব্ব বঙ্গদেশ দেখিতে বাসনা হইল। শচীদেবী ও লক্ষ্মীদেবী ঐ কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন; কিন্তু নিমাই সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাদিগকে সুস্থির করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শুভ দিনে নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিলেন।

নিমাই ক্রমে ক্রমে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে পদ্মার তীরে উপস্থিত হইলেন। পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অতি মনোহর বোধ হওয়ায় তিনি তথায় কিছু দিন অবস্থান করিতে মনন করিলেন।

নিমাই পণ্ডিত পদ্মার তীরে অবস্থিতি করিতেছেন, এই সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িলে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী একৈক ক্রমে তাঁহার সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐস্থান একটি জনাকীর্ণ নগরের ন্যায় হইয়া গেল। অতি দূরবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ উদ্দেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক ছাত্র আপনাদিগের জন্ম সফল হইবে ভাবিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিলাষে নানা স্থান হইতে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ঐ স্থান একটি আনন্দ ক্ষেত্র হইয়া উঠিল এবং সমাগত জনগণের সহিত সদালাপ করিতে দিবা রাত্রির মধ্যে নিমাইয়ের কিছুমাত্র অবকাশ রহিল না।

"দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

যাঁর নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধ ক্ষয়।
যাঁর দাস স্মরণেও সর্ব্বত্রে বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যার যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়॥
হেন মতে শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি কে পড়ায় কোন ঠাঞি॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া।
হেন কৃপা দৃষ্টে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান্॥
কত শত শত জন পদবী লভিলা।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥
এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

এদিকে নিমাইয়ের নবদ্বীপে অনুপস্থিতি কালে লক্ষ্মীদেবী কিছু দিন দারুণ পতিবিরহ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া যখন উহা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন স্বামীর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন।

নিমাই অনেক দিন পূর্ব্ববঙ্গে অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে বাটী প্রত্যাগমন করিতে মনন করিলেন। এই সময়ে তপন মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। তপন

মিশ্র বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দিগের সহিত আলাপ করিয়াছেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের তৃপ্তি জন্মে নাই। স্বরূপ সাধন তত্ত্ব স্থির করিতে না পারিয়া তিনি সর্ব্বদা নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন। এক দিন রাত্রিযোগে এক জন তেজঃপুঞ্জ কলেবর পুরুষ তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় বলিলেন, "ওহে বিপ্র! তুমি আর চিন্তা করিও না, তোমাদের এই দেশে নিমাইপণ্ডিত অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার নিকট গমন করিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিমাই পণ্ডিতকে সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণ বলিয়া জানিবে। এই বেদগোপ্য কথা কাহার নিকট ব্যক্ত করিও না।" এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

তপন। (করযোড়ে) প্রভু! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে এখানে আগমন করিয়াছি; একবার কৃপাকটাক্ষপাতে এই দীন দাসের প্রতি সদয় হউন।

নিমাই। আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত করুন।

তপন। আমি বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করিয়াছি এবং স্বয়ং অনেক শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমার চিত্তের নির্ব্বৃতি জন্মে নাই। বহু অনুসন্ধানেও স্বরূপ সাধন তত্ত্ব জানিতে না পারায়, আমি কোন মতে চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেছি না। বিষয় সুখে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; এক্ষণে কি করিলে শান্তি পাইব, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা উপদেশ করুন।

নিমাই। ওহে বিপ্র! আপনি অতি সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। আপনি যখন স্বয়ং উপযাচক হইয়া ভজনতত্ত্ব জানিতে বাসনা করিতেছেন, তখন আপনার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আমি সাধ্য সাধন তত্ত্ব বলিতেছি, আপনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

"শ্রীভগবান্ চারি যুগের জন্য চারি প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কাল প্রাপ্ত হইলে যখন অধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তখন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বধামে গমন করেন। যথা—

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

গীতা।

সত্যাদি যুগে ধ্যানাদি ক্রিয়া দ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই কলি-যুগে কেবল নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা লোকে সেই ফল লাভ করিতে পারিবে। যথাঃ—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

অতএব একমাত্র নাম কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। নাম হইতেই সমুদয় অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। কি উপবেশন, কি গমন, কি শয়ন, কি ভোজন সর্ব্ব সময়েই নাম লওয়া যাইতে পারে। ভগবান্ কৃপা করিয়া নিজ নামে আপনার সর্ব্ব শক্তি অর্পণ করিয়াছেন,

এবং নাম স্মরণ বিষয়ে কোন কালাকাল নিয়মিত করেন নাই। কলি যুগে নাম ব্যতীত তপস্যা বা যাগ যজ্ঞ কিছুই প্রশস্ত নহে। হরিনামই কলিযুগের একমাত্র উপায়। এই হরিনাম ষোল নাম এবং বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত। যথাঃ—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই শ্লোককে নাম বলিয়া জানিবে। অহরহঃ নাম লইতে লইতে যখন কৃষ্ণে প্রেম জন্মিবে, তখন সাধ্য সাধন তত্ত্ব সকলি জানিতে পারিবে।

তপন। (পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া) প্রভু আমি আপনার দাসানুদাস। যদ্যপি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি আপনার সমভিব্যাহারে গমন করি। আর একটী গোপনীয় কথা আছে, শ্রবণ করুন বলিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন।

নিমাই। তুমি যাহা অবগত হইয়াছ, সমুদয়ই সত্য; কিন্তু এই বেদগোপ্য কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। তুমি কাশীধামে যাইয়া বাস কর; সময় উপস্থিত হইলে আমি তথায় যাইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

"প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর॥
মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥

তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ব সাধ্য সাধন॥
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া॥
শুনি প্রভু কহে সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত॥
পুনঃ নিষেধিলা প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ লগ্ন পাঞা॥
হেন মতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ—শ্রীহরি॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলে, আত্মীয় বন্ধু সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। তিনি সকলকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনন্দের সহিত সমুদয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পদ্মানদীর তীরে অবস্থান সময়ে যেরূপ লোক সংঘট্ট হইয়াছিল এবং তদ্দেশবাসীদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তৎসমুদয় বিশেষ করিয়া বলিলেন। নানা রঙ্গে বাঙ্গালদিগের কথা অনুকরণ করিয়া সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ আলাপাদি করিয়া সকলে চলিয়া যাইলে নিমাই

শচী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? কই তোমাকেত একবারও হাসিয়া কথা কহিতে দেখিলাম না? আমার অনুমান হইতেছে, তোমার বধূর কোনরূপ অমঙ্গল হইয়া থাকিবে। শচী দেবী কোন উত্তর না দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নিমাই সকলই জানেন, তথাপি যেন উক্ত অমঙ্গল সংবাদ এই প্রথম অবগত হইলেন, এই ভাণ করিয়া কিছুক্ষণ মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। পরে জননীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন, "মা! তুমি বধূর নিমিত্ত বড়ই কাতর হইয়াছ দেখিতেছি; কিন্তু কি করিবে, সকলই অদৃষ্টাধীন। লোকে আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। তোমার বধূর যেরূপ আয়ুঃ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা ভোগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে পরিতাপের বিষয় কি আছে? জন্মের সহিত মৃত্যুও স্থির হইয়া থাকে। মৃত্যু একটী অবশ্যম্ভাবী ঘটনা; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর।"

পরদিন হইতে নিমাই পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্ব বাঙ্গলা দর্শন অবধি তদ্দেশবাসী কোন লোক দেখিলেই তাহাদিগের কথা অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করা নিমাইয়ের একটী নূতন রঙ্গাভিলাষ হইল। সময় সময় শ্রীহট্টিয়াগণ তাঁহার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইত যে, প্রহার ভয়ে তাঁহাকে প্রাণপণে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে হইত।

"বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥

ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে অয় অয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে গোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয়॥
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামত কদর্থেন সে দেশী বচনে॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥
মহা ক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নবদ্বীপবাসী সনাতন মিশ্রের পরম রূপবতী বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একটী কন্যা ছিল। কন্যাটি সুপাত্রে ন্যস্ত হয়, ইহাই সনাতনের বাসনা। তাঁহার অবস্থাও মন্দ ছিল না; সঙ্গতিশালী ব্যক্তির ন্যায় অন্নাদি দানে অনেক লোকের ভরণ পোষণ করিতেন। নিমাইয়ের পত্নী বিয়োগের পর হইতে তাঁহাকেই কন্যা দান করেন, ইহাই সনাতনের মনের অভিলাষ; কিন্তু হঠাৎ ঐ কথা উত্থাপন করিতে তাঁহার সাহস হইত না।

শচী দেবীও একটি বধূ ব্যতীত আর ঘরে থাকিতে পারিতেছেন না। অনেক দিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মী দেবীকে লইয়া ঘর করিয়াছেন, এক্ষণে শূন্য গৃহে বাস করিতে তাঁহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কোথায় একটি যোগ্য বধূ পাইবেন, এই অনুসন্ধান

করিতে করিতে দৈবযোগে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দেখিতে পাই-লেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া শচী দেবীর চিন্তা দূর হইল, এক্ষণে কি প্রকারে এই কন্যাকে লাভ করিবেন, তদ্‌বিষয়ে যুক্তি স্থির করিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে শচী দেবীর সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার সাক্ষাৎ হইলেই তিনি "কৃষ্ণ কৃপায় তুমি যোগ্য পতি লাভ কর" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও যেন তিনি শচী দেবীর বধূ হইয়াছেন, এই ভাবে তাঁহাকে সম্মান করিতেন।

শচী দেবী এক দিবস কাশীনাথ পণ্ডিতকে আপন আলয়ে আনিয়া সমুদয় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। কাশীনাথ তদ্দণ্ডেই সনাতন মিশ্র সমীপে গমন করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সনাতন মিশ্র এতদিন পরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল ভাবিয়া কাশীনাথ পণ্ডিতকে সমাদর পূর্ব্বক শুভ বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন।

কাশীনাথ পণ্ডিত বিদায় হইলে সনাতন আত্মীয় স্বজন সকলকে লইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ প্রস্তাব হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপবাসী সকলেই যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ইতিপূর্ব্বেই নিমাইকে আত্ম সমর্পণ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে বিবাহ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি এক দিবস গঙ্গার ঘাটে নিমাইকে দেখিতে পান, এবং দর্শন মাত্রেই নিমাই তাঁহার মন প্রাণ সমুদয় হরণ করিয়া লয়েন। সেই অবধি বিষ্ণুপ্রিয়া নিত্য দুই তিন বার স্নান উপলক্ষ করিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেন;

কিন্তু সর্ব্বদা নিমাইকে কোথায় পাইবেন, মধ্যে মধ্যে শচী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইত।

"শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ মাতৃ বিষ্ণুভক্তি বিনে নাহি আন॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

শুনিতে পাওয়া যায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিমাই পণ্ডিতকে পতি কামনা করিয়া হরগৌরীর পূজা করিতেন। বালিকাগণ যেমন ব্রত করিয়া "আমাদের রামের মত পতি হউক, লক্ষ্মণের মত দেবর হউক, কৌশল্যার মত শাশুড়ী হউক" ইত্যাদি কামনা করিতেন। তাঁহার প্রাণে নিমাইয়ের জন্য কি ভাব হইত, বাসু-দেব ঘোষ কৃত একটি পদে তাহা জানা যায়।

"গোরারূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি, কিবা দিশি, শয়নে স্বপনে॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥
কিক্ষণে দেখিনু গোরা কিনা মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণী মোহন॥"

কাশীনাথ মিশ্র শচী দেবীর নিকটে যাইয়া বলিলেন সনাতন পণ্ডিত তাঁহার কন্যার সহিত নিমাইয়ের বিবাহ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। এই বিবাহ কার্য্য

তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমত হইয়াছে, এক্ষণে যত শীঘ্র হয়, শুভক্ষণ দেখিয়া দিন স্থির করুন।

শচী দেবী অবিলম্বে আত্মীয় বন্ধুগণকে সংবাদ প্রদান করিলেন, এবং সকলের সম্মতি ক্রমে দিন স্থির করিয়া সমুদয় উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিমাইয়ের বিবাহ সংবাদ অবগত হইয়া সকলেই যারপর নাই আনন্দিত হইয়া শচী দেবীকে উৎসাহ প্রদান করিতে আগমন করিলেন।

নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খান একজন ধনশালী ব্যক্তি, তিনি বলিলেন "নিমাই পণ্ডিতের বিবাহের সমুদয় ব্যয় ভার, আমি গ্রহণ করিব। এই বিবাহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় সামান্য ভাবে দেওয়া হইবে না। আমি এই প্রকারে বিবাহ দিব, যে সর্ব্ব লোকে দেখিবে যেন কোন রাজপুত্রের বিবাহ হইতেছে।"

এইরূপে মহা সমারোহের সহিত সমুদয় আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে অধিবাসের দিবস আগত হইলে বহু ব্যয়ে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া নিমাই নান্দি মুখাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; পরে অপরাহ্ন সময়ে বর সজ্জা হইতে লাগিল।

"অপরাহ্ন বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সবাই বেশ লাগিল করিতে॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ॥
অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥

অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর ॥
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥
ধান্য দূর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভা মঞ্জরী দর্পণ ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতি মূলে দোলে।
নানা রত্নহার বান্ধিলেন বাহুমূলে ॥
এইমত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সবে করিলেন রঙ্গে ॥
ঈশ্বরেরমূর্ত্তি দেখি যত নর নারি।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাসরি ॥”

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিমাই স্বগণ সহিত সনাতন পণ্ডিতের ভবনে উপনীত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দের ধ্বনি হইতে লাগিল। সনাতন পণ্ডিত নিমাইকে দোলা হইতে ক্রোড়ে করিয়া নামাইয়া বিবাহ স্থলে লইয়া গেলেন; তৎপরে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও তথায় আনীতা হইলেন। বিবাহের সময় দেবীর কিরূপ শোভা হইয়াছিল, তাহা ঠাকুর লোচন দাস বর্ণন করিয়াছেন।

“ চাঁদবদনী ধনী, মৃগনয়নী, ধুয়া ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখ বাণ সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা ॥
ফনীধর জিনি বেণী মুনি মনো মোহে।
কপালের সুসমে তুলনা দিব কাহে ॥

ভুরু ভঙ্গ অনঙ্গ শরাঙ্গ মনোহর।
শুক ওষ্ঠ জিনি নাসা পরম সুন্দর॥
কুরঙ্গ নয়নী জিনি নয়ন যুগল।
গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর॥
অধর বান্ধুলি জিনি অনুপম শোভা।
দশন জিনিয়া মতি ঝলমল আভা॥
গণ্ড কম্বু জিনিয়া জগত মনোহারী।
সিংহ গ্রীবা জিনিয়া সুন্দর গ্রীবাধারী॥
বাহুযুগ কণক মৃণাল শোভা জিনি।
করতল রাধাপদ্ম জিনি অনুমানি॥
অঙ্গুলি চম্পক কলি জিনি মনোহর।
নখচন্দ্র পাঁতি জিনি অতি সুকোমল॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া পদ গড়িলেক ধাতা।
ডগমগ করে পদতল পদ্ম পাতা॥
নখচন্দ্র পাঁতি জিনি অকলঙ্ক চাঁদ।
তাহার কিরণে আঁখি পাইল জন্ম আঁধ॥
গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গ ছটা আলো করে দেশ॥
ত্রৈলোক্য মোহিনী কন্যা জিনিয়া পার্ব্বতী।
অঙ্গ অলঙ্কারে ঝলমল করে ক্ষিতি॥"

সনাতন মিশ্র শুভ লগ্ন পাইয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিলেন। চারিদিক হইতে মঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ বর ও কন্যার অপরূপ রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই প্রকার মনোহর যুগল রূপ আমরা আর কখন নয়ন গোচর করি

নাই। বৈকুণ্ঠে যুগল লক্ষ্মী জনার্দ্দনের কথা কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু অদ্য সেই লক্ষ্মী নারায়ণ আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম।”

সম্প্রদান ক্রিয়া সমাধা হইলে বর কন্যা সেই রাত্রি বাসর গৃহে অতিবাহিত করিলেন। তৎপর দিন লোকাচার মতে সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক নিমাই নব বধূ লইয়া দোলারোহণে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

“তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া॥
পুত্র-বধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ।
জয়ধ্বনি ময় হৈল সকল ভুবন॥
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন।
সে মহিমা কোন্ জন করিবে বর্ণন॥
যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাত।
তেঞি তাঁর নাম দয়াময় দীননাথ॥
বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥”

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ অদ্বৈত ভবনে যাইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি করেন, কিন্তু বাহিরে কাহারও সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়েন না। নগরবাসী অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট; তাঁহারা যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনাদি করেন, উহা কাহার কর্ণে ভাল লাগে না। কেহ কেহ বলেন ইহাদিগের চীৎকার শব্দে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কেহ কেহ বলেন সকলে একত্র হইয়া ইহাদিগের ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাউক, তাহা না হইলে ইহারা ক্ষান্ত হইবে না।

ভক্তগণ কেবল অদ্বৈত প্রভুর আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না; বিশেষতঃ অদ্বৈত প্রভু হুঙ্কার দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ লাভে ভক্তবৃন্দ পূর্ব্ব কষ্ট অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেলেন।

এদিকে নিমাই গয়াধাম যাইবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শচীদেবীর অনুমতি লওয়া হইলে শিষ্যগণ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, পরে শুভদিনে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া সকলে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস অতীত হইলে পথিমধ্যে নিমাই জ্বরাক্রান্ত হইলেন। শিষ্যগণ নানামতে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই জ্বরের উপশম না হওয়ায় সকলেই সাতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন। পরে নিমাই, "বলিলেন তোমরা আমাকে বিপ্র পাদোদক আনিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি

আরোগ্য লাভ করিব। বিপ্র পাদোদক সর্ব্ব অমঙ্গল বিনাশ করে।”

শিষ্যগণ বিপ্র পাদোদক আনিয়া দিলে, উহা ধারণ করিবা মাত্র নিমাই সুস্থ হইলেন। নিমাই তথায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ফল্গুতীর্থে ও শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিতৃলোক উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন।

শ্রীগদাধর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া নিমাই প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে সহস্র ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অত্যদ্ভুত অশ্রু ধারা দর্শন করিয়া সমুদয় লোক বিস্মিত হইলেন। দৈব যোগে ঈশ্বর পুরী সেই স্থানে আগমন করিলেন। নিমাই তাঁহাকে দেখিবা মাত্র নমস্কার করিলেন, এবং ঈশ্বর পুরী নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। উভয়ের প্রেমাশ্রু ধারায় উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইয়া গেল।

নিমাই। আমার গয়াধামে আগমন সফল হইল। আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিবা মাত্র কোটি পিতৃগণ বিমুক্ত হয়েন। আমি অদ্য পিতৃগণের সহিত ধন্য হইলাম। তীর্থ মাহাত্ম্য আপনাদিগের মহিমার তুল্য নহে; কারণ আপনারাই তীর্থের মাহাত্ম্য প্রদান করিয়া থাকেন। আপনার ন্যায় সাধু মহাত্মা সকল শুভাগমন করেন বলিয়াই তীর্থ সমুদয় পরম পবিত্রতা লাভ করেন এবং তজ্জন্যই লোক নিস্তারে সমর্থ হইয়া থাকেন। যেরূপ সুবর্ণ খাদযুক্ত হইয়া বিবর্ণ হইলে অগ্নি সংযোগে বিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ তীর্থ সমুদয় অসংখ্য পাতকী নিস্তার করিয়া মলিন হইলে আপনারাই পুনর্ব্বার তদ্‌সমুদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

এই আমি আপনাকে আত্মদান করিলাম, কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করান্।

ঈশ্বর পুরী। ওহে নিমাই পণ্ডিত! আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। তোমাতে যে সমুদয় গুণ বর্ত্তমান দেখিতেছি, ইহা কখন মনুষ্যে সম্ভবে না। আমি সত্য বলিতেছি, যেদিন নবদ্বীপে তোমাকে প্রথম দেখিয়াছি, সেই হইতে তুমি আমার অন্তরে জাগিতেছ। অধিক কি! শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলে যেরূপ পুলকিত হই, তোমাকে দেখিলেও আমার সেই প্রকার আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে।

"যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর নাহি কিছু ভায়॥
সত্য এই কহি ইথে অন্য কিছু নাই।
কৃষ্ণ দরশন সুখ তোমা দেখি পাই॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিমাই গয়াকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বাসায় আসিয়া অন্নপাক করিতেছেন, এমন সময়ে ঈশ্বরপুরী প্রেমানন্দে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিমাই সহাস্য বদনে বলিলেন, "ভালই হইল, অদ্য আমার এই স্থানে ভিক্ষা করিতে হইবে।"

ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "তুমি একজনের উপযুক্ত অন্ন পাক করিয়াছ, যদি আমাকে উহা দাও, তাহা হইলে তুমি কি আহার করিবে?" নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি পুনরায় অন্ন পাক করিব, তাহাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।"

ঈশ্বরপুরী ভোজনে বসিলেন, নিমাই স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মীদেবী অদৃশ্যভাবে আগমন করিয়া নিমাইয়ের জন্য অন্ন পাক করিয়া রাখিলেন।

"শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরানন্দ সুখে পুরী করেন ভোজন॥
সেইক্ষণে রমা দেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্তে অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

ঈশ্বরপুরী ভোজন সাঙ্গ করিয়া উপবেশন করিলে, নিমাই সুগন্ধি চন্দনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিলেন। অনন্তর কর-যোড়ে মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, "আমি আপনাকে আত্মদান করিয়াছি, এক্ষণে আপনি সদয় হইয়া, আমাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া চরিতার্থ করুন।"

নিমাইয়ের বাক্যাবসানে ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং প্রফুল্লচিত্তে নিমাই পণ্ডিতকে দশাক্ষরী মন্ত্ররাজ প্রদান করিলেন।

ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিমাই কিছুদিন গয়াধামে বাস করিলেন; পরে আত্মপ্রকট সময় আগতপ্রায় হইল জানিয়া সত্বরে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

নিমাই বাটী পৌঁছিলে সুহৃদ্বর্গ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি এক এক করিয়া সকলকেই মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া গয়াতীর্থের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। কথা প্রসঙ্গে গদাধরের পাদপদ্মের বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার

কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, নয়ন হইতে অবিরল ধারে অশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি দর্শক সকলে স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিমাই ক্রমে সংজ্ঞা হারাইলেন, তাঁহার অঙ্গে সাত্ত্বিক চিহ্ন প্রকাশ পাইল, অবশেষে "হা কৃষ্ণ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দর্শকবৃন্দের কাহারই মুখে বাক্য সরিতেছে না, সকলে একদৃষ্টে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; কতক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দর্শকবৃন্দ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, গয়া হইতে আসিয়া হঠাৎ নিমাইয়ের এইরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল? এই প্রকার পুলক অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ সমুদয় আমরা আর কোথাও দর্শন করি নাই।

কিছুক্ষণ পরে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীমান্ পণ্ডিতকে বলিলেন, "আগামী কল্য তুমি, মুরারি ও সদাশিব পণ্ডিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে আগমন করিবে, কোনমতে অন্যথা না হয়; আমি তোমাদের নিকট প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া বলিব।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে একটি কুন্দ ফুলের গাছ ছিল। বৈষ্ণবগণ নিত্য তথায় ফুল তুলিতে আসিতেন। গাছটিতে এত অধিক ফুল ফুটিত যে, বহুলোকে চয়ন করিয়াও শেষ করিতে পারিতেন না। শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রত্যূষে ফুলের সাজি লইয়া কুন্দ ফুল তুলিতে যাইয়া দেখেন যে, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, রমাই পণ্ডিত প্রভৃতি কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া

ফুল তুলিতেছেন। তিনিও সহাস্য বদনে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে পণ্ডিত! আজ্ যে বড় হাসি হাসি মুখ দেখিতেছি?"

শ্রীমান্ বলিলেন, "হাসির অবশ্য কারণ আছে, নতুবা হাসিব কেন? গত কল্য নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে বাটি আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া যাহা দর্শন করিয়া আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিলে তোমরা যারপর নাই আনন্দ লাভ করিবে। নিমাই এইবার একজন পরম বৈষ্ণব হইয়া আসিয়াছেন। গতকল্য তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছিলাম। অদ্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে আমাদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী। শ্রীমান্ পণ্ডিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিত, নিমাই কি মর্ম্মকথা প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার জন্য শুক্লাম্বরের গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে মুরারি প্রভৃতি আগমন করিলে, পশ্চাতে নিমাই পণ্ডিত উপনীত হইলেন।

ভাগবতগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিমাইয়ের আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি ভক্তি লক্ষণ শ্লোক পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম, ইহা ভিন্ন তাঁহার মুখে আর কোন কথা নাই। এইরূপে কৃষ্ণ ভক্তির ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল, "কৃষ্ণ হে! আমার প্রাণকৃষ্ণ কোথায় গেলে?" এই বলিতে বলিতে মোহ প্রাপ্ত হইলেন।

ভক্তবৃন্দ যিনি যে স্থানে বসিয়া ছিলেন, অমনি প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িলেন। গদাধর গৃহমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিলেন।

শুক্লাম্বরের গৃহে নিমাইয়ের এই প্রথম প্রকাশ। ভক্তগণ চেতনালাভ করিলে, নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃহমধ্যে কে ক্রন্দন করিতেছেন?" শুক্লাম্বর কহিলেন, "আপনার গদাধর।"

নিমাই গদাধরকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বাল্যকাল হইতেই তুমি কৃষ্ণভক্ত, অতএব তোমার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কেহই নাই। আমার অদৃষ্ট অতি মন্দ, আমি কৃষ্ণকে পাইয়া হারাইলাম।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ভক্তগণেরও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, এইরূপে সকলের ক্রন্দন ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল।

নিমাই ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন, আবার সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রত্যেকের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কখন বা "কৃষ্ণ আমার প্রাণ, তুমি কোথায় গেলে?" বলিয়া ভূমিতে আছাড় খাইতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর ভাব দর্শনে সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন, কাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

এইরূপে সমস্ত দিন অতীতপ্রায় হইলে অতি অল্পক্ষণ অবশিষ্ট থাকিতে নিমাই কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। অনন্তর ভক্তগণকে আলিঙ্গন দানে বিদায় দিয়া স্বয়ং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাটীতে গমন করিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিবামাত্র সম্ভ্রমে উঠিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন "বাবা নিমাই! তোমা হইতে আমরা সকলেই ধন্য হইলাম। তোমার ছাত্রবৃন্দ তোমার অনুপস্থিতিতে পাঠ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে; আগামী কল্য হইতে তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় পাঠ দাও।"

গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে প্রণাম করিয়া নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে গমন করিলেন। তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আপন আলয়ে আসিলেন। শচীদেবী পুত্রের ভাবান্তর দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। পাছে বিশ্বরূপের মত নিমাইও গৃহত্যাগ করিয়া যান, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নিমাই বাটী আসিয়া বিষ্ণুগৃহের দ্বারে যাইয়া বসিলেন। কাহার সহিত কথাবার্ত্তা নাই, কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিকটে আসিয়া বসিলেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্যও করিলেন না। সারারাত্রি নিদ্রা যাইলেন না, কৃষ্ণনামামৃত পানে অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া ছাত্রগণকে পড়াইতে চলিলেন। এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় নানা ছন্দে শাস্ত্র ব্যাখ্যা নাই, সূত্র আবৃত্তি টীকা সর্ব্ব বিষয়েই কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রসঙ্গই করেন না, দেখিয়া শিষ্যগণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

"প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি না বলয়ে আন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদ ভক্তিধন॥

মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত জীবন।
সেবক বৎসল নন্দ গোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

এইরূপে নিমাই সর্ব্ববিষয়ে কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে, ছাত্রগণ আর কি করিবে, অবাক্ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। ক্রমে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে ভাই সকল! অদ্য কেমন সূত্র ব্যাখ্যা করিলাম, বল দেখি?" ছাত্রগণ বলিল "অদ্য আপনার অভিপ্রায় আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি সূত্র ব্যাখ্যা ছলে কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাই, বেলা অধিক হইয়াছে।"

পরদিবস ছাত্রগণ পাঠ চাহিলে নিমাই পূর্ব্বের ন্যায় কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রেরা কোন কথাই বলিতে পারেন না, অবাক্ হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। এইরূপে কয়েকদিবস অতীত হইলে নিমাই বলিলেন, "ভাই সকল

তোমরা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, সমুদয় শব্দই কৃষ্ণ মহিমা ব্যক্ত করে। সর্ব্বশাস্ত্রই একবাক্যে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছে, এবং যে শাস্ত্রে কৃষ্ণগুণ বর্ণন নাই, তাহাকে অশাস্ত্র বলিয়া জানিবে।”

“যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্নদৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥”

জৈমিনি ভারত :—

ছাত্রগণ বলিলেন, “আপনার কথা সমুদয় অতি সত্য, কিন্তু আমাদিগের কর্ম্মদোষে উহা সম্যক্ প্রকারে বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। আপনি এই কয় দিবস যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই সারতত্ত্ব, তদপেক্ষা সার কথা জগতে আর কিছুই নাই।”

নিমাই শিষ্যদিগের কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ভাই সকল! আমি তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। “আমি দেখিতে পাই, একটী শিশু মুরলী বাদন করেন, আর আমাকে বলেন যে, কর্ণে যাহা কিছু শ্রবণ কর—সকলি কৃষ্ণের নাম। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে যাহাকিছু আছে সকলি কৃষ্ণের। এই ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের ধাম, ইহাতে অপর কাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। সেই বালকের ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত আমার অপর কিছু বলিতে বা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না। অদ্য হইতে আমার দ্বারা আর অধ্যাপনা কার্য্য হইবে না, তোমরা ইচ্ছা করিলে, অপর কোন অধ্যাপকের নিকট যাইতে পার।”

নিমাইয়ের উক্ত বাক্যে শিষ্যগণ সংজ্ঞা হারাইলেন; কি বলিবেন ও কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সকলে বলিলেন, "আমরা প্রাণ থাকিতে আপনাকে ছাড়িতে পারিব না। আপনার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি, উহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর অধিক বিদ্যায় আমাদের প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া শিষ্যগণ নিমাইকে প্রণাম পূর্ব্বক হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

নিমাই কাঁদিতে কাঁদিতে শিষ্যগণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই সকল! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তোমরা কৃষ্ণকে আত্মদান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার জগন্মঙ্গল নাম লও; কৃষ্ণই তোমাদের প্রাণ স্বরূপ হউন। তোমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছ, ঐ পর্য্যন্তই থাকুক, আর অধিক প্রয়োজন নাই; এক্ষণে সকলে প্রেমানন্দে সংকীর্ত্তন কর।"

শিষ্যগণ বলিলেন, "সংকীর্ত্তন কিরূপ, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিউন। আমরা আপনার দাস, আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই আমরা অসঙ্কোচে সম্পাদন করিব। আপনি প্রভু, আমরা ভৃত্য। অদ্য হইতে আপনার আজ্ঞা পালনই আমাদিগের ব্রত স্বরূপ হইল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিমাই শিষ্যগণ লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য সংকীর্ত্তন, যথা :—

'হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

মধ্যস্থলে হাতে তালি দিয়া নিমাই নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, শিষ্যগণ চতুর্দ্দিক বেড়িয়া তাঁহার অনুকরণ করিতেছেন। এইরূপে নামরসে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে নিমাই আবিষ্ট হইলেন। মুখে কেবল "বোল" "বোল" শব্দ, মধ্যে মধ্যে উন্মত্তপ্রায় ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্যে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ প্রকার নৃত্য ও প্রেমাবেশ কেহ কখন দেখেন নাই। নগরবাসী সকলে এই অদ্ভুত কীর্ত্তন কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে তথায় আসিতে লাগিলেন।

নদীয়াবাসী ভক্তগণ নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। নিমাই মুহুর্মুহুঃ আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িতে ছিলেন; তাঁহার কোমলাঙ্গে দারুণ আঘাত লাগিতেছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া সুস্থির করিলেন। নিমাই তখন ভক্তবৃন্দের পদধূলি লইয়া বলিলেন, "আপনারা কৃষ্ণভক্ত, অতএব আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনাদিগের কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করি।"

ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অদ্বৈত

ভবনে আগমন করিলেন এবং আপনারা যাহা চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অদ্বৈত সমীপে সবিস্তার বর্ণন করিলেন।

অদ্বৈত প্রভু সকলি জানিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি লোক প্রত্যয়ের জন্য বলিলেন, "ভাই সকল! আমি একটি গোপনীয় কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক স্থলের অর্থ উত্তমরূপ বুঝিতে না পারায় দুঃখিত অন্তরে উপবাস করিয়া রহিলাম। কতক রাত্রিতে একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি গাত্রোত্থান করিয়া ভোজন কর, আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেছি; এই বলিয়া গীতার সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। আরও বলিলেন যে, তুমি যে জন্য এত কঠোর তপস্যা করিতেছ, তোমার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে দেখিতে পাইবে যে সর্ব্বদেশে সংকীর্ত্তন প্রচার হইবে। যে কৃষ্ণভক্তি দেবগণেরও অজ্ঞাত আছে— তাহা মনুষ্য লোকে প্রচারিত হইবে। যাহা ব্রহ্মাদি দেবগণও কখন দর্শন করেন নাই, এইরূপ ভগবদৈশ্বর্য্য, তোমরা এই নবদ্বীপবাসী শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে দেখিতে পাইবে। শ্রীমুখের কথা শুনিতে শুনিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখি বিশ্বম্ভর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু চক্ষের পলক না পড়িতে অমনি অন্তর্হিত হইলেন।" কৃষ্ণ চরিত কিছুই বুঝিবার শক্তি নাই, তিনি কখন কি ভাবে আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা তিনিই জানেন। ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যাবসানে আনন্দে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন,

অনন্তর পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিয়া আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন।

এক দিবস নিমাই গদাধরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের ভবনে গমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তুলসী ও গঙ্গাজল যোগে ভগবদর্চ্চনা করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমে ঐরূপ বিহ্বল দেখিবামাত্র নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীঅদ্বৈত আপনার প্রাণনাথকে চিনিলেন, তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইল। তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন "ওহে অদ্বৈত মনোচোর! এইবার তোমাকে ধরিয়াছি, আর পলাইতে পার না। এখন চোরের উপর চুরি করি" এই বলিয়া পূজার সজ্জা হস্তে লইয়া নিমাইয়ের নিকটে যাইলেন।

নিমাই আবিষ্ট হইয়া পড়িয়া আছেন, শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া গন্ধ, পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি দ্বারা মনঃসাধে পূজা করিলেন। অনন্তর পূজা সাঙ্গ হইলে এই শ্লোক পাঠ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

গদাধর সমুদয় দেখিতেছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত নিমাইকে কৃষ্ণবৎ পূজা করিলে তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। শ্রীঅদ্বৈত গদাধরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিতে লাগিলেন। অতঃপর নিমাই নয়ন নিমীলিত করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে করযোড়ে দণ্ডায়মান দেখিবামাত্র সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার পদধূলী গ্রহণ করিলেন এবং

বিনীত ভাবে কহিলেন, "অদ্য আপনার দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনার কৃপা হইলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে; আপনার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।"

শ্রীঅদ্বৈত হাসিয়া বলিলেন "নিমাই! তোমা অপেক্ষা প্রিয় আমার কেহই নাই; আমি ইচ্ছা করি, তুমি সর্ব্বদা আমার এখানে এস। কেবল আমি নহে, সকল ভক্তগণই তোমাকে দেখিতে বাসনা করেন। তুমি এখানে আসিলে আমরা সকলে একত্র হইয়া তোমার সহিত কীর্ত্তন করিব।"

নিমাই শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যে সম্মত হইয়া বাটী গমন করিলেন, এবং অদ্বৈত প্রভুও আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, জানিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরে প্রস্থান করিলেন।

নিমাই যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ইহাতে অদ্বৈত আচার্য্যের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; তথাপি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরে যাইয়া রহিলেন। তাঁহার বাসনা যে, নিমাই যদ্যপি স্বয়ং শান্তিপুরে যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনেন, তবেই তিনি তাঁহাকে নিজ প্রভু বলিয়া অবধারণ করিলেন।

"জানিলা অদ্বৈত হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস॥
সত্য যদি প্রভু হয় মুই হয় দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ পাশ॥
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার।
যার শক্তি কারণে চৈতন্য অবতার॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥" শ্রীচৈঃভাঃ।

শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুর যাইলে নিমাই নিজ বাটীতেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভক্তগণ তথায় আসিয়া মিলিত হয়েন। একজন, দুইজন করিয়া ভক্ত সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহা অনাদি কাল হইতে ত্রিলোকে অবিদিত ছিল, সেই পরম কীর্ত্তন রস নিমাই যদৃচ্ছা বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং রাত্রি প্রভাত হইলেও কাহার চৈতন্য হয় না।

নদীয়াবাসী কৃষ্ণ বিমুখগণ বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। চারিদিকেই সংকীর্ত্তন রোল, তাঁহারা কিরূপে উহা সহ্য করিবেন; অগত্যা সকলে একত্র হইয়া উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়া ছিলাম যে, ঐ শ্রীবেসেটার ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহা হইলেই সকল উৎপাত দূর হইবে। তখন কেহই আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই, এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর। শ্রীবাসই সকলকে মন্দ করিল, নতুবা নিমাই পূর্ব্বে ত কখন ওরূপ করে নাই।"

অপর একজন বলিলেন, "তোমরা চিন্তা করিও না, আমি শুনিয়া আসিলাম যে, বাদসাহের আদেশে উপদ্রবকারী বৈষ্ণবগণকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুই নৌকা ফৌজ আসিয়াছে। এইবার শ্রীবাস পণ্ডিত কিরূপে মান রক্ষা করে, দেখা যাউক।"

অন্য এক ব্যক্তি বলিলেন, "বাদসাহ যখন ফৌজ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন কেবল বৈষ্ণব দিগের কেন, আমাদিগের সকলেরি ভয়ের কারণ হইয়াছে। মুসলমান ফৌজ;—তাহারা

কে ব্রাহ্মণ, কে বৈষ্ণব, কিছুই বুঝিবে না, যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। বিশেষতঃ আমাদের ভয় আরও বেশী, কারণ মুসলমান রাজারা ব্রাহ্মণের প্রতি বেশী অত্যাচার করিয়া থাকে।"

এই কথা শুনিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "আমরা কোন দোষে দোষী নহি; সুতরাং আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই; বাদসার ফৌজ নগরে আসিলে আমরা ঐ শ্রীবেসেকে ও তাহার ভাইদিগকে ধরাইয়া দিব।"

এই কথা নগরে প্রকাশ হইয়া পড়িলে বৈষ্ণব সমাজ যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক, ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তিনি ভয়ে জড়সড় হইলেন।

নিমাই ভক্তগণের বিষাদ দর্শনে মনে মনে হাস্য করিলেন, অনন্তর তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বয়ং নগরের পথে এবং গঙ্গাতীরে বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐ প্রকার নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া বিরোধিগণ বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই নিমাই পণ্ডিতের কি কিছু মাত্র ভয় নাই? মুসলমান ফোজ্‌দার শুনিতে পাইলে এখনি ধরিয়া লইয়া যাইবে।" একজন বলিলেন, "ওহে ভাই সকল! আমি নিমাই পণ্ডিতের মনের ভাব বুঝিয়াছি। তিনি সকলকে জানাইতেছেন যে, তাঁহার কিছুমাত্র ভয় হয় নাই; কিন্তু ভিতরে অন্য অভিপ্রায় আছে, কিরূপে পৃষ্ঠ দর্শাইবেন তাহারই সুযোগ দেখিতেছেন।"

নিমাই গঙ্গাতীরে বেড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ হৃদয়ে ভাব তরঙ্গ উঠিল; আর একাকী থাকিতে পারিলেন না, শ্রীবাসের

বাটী অভিমুখে ছুটিলেন। শ্রীবাস দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে নৃসিংহের পূজা করিতেছিলেন, নিমাই গৃহদ্বারে পদাঘাত করিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার শব্দ করতঃ ডাকিতে লাগিলেন, "ওহে শ্রীবাস! ওহে শ্রীবাস! তুমি কি করিতেছ? তুমি যাঁহার আরাধনা করিতেছ, বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর।"

শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহের দ্বার মোচন করিয়া দেখেন, বিশ্বম্ভর যোগাসনে বসিয়া আছেন। চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে, মত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নিমাই মনুষ্য দেহধারী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন; এক্ষণে তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিমোহিত হইয়া রহিলেন।

নিমাই পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার সহকারে বলিতে লাগিলেন, "ওহে শ্রীবাস! তুমি এখনও আমাকে চিনিতে পারিলে না? তোমার এবং নাড়ার * বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই আমার আগমন। তোমরা আমাকে আনিয়া এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? নাড়া আমার প্রকাশ জানিয়াও আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরে যাইয়া বাস করিতেছে। যাহা হউক, অতঃপর তোমাদিগের ভয় দূর হউক। তোমরা আমাকেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের কারণ বলিয়া জানিবে। আমিই সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে চৈতন্যরূপে বিরাজ করিয়া থাকি। আমার ইচ্ছা মাত্রেই এই

* শ্রীঅদ্বৈতের কঠোর তপস্যা এবং প্রেমপূর্ণ আহ্বানে ভগবান স্বধাম ত্যাগ করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কারণে গৌরাঙ্গ অদ্বৈত প্রভুকে নাড়া (স্থানান্তরকারী) বলিতেন।

স্থূল জগৎ সূক্ষ্মে বিলীন হইতে পারে। যখন সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ আমি স্বয়ং তোমাদিগকে অভয় দান করিতেছি, তখন তোমাদের আর চিন্তার বিষয় কি আছে?"

এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া শ্রীবাসের মোহ অপসৃত হইল; তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই চরণে লুণ্ঠিত হইয়া স্তুতি বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে বিশ্বম্ভর! হে শচাসুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি অনাদি এবং অনন্ত. এই জগৎ তোমার ইচ্ছাধীন, অতএব আমি তোমার তত্ত্ব কিরূপে অবগত হইব? তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, শচীসুতরূপে জীব উদ্ধার কারণ মনুষ্য লোকে অবতীর্ণ হইয়াছে; আমার কি সাধ্য যে, তোমার অনন্ত প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ হইব? হে কৃপানিধে! তোমার দাসানুদাস এই ক্ষুদ্রের প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। তোমাকে কি প্রকারে স্তব করিতে হয়, তাহা দেবগণও অবগত নহেন, কারণ বেদে তোমাকে বাক্য মনের অগোচর, একমাত্র ভক্তিগম্য বলিয়াছেন। অতএব কৃপা করিয়া আমাকে ভক্তি দান কর, যদ্দ্বারা আমি তোমার অভয় পদে শরণ লইতে সমর্থ হই।"

"অদ্য আমার সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। অদ্য আমি অনাদি অনন্ত দিব্য পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিলাম। অদ্য আমার জন্ম কর্ম্ম সমুদয় সফল হইল, আমার নবদ্বীপ বাস ধন্য হইল। অদ্য আমার সৌভাগ্যের সীমা রহিল না, কারণ যে অভয় চরণ ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রার্থনা করেন, যাহা বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মীর অঙ্কে স্থিত থাকে, যাহা সরল হৃদয় ভক্তগণের হৃদয় পদ্মে

বিরাজ করে, যাহা ত্রিলোকতারিণী ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল, আমি ভাগ্যক্রমে অদ্য তাহাই লাভ করিলাম।"

নিমাই চিরভক্ত শ্রীবাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "ওহে পণ্ডিত! তুমি আমার পুরাতন দাস, তুমি নিত্য কালই আমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাক। আমি সদা কালই তোমার প্রতি প্রসন্ন আছি, তোমার সহিত যাহাদিগের কোন প্রকার সংস্রব আছে, তাহারা সকলেই আমার অতি প্রিয়। তোমার পরিবারবর্গ দাস দাসী প্রভৃতি সকলকে আহ্বান কর, তাহারা আসিয়া আমার প্রকাশ দেখুক।"

প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাস পণ্ডিত।
সর্ব্ব পরিবার সঙ্গে আইলা ত্বরিত॥
বিষ্ণু পূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল॥
গন্ধ পুষ্পে ধূপ দীপে পূজি শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রন্দন॥
ভাই পত্নী দাস দাসী সকল লইয়া।
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িয়া॥
শ্রীনিবাস প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব শিরের উপর॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিমাই পুনরায় বলিলেন, "ওহে শ্রীবাস! বাদসাহ বৈষ্ণব ধরিবার জন্য দুই নৌকা সিপাহী পাঠাইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া তোমরা ভীত হইয়াছ; কিন্তু তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমিই সকলের বুদ্ধির প্রযোজক, আমিই

সকলের অন্তরে চিৎস্বরূপে বিরাজ করিতেছি, আমার অনিচ্ছা সত্বে কাহারও কোন কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই; ইহা অবগত হইয়া তোমরা সকলে ভয় পরিত্যাগ কর। আমার ইচ্ছা মাত্রেই যে সমুদয় সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা তুমি এখনি প্রত্যক্ষ কর। তোমার নারায়ণী নামে যে চারি বৎসর বয়সের ভাতৃ-সুতা বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখ আমার আদেশ মাত্রে ঐ বালিকা এখনি কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইবে।"

নিমাই এই কথা বলিয়া সহাস্য বদনে নারায়ণীকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "মা! একবার কৃষ্ণ ব'লয়া কাঁদত?" চারি বৎসরের বালিকা কিছুই জানে না, নিমাইয়ের আদেশ মাত্র 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সমুদয় সাত্ত্বিক ভাব অঙ্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল, নয়ন-নীরে ধরা প্লাবিত হইয়া গেল। অনন্তর, এই কথা লোক সমক্ষে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নিমাই বাটী গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

নবম পরিচ্ছেদ।

এইরূপে গৌরসুন্দর আত্ম প্রকাশ করিয়া ভক্ত বৃন্দ সমভি-ব্যাহারে কীর্ত্তন সুখে বিভোর হইয়া আছেন। ভক্তগণ গৃহ পরিজন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ লইলেন।

গৌরাঙ্গ সর্ব্বদাই প্রেমাবিষ্ট হইয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে "আমার প্রাণ কৃষ্ণ, তুমি কোথায় গেলে?" এই বলিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়েন। ভক্তগণের প্রাণে উহা সহ্য হয় না, তাঁহার সুকোমল অঙ্গে কতই আঘাত লাগিতেছে, এই মনে করিয়া সকলে ক্রন্দন করেন।

এক দিবস বরাহরূপের একটি স্তব শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ আবিষ্ট হইলেন, অনন্তর গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারি গুপ্তের বাটী গমন করিয়া বিষ্ণু গৃহে প্রবেশ করিলেন। মুরারি সসম্ভ্রমে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া দেখেন, গৌরাঙ্গ অপরূপ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

ঐ ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে মুরারির অন্তরে ভয় সঞ্চার হইলে, গৌরাঙ্গ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন "ওহে মুরারি! অদ্যাপি তুমি আমাকে জানিতে পারিলে না? ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমার স্তব পাঠ কর।"

মুরারি কম্পিত কলেবরে কহিলেন, "প্রভু! তোমার তত্ত্ব তুমিই জান, আমি অতি ক্ষুদ্র, তোমার মহিমা কিরূপে জানিব। সাক্ষাৎ অনন্ত দেব সহস্র বদনে স্তুতি করিয়াও যাঁহার অনন্ত মহিমার এক কণা মাত্র বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়েন না, আমি সামান্য মানব হইয়া কিরূপে তাঁহার স্তব করিবার যোগ্য হইব? যে বেদবাক্য দ্বারা তোমার স্তব করিতে হয়, সেই বেদই যখন তোমার তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইয়া তোমাকে 'অবাংমনস-গোচরঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া আমি তোমাকে কি প্রকারে স্তব করিতে সাহসী হইব? তোমার তত্ত্ব একমাত্র তুমি ভিন্ন অপর কেহই জানেন না। আমি আর

কি বলিব তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি, কৃপা বিতরণে এই দাসানুদাসের প্রতি প্রসন্ন হও ”

বরাহরূপধারী ভগবান মুরারিকৃত স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তুমি আমার অতি প্রিয় ভক্ত, আমি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি প্রসন্ন আছি। এক্ষণে আমার আগমন কারণ অবগত হও। আমি অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্ত বৃন্দের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া জগতে ভক্তিপথ প্রদর্শন জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হইতে আমার সেবা করিয়া আসিতেছ, সেই জন্য এই বেদগোপ্য কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।”

এইরূপে গৌরাঙ্গ ক্রমে ক্রমে প্রধান ভক্তবৃন্দের নিকট আত্ম প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে আছেন, এবং তাঁহার প্রকাশ কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন, গৌরাঙ্গ ইহা সকলি জানিতেন; এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে স্মরণ করিলেন।

প্রভু আহ্বান করিতেছেন, জানিবা মাত্র নিত্যানন্দ, “জয় গৌরাঙ্গ” বলিয়া নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নন্দন আচার্য্য তাঁহাকে অতি আদর পূর্ব্বক আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি, অতিশয় স্নিগ্ধ উজ্জ্বল বর্ণ, সহস্র রাকেন্দু বিজিত বদন কান্তি, সুমধুর হাস্য, সুদীর্ঘ নয়ন, আজানুলম্বিত ভুজ দ্বয়, এবং সুচারু চরণ যুগল দর্শন করিয়া সকলেই বিমোহিত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে গৌরাঙ্গ, ভক্তগণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুই তিন দিনের মধ্যে নবদ্বীপে একজন মহাপুরুষ আগমন করিবেন। এক্ষণে নিত্যানন্দের আগমন জানিতে পারিয়া

ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। আমি দেখিলাম যে, একজন দিব্যমূর্ত্তি পুরুষ তালধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া আমার বাটীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'এই কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী?' এইরূপ কয়েক বার জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলাম তাঁহার স্কন্ধে একটি স্তম্ভ শোভা পাইতেছে, প্রকাণ্ড শরীর হইতে তেজঃ বিনির্গত হইয়া চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে, বামহস্তে একটি কমণ্ডলু রহিয়াছে, পরিধান নীল বসন, এবং বাম কর্ণে একটি বিচিত্র কুণ্ডল দুলিতেছে। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'আগামী কল্য তোমার সহিত পরিচয় হইবে।'"

"পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে একজন মহাপুরুষ এইস্থানে আগমন করিবেন, এক্ষণে পুনরায় স্বপ্ন দেখিয়া আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, তিনি আগমন করিয়াছেন। অতএব শ্রীবাস পণ্ডিত তুমি নগরে যাইয়া অনুসন্ধান কর।"

শ্রীবাস পণ্ডিত, ধীর এবং ভাগবত প্রধান। সাধুপুরুষের লক্ষণ তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, কিন্তু সমুদয় নগর তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও মনোমত সাধুপুরুষ দেখিতে পাইলেন না। নবদ্বীপে সন্ন্যাসী ফকারের অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও গৌরাঙ্গের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া অনুমান না হওয়ায় অগত্যা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীবাস প্রত্যাগমন করিলে, গৌরাঙ্গ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে আমার সহিত আইস, আমি সেই মহাপুরুষের অনুসন্ধান করিব। ভক্তগণ তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া

'জয় গোবিন্দ' বলিয়া প্রফুল্ল অন্তরে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

গৌরাঙ্গ কোন দিকে না চাহিয়া একবারে নন্দন আচার্য্যের বাটী যাইয়া উপনীত হইলে সকলে দেখিতে পাইলেন, এক দিব্য পুরুষ তথায় যোগাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। গৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিলে, নিত্যানন্দ একদৃষ্টে গৌরাঙ্গ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহিত নিত্যানন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং নিত্যানন্দ অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছেন, এই সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরাঙ্গের ইঙ্গিত পাইয়া একটি শ্লোক পাঠ করিলেন।

তথাহি শ্রীভাগবতেঃ—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কণককপিসং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তি॥"

এই শ্লোক শ্রবণ করিবামাত্র নিত্যানন্দ অচেতন হইয়া পড়িলেন। সোণার শরীর ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। অনন্তর গৌরাঙ্গ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন, নয়নজলে সর্ব্ব অঙ্গ প্লাবিত হইতে লাগিল।

উভয়ে উভয়ের প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, দেখিয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। এই প্রকার অপূর্ব্ব মিলন তাঁহারা আর কখন নয়ন গোচর করেন নাই; সুতরাং কি বলিয়া তুলনা দিবেন তাহা হঠাৎ স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না।

"নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর॥
যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥
নিত্যানন্দ প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ ময় হৈল সবাকার মন॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শ্রীপাদ! আপনার শুভাগমনে আমরা পবিত্র হইলাম। আপনি এই জগতে ভক্তিযোগের আদর্শ স্বরূপ। প্রেম দাতার গুরু, আপনাকে দর্শন করিয়া আমরা অদ্য জন্ম সফল জ্ঞান করিতেছি। কৃষ্ণ ভক্তি লাভ জন্য অপর কোন তপস্যার প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র আপনার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই উহা অনায়াসে লাভ হইতে পারে। ভগবানের পূর্ণ শক্তি স্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া অবধি আমরা সম্পূর্ণ রূপে আপনার অধীন হইয়াছি। এক্ষণে কৃপা করিয়া যদি নিজ পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা পরম পরিতুষ্ট হই।"

গৌরাঙ্গের শ্রীমুখ হইতে এই প্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া নিত্যানন্দ যার পর নাই লজ্জিত হইলেন, অনন্তর তাহার কোটি চন্দ্র-বিনিন্দিত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার কৃত স্তবের যোগ্য নহি। আমি বহু তীর্থ পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোথায়ও কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার পাইলাম না; সর্ব্বত্রই দেখিলাম, শূন্য সিংহাসন আচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র, শ্রীভগবান তথায় নাই। ভাগ্য ক্রমে কয়েক জন বিশিষ্ট সাধু মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, ভগবান এক্ষণে গৌড় দেশে বিরাজ করিতেছেন। তৎপরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, নবদ্বীপে বড় সংকীর্ত্তনানন্দ হইতেছে এবং শ্রীভগবান তথায় গূঢ় ভাবে বিহার করিতেছেন, তাই প্রত্যাশাপন্ন হইয়া এই পরম পবিত্র ধামে আগমন করিয়াছি।"

"পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইল মুঞি পাতকী এথায়॥
প্রভুবলে আমরা সকলে ভাগ্যবান।
তুমিহেন ভক্তের হইল উপস্থান॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ বারিধারা॥
হাসিয়া মুরারি বলে তোমরা তোমরা।
উহাত না বুঝি কিছু আমরা সবারা॥
শ্রীবাস বলেন উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥

গদাধর বলে ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেহ বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত॥
কেহ বলে দুই জন যেন দুই কাম।
কেহ বলে দুই জন যেন কৃষ্ণরাম॥
কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥
কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ॥
কেহ বলে দুই জন বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠোরে কয়॥
এই মত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ দরশনে করেন কথন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মিলন হইলে ভক্তগণ মহানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ পরস্পরকে পাইয়া কৃষ্ণপ্রেম সাগরে ডুবিয়া রহিলেন, সে দিবস আর অন্য কোন কার্য্য কাহার মনে রহিল না। দিবাবশেষে সকলে বিদায় লইবার সময় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আগামী কল্য পৌর্ণমাসী, ব্যাসার্চ্চন দিবস, অতএব আপনাকে ব্যাসপূজা করিতে হইবে। কাহার বাটীতে উক্ত উৎসব হইবে, তাহা আপনিই স্থির করুন।"

নিত্যানন্দ শ্রীবাসের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ব্যাস পূজার সজ্জা হউক।" শ্রীবাসের আনন্দের সীমা রহিল না, সহাস্য বদনে বলিলেন, "প্রভো! অদ্য বুঝিলাম যে, প্রকৃতই আমি ভাগ্যবান্। যাহা হউক আমাকে অনুমতি করিলে, আমি এখনই বাটী যাইয়া সমুদয় আয়োজন করিতে আরম্ভ করি। আমাকে কোন দ্রব্যের জন্য অপর কাহার বাটী যাইতে হইবে না, আবশ্যক দ্রব্য সমুদয় আমার ঘরেই আছে, কেবল আপনাদিগের আজ্ঞা পাইলেই আমি সমুদয় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি।"

সকলে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে গৌরাঙ্গের ইঙ্গিত ক্রমে শ্রীবাস দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দ্বাররুদ্ধ হইবামাত্র নিত্যানন্দ যে হুঙ্কার শব্দ করিয়া উঠিলেন, তাহাতে ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল। ভক্তগণ এই প্রকার প্রেমোচ্ছ্বাস ধ্বনি আর কখনও শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা নিত্যানন্দের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। নিত্যানন্দের আজ কোন চিন্তাই নাই, নিজ প্রাণেশ্বরকে পাইয়া আনন্দে গর গর হইতেছিলেন, এক্ষণে মনোমত স্থান প্রাপ্ত হইয়া আর বিলম্ব সহিল না, দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। গৌরাঙ্গও ভক্তগণকে সংকীর্ত্তন করিতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং নিত্যানন্দের বদন প্রতি চাহিয়া নাচিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস ও উদ্দণ্ড নৃত্য দর্শন করিয়া ভক্তগণ আপনাদিগের জীবন ও নয়ন সার্থক জ্ঞান করিলেন।

এইরূপ বহুক্ষণ সংকীর্ত্তন ও নৃত্য জনিত শ্রমে ক্লান্ত হইলে গৌরাঙ্গ কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন, কিন্তু নিত্যানন্দের নৃত্যের

বিরাম হইল না। তাঁহার কটির বসন কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই, দণ্ড কমণ্ডলু গড়াগড়ি যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর হইয়াছে দেখিয়া গৌরাঙ্গ মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া অতি কষ্টে নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর সকলে পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিয়া সেই রাত্রির মত বিদায় লইলেন, কেবল নিত্যানন্দ শ্রীবাস ভবনেই রহিলেন।

কতক রাত্রিতে নিত্যানন্দ পুনরায় ঘন ঘন হুঙ্কার শব্দ করিতেছেন, শ্রীবাসাদি উহা শ্রবণ করিয়াও পাছে তাঁহার বিরক্তি জন্মায় এই ভয়ে নিকটে যাইলেন না। প্রভাত হইলে রামাই যাইয়া দেখেন, যে নিত্যানন্দ প্রেমে বিহ্বল হইয়া আছেন, তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু ভগ্ন হইয়া গৃহের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীবাস পণ্ডিত উহা অবগত হইয়া গৌরাঙ্গের নিকট সমাচার প্রেরণ করিলেন।

"প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন যাও ঠাকুরের স্থানে॥
রামাইয়ের মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাক্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
করিলেন গঙ্গাস্নান নিত্যানন্দে লৈয়া॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাসপূজার সমুদয় আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সকলে স্নানান্তে আগমন করিলে উৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত আচার্য্য হইয়াছিলেন, তিনি ফুলের মালা ও চন্দন নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমি মন্ত্র পাঠ করিতেছি, আপনি ঐ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ব্যাসদেব উদ্দেশে মালা অর্পণ করুন।"

শ্রীবাস মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, বনফুলের মালা ও চন্দন হস্তে লইয়া নিত্যানন্দের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, পূর্ব্ব ভাব স্মরণ হইয়া বাহ্য সংজ্ঞা হারাইলেন। শ্রীবাস, প্রতি কথা দুই তিন বার করিয়া বলিতেছেন কিন্তু নিত্যানন্দ পাগলের ন্যায় "হয় হয়" ভিন্ন অপর কিছুই বলেন না দেখিয়া গৌরাঙ্গকে বলিলেন, "প্রভো! এই দেখুন, আপনার শ্রীপাদ গোস্বামী একটী মন্ত্রও বলিতেছেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কেবল 'হয় হয়' মাত্র বলিতেছেন।"

গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের কথা শুনিয়া নিত্যানন্দের নিকটে যাইবামাত্র তিনি অমনি মালা লইয়া তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিলেন। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, কলিযুগ-পাবন, পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ ষড়ভুজ প্রকাশ করিয়া নিত্যানন্দ প্রদত্ত মালা গ্রহণ করিলেন। চারিহস্তে ক্রমান্বয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, এবং অপর দুই হস্তে মুষল ও হল, এই ত্রিলোক গুপ্ত ভুবনমোহন অপরূপ রূপে বিমোহিত হইয়া নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"ষড়ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইল নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই॥

ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ করেন স্মরণ॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দিয়া ঘন বিশাল গর্জ্জন॥
মূর্চ্ছা গেল নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায় হাত দিয়া॥
উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত।
সংকীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

গৌরাঙ্গ 'উঠ উঠ' বলিয়া শ্রীহস্তের দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক নিত্যানন্দের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন, "ওহে শ্রীপাদ। সংকীর্ত্তন প্রচার জন্য তোমার অবতার, অতএব চিত্তস্থির করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা জগৎ নিস্তার কর। এই কলি যুগে একমাত্র হরিনামই সার; নাম ব্যতীত জীব উদ্ধারের অপর কোন উপায় নাই। তুমি এই নাম ধর্ম্মপ্রচার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যাহার প্রতি প্রসন্ন হইবে, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও দেবদুর্লভ গতি প্রাপ্ত হইবে।"

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞানযোগতপআদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি নাহি নাহি তিন উক্ত এবকার॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

ব্যাস পূজা সমাধা হইয়া গেলে গৌরাঙ্গ স্বহস্তে সকলকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন। ভক্তগণ দেবদুর্লভ প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ এইরূপে নিত্য নিত্য শ্রীবাস ভবনে কীর্ত্তনানন্দে লীলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তগণ এক্ষণে তাঁহাকে আর নিমাই পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করেন না; তিনি যে সর্ব্বেশ্বর অনাদি অনন্ত পুরুষ, কলিজীব উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা সকলেই ভাল মতে জানিতে পারিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দশম পরিচ্ছেদ।

এক দিবস শ্রীবাস ভবনে কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরাঙ্গ রমাই পণ্ডিতকে বলিলেন "ওহে পণ্ডিত! তুমি এখনই শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতের আলয়ে গমন কর। আমার নাম লইয়া তাঁহাকে বলিবে যে, "আমি তাঁহারই বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আগমন করিয়াছি, অতএব আমাকে আনিয়া এক্ষণে তিনি কি জন্য বাটী বসিয়া রহিয়াছেন?" তাঁহাকে আরও বলিবে যে, "তুমি যাঁর জন্য অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছ, যাঁহার জন্য দিবারাত্র ক্রন্দন করিয়াছ, যাঁহার জন্য কত শত দিবস অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছ, তোমার সেই প্রভু এক্ষণে নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছেন, অতএব অবিলম্বে সস্ত্রীক পূজোপহার লইয়া আগমন কর।"

রামাই পণ্ডিত প্রভুর আজ্ঞা পাইবামাত্র শান্তিপুর গমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত সকল জানিতেছেন, রামাইকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "কিহে পণ্ডিত! আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ হইয়াছে বুঝি?" রামাই করযোড়ে কহিলেন, "প্রভু! আপনি সকলি জানিতে পারিয়াছেন, আমি আর অধিক কি বলিব, যতশীঘ্র হয় গমনের আয়োজন করুন।"

শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে ভাল রূপেই জানিতে পারিয়াছেন, তথাপি লোক প্রত্যয়ের জন্য বলিলেন, "ওহে রামাই পণ্ডিত! মনুষ্যের মধ্যে ভগবান বিহার করেন ইহাত কখনও দেখি নাই। এতদ্ব্যতীত ভগবান্ যে নবদ্বীপে অবতীর্ণ

হইবেন, কোন শাস্ত্রে ইহারও কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ আমি জ্ঞান যোগী, আমাকে তোমাদের কি প্রয়োজন?” তখন রামাই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “প্রভো! আপনি যাঁহার জন্য অতি কঠোর আরাধনা করিয়াছেন, যাঁহার জন্য কতই ক্রন্দন করিয়াছেন, আপনার সেই ঠাকুর এক্ষণে নবদ্বীপে প্রকাশ হইয়াছেন, অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া সত্বরে গমন করুন। আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে। আরও একটি শুভ সংবাদ আপনাকে প্রদান করিতেছি যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন।”

রামাইয়ের নিকট প্রভুর আদেশ অবগত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রাণসর্ব্বস্ব প্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া প্রেমে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত পত্নী সীতা ঠাকুরাণী ও তাঁহার প্রিয় পুত্র অচ্যুতানন্দ প্রভুর প্রকাশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রেমাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅদ্বৈত সংজ্ঞা লাভ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “রামাই! আমার প্রভু কি বলিয়াছেন, তাহা আমাকে পুনরায় বল। রামাই কহিলেন, “আপনাকে সস্ত্রীক পূজোপহার লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন।”

অদ্বৈত প্রভু রামাইকে বলিলেন, “তোমার দ্বারা প্রভু যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি তাহা শুনিলাম, কিন্তু শচীসুত বিশ্বম্ভর যে আমার প্রাণের ঠাকুর, আমি অবশ্য ইহার নিদর্শন চাই। তিনি যদি আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দিতে পারেন

এবং আপন ঐশ্বর্য্য আমাকে দেখাইতে পারেন, তবেই আমি তাঁহাকে আমার প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিব, নচেৎ কেবল মুখের কথায় আমি ভুলিব না। বিশেষতঃ আমি যদি নিদর্শন ব্যতীত শচী পুত্রকে নন্দসুত বলিয়া রাষ্ট করি, তাহা হইলে লোক-সমাজে আমার অপযশ হইবে। এইরূপ শাস্ত্র বাক্য আছে যে, মনুষ্যে ঈশ্বর বুদ্ধি করিলে উভয়েই নরক প্রাপ্ত হইবেন; এমত স্থলে বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত আমি কথনই বিশ্বম্ভরকে ত্রিলোকের প্রভু বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হইব না। যাহা হউক, আমি সস্ত্রীক পূজার সজ্জা লইয়া যাইতেছি, কিন্তু তুমি ইহা গোপনে তাঁহাকে বলিবে যে, "অদ্বৈত আচার্য্য আসিলেন না। আমি নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব।"

অদ্বৈতের অভিপ্রায় শ্রীগৌরাঙ্গের জানিতে বাকি রহিল না, রামাই পণ্ডিত নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই তিনি শ্রীবাস ভবনে গমন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর আবিষ্ট ভাব বুঝিতে পারিয়া হরি ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন কি আদেশ করেন, এই জন্য সকলেই করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সহাস্য বদনে শ্রীগৌরাঙ্গের সিংহাসন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকে ছত্র ধরিলেন। পণ্ডিত গদাধর সময় বুঝিয়া তাম্বুল যোগাইতে লাগিলেন। এমন সময় রামাই পণ্ডিত উপনীত হইলেন। তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই গৌরাঙ্গ বলিলেন, "নাড়া আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাকে তাঁহার আগমন সংবাদ গোপন করিতে বলিয়াছেন। নাড়া সকলি জানিতেছে, তথাপি লোক প্রত্যয়ের জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা

করিতেছেন। নাড়া, নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছেন, তোমরা এখনি তাঁহাকে লইয়া আইস।"

শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইবামাত্র ভক্তগণ অদ্বৈত সমীপে গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য্য আর লুকাইবেন কি, নয়ন জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আনন্দে গদ গদ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে ভক্তবৎসল প্রভো! এই দাসের অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার প্রভাব আমি সবিশেষ অবগত থাকিলেও কেবল লোক প্রতীতি জন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতে বাধিত হইতেছি, আমার এই অপরাধ নিজ ভক্তবাৎসল্য গুণে ক্ষমা করিবে। তোমার অচিন্ত্য প্রভাব মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য হইলেও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি সততই প্রস্তুত আছ, এবং এই কারণেই তোমাকে সর্ব্বশাস্ত্রে দয়াময় বলিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছে।"

অদ্বৈত আচার্য্য আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সস্ত্রীক পূজার সজ্জা লইয়া গৌরাঙ্গ সন্নিধানে গমন করিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র উভয়ে দণ্ডবৎ হইলেন, অনন্তর স্তব পাঠ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সস্ত্রীক অদ্বৈতপ্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গকে কি প্রকার ঐশ্বর্য্য যুক্ত দেখিয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন, যথা :—

"জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর॥

প্রসন্ন বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥
দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি।
তহি দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে ॥
কোটি মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে হেম ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারি চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে।
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর ॥
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ ছয় মুখ।
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক ॥
মকর বাহন রথ এক বরাঙ্গনা।
দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গা সমা ॥
তবে দেখে স্তুতি করে সহস্র বদন।
চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ ॥
উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি কৃষ্ণ বলে ॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাই দেখে চারিদিকে চরণের তলে ॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি।
উঠিলা অদ্বৈত অদ্ভুত দেখি বড়ি ॥

দেখে সহস্র ফণাধর মহানাগ গণ।
ঊর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্য রথ।
গজ হংস অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ॥
কোটি কোটি নাগবধূ সজল নয়নে।
কৃষ্ণ বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষ স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা ঋষিগণ পাশে॥
মহাঠাকুরাল দেখি পাইল সংভ্রম।
পতি পত্নী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

অদ্বৈতাচার্য্য পূর্ব্বে রামাই পণ্ডিতের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, "আমাকে ঐশ্বর্য্য না দেখাইলে কেবল কথায় ভুলিব না; এক্ষণে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত অনন্ত ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। গৌরহরি তাঁহাকে বিস্মিত ভাবে অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন "ওহে আচার্য্য! আমি অনুমান করিতেছি যে, তুমি আমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছ। যাহাহউক, আমার এই অবতার তোমারই জন্য জানিবে। তোমারই বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি আমার নিমিত্ত অনেক আরাধনা করিয়াছ, এক্ষণে এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত আমাকে দর্শন করিয়া চিত্ত স্থির কর। আমার চতুর্দ্দিকে যে সমুদয় পার্ষদ দেখিতেছ, ইহারা সকলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন।"

গৌরাঙ্গের এবংবিধ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের হৃদয়ে প্রেম-তরঙ্গ উঠিল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন “প্রভো, অদ্য আমার জন্ম কর্ম্ম সমুদয় সফল হইল, অদ্য আমি অনন্ত কালের জন্য আপনার অভয়-চরণে বিক্রীত হইলাম। চারিবেদ যে আপনার সত্তা মাত্র স্থির করেন, অর্থাৎ আপনি সদা বিদ্যমান,কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; সেই আপনাকে আমি অদ্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। আপনি বেদাতীত প্রভু, কেবল মাত্র ভক্তিগম্য। ভক্ত-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করিবার জন্যই আপনি চিদ্‌ঘনরূপে আবির্ভূত হয়েন ; নতুবা বেদাতীত আপনাকে প্রত্যক্ষ করা কাহারও সাধ্য নহে।”

তদনন্তর অদ্বৈতাচার্য্য সস্ত্রীক গৌরাঙ্গচরণ পূজা করিতে বসিলেন ; প্রথমে সুবাসিত জলে চরণযুগল ধৌত করিয়া, তুলসী-মঞ্জরীর সহিত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তৎপরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। যথা :—

“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥”

প্রণামান্তে অদ্বৈত আচার্য্য করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন, যথা :—

“হে শচীসুত গৌরসুন্দর! তোমার জয় হউক। হে বিশ্বম্ভর! তুমি জয়যুক্ত হও। হে করুণাসাগর গৌর হরি! হে মহাপ্রভু! হে সর্ব্বশক্তিমান প্রভো! তোমার জয় হউক।

হে গোবিন্দ! হে শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ! তোমার জয় হউক। হে অখিলগুরো! হে নন্দাত্মজ! হে গোপীজন-বল্লভ! তোমার জয় হউক। হে কৃষ্ণ! হে হরে! হে ভক্তিগম্য প্রভো! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অনন্ত! ব্রহ্মা এবং দেবদেব শঙ্করও তোমার সম্যক্ তত্ত্ব জানেন না, অতএব আমি আর কি অধিক স্তুতি করিব; তোমার জয় হউক। তুমিই এই বিশ্বের কারণ এবং সর্ব্বনিয়ন্তা, অতএব তুমি স্বয়ং না জানাইলে কে তোমাকে জানিতে সক্ষম হইবে? প্রভো! তোমার কৃপা হইতেই আমরা তোমার কার্য্য জানিতে পারি। তুমি কৃপা করিয়া অহল্যার শাপ মোচন করিয়াছিলে বলিয়া অদ্যাপি লোকে তোমার যশ ঘোষণা করিতেছে; অতএব তুমি সর্ব্বদা জয়যুক্ত হও। হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরো! তুমি ভক্ত প্রহ্লাদকে অভয় দিবার জন্য নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে; তোমার নিত্যকাল জয় হউক। তোমার নামাভাস মাত্রে অজা-মিল বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তোমার জয় হউক। তুমি আদি বরাহদেব; তোমার জয় হউক। তুমি রক্ষঃকুল নিহন্তা জানকী বল্লভ; তোমার সর্ব্বদা জয় হউক। হে কলি-যুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ! তুমি নিত্যকাল জয়যুক্ত হও।" অদ্বৈতাচার্য্য এইরূপে গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া-তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। ভক্তবৎসল প্রভু, ভক্তশিরোমণি-শ্রীঅদ্বৈতের অভিলাষ পূর্ণ করিতে মনন করিয়া তাঁহার মস্তকে অভয়চরণযুগল অর্পণ করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "ওরে নাড়া! একবার আমার সম্মুখে নৃত্য কর দেখি?"

"পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত গোসাঞি।
নানা ভক্তি যোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি॥
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর॥
ক্ষণে ঘূরে উঠে ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘন শ্বাস ছাড়ি ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয়।
এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয়॥
অবশেষে আসি সবে রহে দাস্যভাবে।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্যপ্রভাবে॥
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া-ভ্রুকুটি করি হাসে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিত্যানন্দ এবং ভক্তগণ, শ্রীঅদ্বৈতের মধুর নৃত্য ও মহাভাব দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গ,- আপনার গলা হইতে ফুলের মালা লইয়া অদ্বৈতের গলায় দিয়া বলিলেন, "আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।" তখন অদ্বৈত আচার্য্য করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো! আমি তোমার নিকট কোন বর প্রার্থনা করিনা; আমার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। তোমার বেদাতীত ঐশ্বর্য্য আমি যখন প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম, তখন আর অবশিষ্ট কি আছে যে, তন্নিমিত্ত বাসনা করিব।"

গৌরাঙ্গ অদ্বৈতের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আমার কথা শ্রবণ কর। আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মর্ত্ত্য লোকে আগমন করিয়াছি। কলির পতিত জীব উদ্ধার করাই তোমার বাসনা; অদ্য আমি এই সত্য করিতেছি যে, ব্রহ্মা এবং শিব নারদাদিও যাহা কখন প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই দুর্লভ কৃষ্ণ প্রেম আমি জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বিতরণ করিব।"

শ্রীঅদ্বৈত গৌরাঙ্গের এবংপ্রকার করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো! যদি দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই প্রার্থনা করি যে, স্ত্রী, শূদ্র, অধম, মূর্খ এবং চণ্ডালাদি অতি নীচ ব্যক্তিও যেন তোমার কৃপা পাত্র হয়েন। কিন্তু আমার অপর একটি অভিলাষ আছে, তাহাও পূর্ণ করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবদ্বেষী, যাহারা বিদ্যা এবং জাতি কুল মানে সর্ব্বদা অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহারা যেন তোমার অপার করুণা-সিন্ধুর এক বিন্দুও প্রাপ্ত না হয়।"

"এই সব বাক্যে সাক্ষী সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগানে।
ভট্টমিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মিলনে ভক্তবৃন্দ মধ্যে একটি নূতন প্রেমতরঙ্গ উঠিল। নিত্যানন্দ বালক প্রকৃতি এবং সর্ব্বদা কৌতুক-প্রিয় ; অদ্বৈত জ্ঞানবৃদ্ধ এবং রসিক চূড়ামণি। উভয়ে সর্ব্বদাই বাগ্‌বিতণ্ডা হইত, ভক্তগণ আনন্দ অন্তরে উহা দর্শন করিতেন।

গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে পাইয়া মহোৎসাহে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দিবা রাত্রি কিছুই অনুভব নাই, সকলে অহরহঃ কীর্ত্তনানন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন। এই সময়ে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন করিলেন। বিদ্যানিধির নিবাস চট্টগ্রামে, নবদ্বীপেও তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার বাহ্য দৃশ্য মহা বিষয়ীর ন্যায় হইলেও, অন্তর কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ ছিল।

বিদ্যানিধির গঙ্গাভক্তি অতুল্য ; তিনি পাদস্পর্শ ভয়ে গঙ্গা স্নান করিতেন না, এবং লোকে স্নানে যাইয়া জলশৌচ, দন্ত ধাবনাদি নানা প্রকার অনাচার করে বলিয়া দিবাভাগে কখন গঙ্গা দর্শনে যাইতেন না। তাঁহার অপর একটি অসামান্য গঙ্গা মাহাত্ম্য পরিচায়ক ক্রিয়া বর্ণিত আছে যে, দেবার্চ্চনাদির পূর্ব্বে অগ্রে গঙ্গাজল পান করিয়া তৎপরে উক্ত কর্ম্ম সকল করিতেন।

বিদ্যানিধির অলৌকিক চরিত্রের কথা মুকুন্দ বেঝার নিকট শ্রবণ করিয়া গদাধর পণ্ডিত একদিবস তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। বিদ্যানিধিকে মহাবিলাসীর ন্যায় দেখিয়া গদাধরের

অন্তরে বৈষ্ণবোচিত ভক্তির লাঘব হয়; তদনন্তর বিশেষ পরিচয়ে তাঁহার অসামান্য প্রেমভক্তি দর্শন করিয়া গদাধর আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করেন, এবং কি প্রকারে উক্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এই চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় মহাপ্রভুর সম্মতিক্রমে বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, মুরারি গুপ্ত বেঝা, মুকুন্দ বেঝা, এবং বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের একত্র মিলন হইলে নবদ্বীপ আনন্দ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ আপনার অতি প্রিয় পার্ষদ প্রাপ্ত হইয়া যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং জীব-নিস্তারের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মহোদ্যমে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাগ্যের সীমা ছিল না, নিত্য তাঁহার বাড়ীতেই ভক্তগণের মিলন হইত। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস ভবনেই অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার সর্ব্বদাই বালকের ন্যায় চঞ্চল ভাব, ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন আব্দার করিতেন, স্বহস্তে ভোজন করিতেন না, এতদ্ব্যতীত অন্য শত শত প্রকার আব্দারও ছিল। শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবী এই সমুদয় আব্দার অবিরক্ত চিত্তে সহ্য করিয়া নিত্যানন্দকে পুত্রবৎ পালন করিতেন।

এক দিবস গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি একটি বড় গর্হিত কর্ম্ম করিতেছ। নিত্যানন্দ অজ্ঞাতকুল-শীল অবধূত সন্ন্যাসী; তাঁহাকে বাটীতে স্থান দেওয়া আমার বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হয় না। তুমি যদি আপন জাতি

কুল বজায় রাখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে উহাঁকে অন্যত্র যাইতে বল।”

শ্রীবাস ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “প্রভো! আমাকে পরীক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। যে ব্যক্তি তোমাকে একদিনের জন্যও ভজনা করে, আমি তাহাকে আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া জ্ঞান করি। নিত্যানন্দ তোমার দ্বিতীয় কলেবর; অতএব তিনি যদি মদিরা পান এবং যবনী সঙ্গ করেন, এমন কি আমার জাতি কুল ধন সকলই নাশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমার ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারে না, ইহা আপনাকে সত্য বলিলাম, জানিবেন।”

নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের এতাদৃশ প্রীতি সন্দর্শন করিয়া গৌরাঙ্গ পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “পণ্ডিত! অদ্য তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে। নিত্যানন্দের প্রতি যাহার তিলমাত্র বিশ্বাস আছে, আমি তাহাকে অবিচারে আত্মদান করিয়া থাকি। আজ তুমি আমারে যেরূপ আনন্দিত করিলে, তাহাতে আমি তোমার নিকট চিরকালের জন্য বিক্রীত হইলাম।”

“প্রভু বলে কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস?
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥

নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমার স্থানে।
সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে ॥
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া নগর ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিত্যানন্দ নবদ্বীপের সর্ব্বত্র বালকবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন দিন মুরারি গুপ্তের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করেন, কোন দিন শচী ভবনে যাইয়া তাঁহার নিকট কত প্রকার আব্‌দার প্রকাশ করেন, এইমত নানা স্থানে নানা ভঙ্গীতে ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিবস শচী দেবী স্বপ্ন দেখিলেন, যে গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ, দুইটি ৫।৬ বৎসরের বালকের ন্যায় হইয়া কৃষ্ণ বলরামের মত অপর দুইটি সমবয়স্ক বালকের সহিত খেলা করিতেছেন। গৌরাঙ্গ, জননীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মা! আমাদের বাড়ীর নারায়ণ বড় জাগ্রত ঠাকুর, আমিও অনেক সময় অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই। যাহা হউক, তুমি এক দিন নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাও।"

শচী দেবী এক দিবস নানাবিধ ভোজন সামগ্রী আয়োজন করিয়া গৌরাঙ্গকে বলিলেন, "তুমি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া আন, আজ তিনি এখানে ভিক্ষা করিবেন।" গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকট যাইয়া বলিলেন, "অদ্য আমার বাড়ীতে তোমাকে ভিক্ষা

করিতে হইবে, আইস। একটি বিষয় তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, শ্রীবাসের বাড়ীতে যেরূপ চপলতা প্রকাশ কর, আমার বাড়ীতে ঐরূপ করিও না।''

নিত্যানন্দ বলিলেন, ''রাম ! রাম ! তোমার বাড়ীতে যাইয়া কি বাতুলতা করিতে পারি ? বিশেষতঃ তোমার যুবতী স্ত্রী বাটীতে রহিয়াছেন। তোমার নিজের স্বভাব না কি বড় চঞ্চল, তাই তুমি সকলকেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে দেখ। কই ! আমাদের ত হঠাৎ কাহাকেও বাচাল বলিতে সাহস হয় না ?'' এইরূপ বাদানুবাদ করিতে করিতে দুইজনে যাইয়া শচীগৃহে উপনীত হইলেন। ঈশান তাড়াতাড়ি জল আনিয়া নিত্যানন্দের চরণ ধৌত করিয়া দিলেন, অনন্তর উভয়ে ভোজনে বসিলেন।

"বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন॥
পরিবেশন করে আই মনের সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা দুই জন হাসে॥
আবার আসিয়া আই দুই জনে দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে॥

শ্রীরাগঃ। ''কৃষ্ণ শুক্লবর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মূষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকর কুণ্ডল॥

আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত্ দেখিয়া আর দেখিতে না পারে ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিতা হঞা পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥
অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ॥
আথে ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি ॥”

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

গৌরাঙ্গ এইরূপে জননীর নিকট নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন রসে মগ্ন হইলেন। কখন বা চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের বাড়ীতে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ভক্তগণের হুঙ্কার ধ্বনি উচ্চ কীর্ত্তন শব্দে বিদ্বেষীদিগের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল।

এক দিবস প্রাতঃকাল হইতেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এক সম্প্রদায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত সর্ব্বাগ্রে রহিলেন, এক সম্প্রদায়ে মুকুন্দ রহিলেন, এক সম্প্রদায়ে গোবিন্দ দত্ত রহিলেন, এইরূপে সম্প্রদায় বিভাগ ক্রমে সকলে মহানন্দে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ হুঙ্কার শব্দে ত্রিলোক কম্পিত করিয়া সর্ব্বদলে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলে তাঁহার বিচিত্র প্রেমচিহ্ন সকল দর্শন করিয়া ভক্তগণ মোহ প্রাপ্ত হইলেন।

গৌরাঙ্গ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে প্রায় এক প্রহর

কাল অবিরামে ক্রন্দন করিতেন; তাঁহার কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিলাপ শ্রবণে কাষ্ঠ পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া যাইত। যখন হাসিতে আরম্ভ করিতেন, তখনও ঐরূপ এক প্রহর কাল অনবরত হাস্য করিতেন; সেই অট্ট হাস্য ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উত্থিত হইত। ভক্তগণ কেহই তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিতেন না, কেবল নিত্যানন্দ তাঁহাকে সর্ব্বদা ধরিয়া থাকিতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ যখন ভাবাবিষ্ট হইতেন, তখন সকলে সুযোগ পাইয়া চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন।

অদ্বৈত আচার্য্য গৌরাঙ্গ হইতে সর্ব্বদা কিছু দূরে থাকিতেন, কারণ তাঁহাকে নিকটে পাইলেই গৌরাঙ্গ বলপূর্ব্বক তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেন। গৌরাঙ্গকে ভাবাবিষ্ট দেখিলে অদ্বৈতের বড়ই আনন্দ হইত, কারণ ঐ সময়ে তিনি গৌরাঙ্গের পাদস্পর্শের সুযোগ পাইতেন। গৌরাঙ্গ যেমন আবিষ্ট হইতেন, অমনি অদ্বৈত আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন এবং মহানন্দে হুঙ্কার করতঃ নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন "কেমন চোরা! * এইবার তোমার ভারি ভুরি সব কোথায় গেল?"

গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ লইয়া প্রত্যহ রাত্রিতে কীর্ত্তন করিতেন, বিদ্বেষিগণের উহা সহ্য হইত না। শ্রীবাস কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ করিতেন, সুতরাং অপর লোক

* ভগবান সহজে প্রেমদান করেন না; অগ্রে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, তাহাতে যে সাধক না ভুলিয়া কেবল ভগবৎকৃপা মাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই সময়ে পদাশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। প্রেম চুরি করেন বলিয়া অদ্বৈত, গৌরাঙ্গকে চোরা বলিতেন।

কেহই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না, বাহিরে থাকিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। সারা রাত্রিই কীর্ত্তন হইত বলিয়া বিদ্বেষিগণ মনে করিত যে, ইহারা প্রত্যহ কি প্রকারে সারা রাত্রি জাগরণ করে ; অনুমান হয়, ইহারা মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হয়, নচেৎ কখনই নিত্য নিত্য এইরূপ রাত্রি জাগরণ করিয়া চীৎকার করিত না। একজন বলিলেন, "আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, উহারা রাত্রিতে পঞ্চ কন্যা ও মদ আনিয়া আমোদ করে এবং নানাবিধ অখাদ্য ভোজন করে।" বিদ্বেষিগণ এইমত নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া দ্বার রুদ্ধ থাকায় বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পাইয়া অগত্যা আপন আপন আলয়ে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এক দিবস গৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে আসিলে ভক্তগণ তাঁহার অভিষেক করিতে মনন করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ অভিষেক গীত আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ গঙ্গাজল আনিতে গমন করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল, ভক্তবৃন্দ আনন্দে গৌরাঙ্গ শিরে মন্ত্রপূত গঙ্গাজল সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন। একশত অষ্ট ঘট জল দ্বারা অভিষেক করিতে হয়, কিন্তু গৌরাঙ্গ মস্তকে যে কত সহস্র ঘট জল প্রদত্ত হইল তাহার স্থির নাই। সকলেই

আনন্দে বিভোর, গৌরাঙ্গও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিয়া শত শত কলস জল মস্তক পাতিয়া লইলেন!

অভিষেকান্তে দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া গৌরাঙ্গ সিংহাসনে উপবেশন করিলে, ভক্তগণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি ষোড়শোপচারে তাঁহাকে পূজা করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। "হে! জগন্নিবাস! তোমার জয় হউক। হে সংকীর্ত্তন-পিতঃ! তুমি সর্ব্বদা জয়যুক্ত হও। হে রমানাথ! তোমার জয় হউক। হে পরম দয়াল প্রভো! তোমার নিত্য জয় হউক। হে পতিতের নাথ! তোমার জয় হউক। হে ক্ষীরসমুদ্র-শায়ী আদিদেব! তুমি জয়যুক্ত হও।" এইরূপ বিবিধ মঙ্গল বাক্যে স্তুতি করিয়া গৌরাঙ্গচরণে চন্দন তুলসী প্রদান করত সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

এই দিবস মহাপ্রভু সাত প্রহর কাল ভাবাবিষ্ট থাকিয়া ভক্তবৃন্দকে বিবিধ অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। খোলাবেচা শ্রীধরকে গৌরাঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন, এই সময় তাঁহাকে কৃপা করিতে মনন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শ্রীধর ব্রাহ্মণকে আমার নিকট লইয়া আইস।" আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ তখনই শ্রীধরের বাড়ী গমন করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন।

শ্রীধরকে দেখিয়া প্রভু প্রীতচিত্তে বলিলেন, "এস শ্রীধর এস; তুমি বহুজন্ম আমার আরাধনা করিয়াছ, অতএব এইবার তৎসমুদায়ের ফল প্রাপ্ত হও। অদ্য আমি তোমাকে অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিব, একবার আমাকে নিরীক্ষণ কর।"

শ্রীধর যাঁহাকে শচীপুত্র বিশ্বম্ভর বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে দেখিলেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার হস্তে

মোহন বংশী শোভা পাইতেছে, মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া ত্রিলোক মোহিত করিতেছেন। বলরাম দক্ষিণে বিরাজ করিতেছেন, ব্রহ্মা এবং শঙ্কর সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্তুতি করিতেছেন।

প্রভু বলিলেন, "শ্রীধর! এক্ষণে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। শ্রীধর বহু জন্মকৃত তপস্যার ফলে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন; তাঁহার অপর কোন বাসনাই ছিলনা, করযোড়ে কহিলেন, "ভগবন্! আর আমাকে ছলনা করিওনা। তোমার কৃপায় যখন তোমার দর্শন পাইয়াছি, তখন ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া আর আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিওনা। আমি পুনঃ পুনঃ এই বর মাগিতেছি যে, যে ব্রাহ্মণকুমার আমার থোড়, মোচা, কলা, মূলা প্রভৃতি কাড়িয়া লইতেন, তাঁহারই অভয় চরণে যেন আমি স্থান প্রাপ্ত হই।" শ্রীধর আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে প্রেম-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চৈতন্য হরণ করিল।

"হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥
শ্রীধর বলয়ে মুঞিত কিছুই না চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥
প্রভু বলে শ্রীধর আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥
এতেকে তোমার মতিভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণব মণ্ডলে।
শ্রীধর পাইল বর শুনিল সকলে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

মহাপ্রভু শ্রীধরকে কৃপা করিয়া "নাড়া নাড়া" বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য সম্মুখে আসিয়া-বলিলেন, "এই আমি আপনার চিরদাস উপস্থিত আছি, কি আজ্ঞা করিতেছেন বলুন!" গৌরাঙ্গ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কিছু বর প্রার্থনা কর; অদ্য যে যাহা চাহিবে আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিব।" অদ্বৈত বলিলেন, "আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি, অপর কোন প্রকার বাসনা আমার নাই।" তখন প্রভু মুরারি গুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওহে মুরারি! তুমি আমাকে একবার নিরীক্ষণ কর।"

মুরারি দেখিলেন, ভগবান নবদূর্ব্বাদল শ্যামরূপে বিরাজিত; তাঁহার বামে ত্রিভুবনমোহিনী সীতা দেবী, এবং দক্ষিণে লক্ষ্মণ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। চৈতন্যের ফাঁদে পড়িয়া মুরারি এইবার আপন চৈতন্য হারাইলেন।

"ডাকিবলে বিশ্বম্ভর আরেরে বানরা।
পাসরিলি তোরে পোড়াইলি সীতাচোরা॥
তুমি তার পুরি পুড়ি কৈলে বংশ ক্ষয়।
সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয়॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

মুরারি গুপ্ত সাক্ষাৎ হনুমানের অবতার; এক্ষণে আপনার প্রভু রামচন্দ্রকে জনকনন্দিনীর সহিত বিরাজিত দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। মুরারি ইচ্ছা করিলেন, কিছু বলিবেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কেবল উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন। মুরারির ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার করুণ বিলাপে শুষ্ক কাষ্ঠ এবং পাষাণ দ্রবীভূত হইয়া গেল। বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া মুরারি করযোড়ে কহিলেন,

"প্রভো! আমি তোমার ক্রীত দাস; যেথানে সেথানে আমার জন্ম হউক না কেন, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার অভয় চরণযুগল সর্ব্বদাই আমার অন্তরে জাগরূক থাকে। তুমি যথন যেথানে অবতীর্ণ হইবে, আমি যেন সেই স্থানেই তোমার দাস্য প্রাপ্ত হই।"

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারিকে কৃতার্থ করিয়া হরিদাস ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওহে হরিদাস! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আমার দেহ অপেক্ষাও তুমি আমার অধিক প্রিয়। পামর যবনগণ যথন তোমাকে বাইশ বাজারে লইয়া প্রহার করিয়াছিল, তথন আমি সুদর্শন চক্র হস্তে যবনকুল ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; কিন্তু তোমারই প্রার্থনায় আমি উহা করিতে পারি নাই। যবনেরা তোমার প্রাণান্ত করিতে চেষ্টা করিলেও তুমি তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমি তোমার প্রার্থনায় যবনকুল ধ্বংস করিতে না পারিয়া অগত্যা তোমাকে আচ্ছাদিত করিয়া নিজ অঙ্গে সমুদয় আঘাত সহ্য করিলাম। সেই সকল চিহ্ন অদ্যাপি আমার অঙ্গে রহিয়াছে, নিরীক্ষণ কর।"

"প্রভু মুখে শুনি মহাকরুণ বচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ॥
বাহ্যদূর গেল ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিল তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস॥
প্রভু বলে উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

হরিদাস চেতনা প্রাপ্ত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; অনন্তর করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো ! আমি অতি অধম, সর্ব্বজাতি-বহিষ্কৃত ; তোমার মহিমা ব্রহ্মাদির অবিদিত, আমি আর কি বলিব, এই কৃপা কর, যেন জন্মে জন্মে তোমার দাসত্ব প্রাপ্ত হই।''

প্রভু, হরিদাসকে বর দানে উদ্যত হইয়া বলিলেন, 'হরিদাস! তুমি ভক্তিযোগে আমাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, তথাপি আমি তোমাকে "বিনা অপরাধে ভজন করিবার শক্তি দান করিলাম।"

এইরূপ বর ভগবান কখন কাহাকেও দেন নাই। অপরাধই ভক্তির বাধক ; অপরাধ বর্জ্জন করিয়া ভজন করা প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটেনা। ভগবান স্বরূপ ভক্তের অপরাধ ক্ষমা করেন বলিয়া সর্ব্বদাস্মরণ-কারী ভক্তগণ তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হয়েন, নতুবা বিনা অপরাধে ভজন অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। গৌরাঙ্গ এই দেবদুর্ল্লভ বর হরিদাসকে প্রদান করিলে, চারিদিকে মঙ্গল ধ্বনির সহিত দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই অবগত আছেন। হরিদাস যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা অগণ্য হইলেও অর্থাৎ অনন্ত বিশ্বমধ্যে অসংখ্য ভক্ত বিদ্যমান থাকিলেও হরিদাস ঠাকুর যে প্রকার কৃপা লাভ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তসংখ্যা অতি অল্প। হরিদাসচরিত্র আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, ভগবানের কৃপা, জাতি, কুল, কিম্বা

বিদ্যাপেক্ষ নহে, মাত্র ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারাই উহার লাভ হইয়া থাকে।

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্" ॥

গীতাঃ—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥"

"চণ্ডালের বংশে জন্মি হরিভক্তি হয়।
পরমপাবন সেই বেদে দৃঢ় কয়॥
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র যবন বা হয়।
সেব্যতম সেই হয় জানিহ নিশ্চয়॥"

শ্রীভক্তমালঃ—

"অতএব কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল দুরাচার।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে নাহি জাতির বিচার॥
যেই ভজে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ।
ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে কহিল যথেষ্ট॥"

শ্রীভক্তমালঃ—

হরিদাসের প্রতি গৌরাঙ্গের অসীম কৃপা দেখিয়া ভক্তগণ অপার প্রেমসমুদ্রে ভাসমান হইলেন।

"জগৎ ভাসিল চৈতন্য লীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥"

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তৈশ্চৈতন্যচরিতামৃতং।।"

গৌরাঙ্গ সুন্দর হরিদাস ঠাকুরকে বরদান করিয়া অতি মধুর সম্ভাষণে সকলকে বলিলেন, "অদ্য আমার নিকট যে যাহা চাহিবে, সে তাহাই পাইবে, তোমরা নিঃসঙ্কোচে আপন আপন মনোভীষ্ট ব্যক্ত কর।"

প্রভুকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈত আচার্য্য বলিলেন যে, মূর্খ, নীচ ও দরিদ্রের প্রতি তুমি নিত্য প্রসন্ন থাক, ইহাই আমার প্রার্থনা।" একজন বলিলেন, "আমার পিতা আমাকে তোমার নিকট আসিতে দেন না, অতএব তোমার প্রতি তাঁহার ভক্তি হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।" এই মত কেহ আপনার স্ত্রীর জন্য, কেহ পুত্রের জন্য, কেহ শিষ্যের জন্য, আপন আপন ইচ্ছামত বর চাহিলেন। গৌরাঙ্গ সহাস্য বদনে সকলেরই মনোমত বর দান করিলেন, কেহই বঞ্চিত হইলেন না।

সকলেই আপন আপন মনোমত বর লইলেন, কেবল মুকুন্দ প্রভুর সম্মুখে আসিল না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত করযোড়ে কহিলেন, "ঠাকুর! মুকুন্দ আপনার শ্রীপাদপদ্মে কি অপরাধ করিল যে, তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না? আমরা

মুকুন্দের কোন অপরাধই দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ—মুকুন্দের গীত আপনার অতি প্রিয়; আমরা মুকুন্দকে প্রাণের অধিক ভালবাসি।"

গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "তোমরা মুকুন্দের স্বভাব জান না, সেই জন্য ঐরূপ বলিতেছ। মুকুন্দ যখন যেরূপ সঙ্গ করে, তখন সেইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, এই কারণে ভক্তির নিকট তাহার অপরাধ হইয়াছে। মুকুন্দ যখন ভক্তসম্প্রদায়ে থাকে তখন ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে, আবার যখন অন্য সম্প্রদায়ে থাকে, তখন সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করে। আমি উহার মুখ দর্শন করিতে চাহি না, তোমরা কেহ উহার জন্য আমাকে কোন কথা বলিও না। যে ব্যক্তি ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না, সে সর্ব্বদা আমাকে পীড়ন করিয়া থাকে, সুতরাং আমি কিরূপে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব?"

গৌরাঙ্গের অতি নিদারুণ বাক্যে মুকুন্দের শরীর শিহরিয়া উঠিল, তিনি দারুণ মনস্তাপ পাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া প্রভু অপেক্ষাকৃত কোমল ভাবে বলিলেন, "আরও কোটি জন্ম আরাধনা করিলে. তবে মুকুন্দ আমার দর্শন পাইবে।" এই কথা শুনিবামাত্র মুকুন্দের আনন্দের সীমা রহিল না, "পাইব পাইব" বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

"মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥
সকল বৈষ্ণব ডাকে আইসহ মুকুন্দ।

না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ ॥
প্রভু বলে মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ।
আইস আমারে দেখ ধরহ প্রসাদ ॥
প্রভুর আজ্ঞাতে সবে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া ॥
প্রভু বলে উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার ॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥
কোটি জন্ম পরে হেন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা ॥
তুমি আমা সর্ব্বকাল হৃদয়ে বাঁধিলা ॥
আমার গায়ন তুমি থাক আমার সঙ্গে।
পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর।
সে সকল মিথ্যা তুমি মোর প্রিয় দৃঢ় ॥
ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস ॥" শ্রীচৈঃভাঃ।

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"

শ্রীমদ্ভাঃ—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এক দিবস মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, তোমরা আজ হইতে নগরে বাহির হইয়া প্রতি ঘরে ঘরে হরি নাম বিতরণ কর। তোমরা অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিবে এবং যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই ঐ মত উপদেশ দিবে। এই কলি যুগে একমাত্র হরিনামকীর্ত্তনই ধর্ম্ম, এবং এই নাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে তোমরা আমার সহিত আগমন করিয়াছ। জীব নিস্তার কারণ তোমাদিগের অবতার, অতএব অবিলম্বে কৃষ্ণ নাম প্রচার করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ কর। সকলকে আমার আদেশ জানাইয়া বলিবে যে, কৃষ্ণ নাম ভিন্ন তোমাদিগের উদ্ধারের অপর কোন উপায় নাই, সকলে অবিচারে নাম গ্রহণ কর। নিত্য এই প্রকারে নাম প্রচার করিয়া, সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগমন করিয়া তোমাদিগের কার্য্যের ফল আমাকে জানাইবে।"

নিত্যানন্দ ও হরিদাস, প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নগরে বাহির হইলেন। তাঁহারা রাজপথে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওহে নগরবাসিগণ! মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে তোমরা কৃষ্ণনাম লও। কৃষ্ণনাম ব্যতীত কলিজীবের আর কোন গতি নাই। অধম চণ্ডাল যে কেহ, নাম লইবে, সে ব্যক্তি অতি গুরুতর অপরাধী হইলেও, গৌর হরি তাঁহাকে কৃপা করিবেন; সে ব্যক্তি অনায়াসে বৈকুণ্ঠ ও ব্রজধাম প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে কর্ম্মভোগ করিবার জন্য আর মনুষ্যলোকে আসিতে হইবে না।"

'কৃতে যদ্ধ্যায়তোবিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাঃ—

"সত্যাদি যুগে ধ্যান এবং যজ্ঞাদি দ্বারা লোকে যেরূপ ফল লাভ করিত, এই কলিযুগে কেবল নাম কীর্ত্তন দ্বারা তোমরা অনায়াসে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে।"

গৌরাঙ্গের আদেশ এবং ভাগবতাদি শাস্ত্রেও ঐপ্রকার উপদেশ রহিয়াছে, অতএব তোমরা অন্যান্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র নামের শরণ লও। একমাত্র নাম হইতেই তোমাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। উচ্চ করিয়া নাম লইলে ফলাধিক্য আছে; জপ অপেক্ষা উচ্চ সংকীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ, অতএব তোমরা অহরহঃ হরিনাম কীর্ত্তন কর, তোমাদের সমুদয় বাধা বিঘ্ন দূর হইয়া যাইবে।"

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং।

"জপতো হরিনামানি শ্রবণে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥"

এইরূপে নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রত্যহ রাজপথে এবং প্রতি গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া নাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহস্থের মধ্যে সুজন কুজন সকল প্রকারই আছেন; যাঁহারা সুজন তাঁহারা দুই জন অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিয়া আদর পূর্ব্বক ভিক্ষা দিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহারা ভিক্ষা না লইয়া কেবল বলেন, "তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণ নাম লহ, এই আমাদিগের ভিক্ষা, আমরা অপর কিছুই চাহি না।" যাহারা কুজন তাহারা বলে, "এই

দুই বেটা নিশ্চয় চোর; বেটাদের দেহকান্তি দেখ দেখি? বেটারা চোর না হইলে ভিক্ষুকের অমন অঙ্গকান্তি হইবে কেন?" নিত্যানন্দ ও হরিদাস দুজনে ঐ সকল কথা শুনিয়া হাসেন আর আনন্দে নাম কীর্ত্তন করেন।

এক দিবস নিত্যানন্দ ও হরিদাস নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন, দেখিলেন দুইজন মাতাল পথে গড়াগড়ি দিতেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া গালি দিতেছে। তাহাদিগের দুই জনের দেহ অতি প্রকাণ্ড মত্ত হস্তীর ন্যায়। দুই জনকে দেখিয়া নিত্যানন্দ নিকটবর্ত্তী লোক সকলকে উহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে বলিলেন, "উহারা দুই সহোদর, উহাদিগের নাম জগাই ও মাধাই। উহাদিগের অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, কিন্তু উহারা কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করে। উহারা অর্থের দ্বারা কাজিকে বশ করিয়াছে, তজ্জন্য কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। এমন পাপকর্ম্ম নাই, যাহা উহারা করে নাই। উহাদিগের ভয়ে সর্ব্বলোক সদা শঙ্কিত। উহাদিগকে নদীয়ার রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

জগাই মাধাইয়ের বিবরণ অবগত হইয়া নিত্যানন্দের কৃপার সঞ্চার হইল। তখন তিনি হরিদাসকে বলিলেন, "হরিদাস! যবনেরা তোমাকে প্রাণান্ত করিবার উদ্যম করিলেও তুমি তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলে; এক্ষণে দেখ! ঐ দুই ব্রাহ্মণকুমার কুপথগামী হইয়া কিরূপ কষ্ট পাইতেছে। অনন্ত কাল নরক ভোগ করিলেও উহাদিগের পাপের সমুচিত দণ্ড হইবে না। আমি বিবেচনা করিতেছি যে, তোমার কৃপা ব্যতীত

উহাদিগের আর কোন উপায় নাই। প্রভু আমাকে গোপনে বলিয়াছেন যে, হরিদাস যাহা ইচ্ছা করিবে, আমি অবিলম্বে তাহা পূর্ণ করিব। অতএব তুমি যদি এই দুই ব্যক্তির মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে ইহারা অনন্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি পায়।

হরিদাস নিত্যানন্দের প্রভাব বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন, সহাস্য বদনে বলিলেন, "প্রভো! আমি বুঝিলাম যে, অদ্য মহাপাতকী জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল। যখন উহারা তোমার কৃপাদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, তখন উহাদিগের আর কোন ভয় নাই। ঠাকুর! আমাকে বঞ্চনা করিও না; তুমি গৌরাঙ্গের অভেদ তনু, ইহা আমি বিদিত আছি। তোমরা পাতকী উদ্ধার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, আমি তোমাদিগের দাসানুদাস মাত্র।"

নিত্যানন্দ হরিদাসকে আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন, "হরিদাস! প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই আমাদিগের কার্য্য; চল আমরা যাইয়া ঐ দুই মদ্যপকে হরিনাম লইতে বলি।" এইরূপে তাঁহাদিগকে জগাই মাধাই সমীপে গমন করিতে দেখিয়া সকলে নিবারণ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "ঐ দুই ব্যক্তির প্রতাপ আপনারা অবগত নহেন, সেই জন্য উহাদিগের নিকটে যাইতেছেন। উহারা ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয় আপনাদিগের প্রাণ-দণ্ড করিবে; অতএব উহাদিগের নিকটে আপনারা যাই-বেন না। গো ব্রাহ্মণ হত্যা প্রভৃতি কোন প্রকার জুগুপ্সিত কার্য্যই উহাদিগের অকরণীয় নহে।

নগরবাসী সকলে এইরূপে নিবারণ করিলেও, নিত্যানন্দ এবং হরিদাস সহাস্য বদনে কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া জগাই মাধাই

সমীপে গমন করিয়া "ওহে ভাই সকল! তোমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল", এইরূপ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

জগাই মাধাই সুরাপানে উন্মত্ত ছিল, লোহিতলোচনে নিরীক্ষণ করিয়া 'ধর বেটাদের, মার বেটাদের' বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ধাইয়া আসিল। আরক্তিম নয়ন, প্রকাণ্ড দেহ, এবং বিশাল-ভুজদ্বয় বিশিষ্ট মদোন্মত্ত দুই ব্যক্তিকে ক্রোধ ভরে ধাইয়া আসিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস পলায়নপর হইলেন। তাঁহাদিগকে পলায়নপর দর্শন করিয়া জগাই মাধাই মহাক্রোধে গালিবর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তখন হরিদাস নিত্যানন্দকে বলিলেন, "প্রভো! আজ বোধ হয়, মাতাল দুই-জনের হাতে প্রাণ হারাইতে হইবে। উহাদিগের শরীরে দয়ার লেশ মাত্র নাই, একবার উহাদিগের হস্তে পতিত হইলে, কোন মতে জীবন রক্ষা হইবে না।"

নিত্যানন্দ হরিদাসের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ যদি এই মাতাল দুবেটার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই, তাহা হইলে বুঝিব এখনও অনেক পরমায়ু আছে। এই পাষণ্ড দুই বেটার নিকট না যাইলেই ভাল ছিল। প্রভুর আজ্ঞাপালন করিতে আসিয়া আজ আমাদের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইল।"

হরিদাস বলিলেন, "প্রভুর কি দোষ? তিনি ত আর আমাদিগকে মাতালের কাছে যাইতে বলেন নাই। সকল দোষ তোমার, তোমার জন্যই আজ প্রাণ হারাইলাম। আমি আর দৌড়িতে পারিতেছি না, এইবার উহারা আমাকে ধরিবে।"

"দুই দস্যু বলে ভাই কোথারে যাইবা।
জগা মাধার ঠাঞি আজি কি মতে এড়াইবা॥
তোমরা না জান এথা জগা মাধা আছে।
থানি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে॥
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া॥
হরিদাস বলে আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল সহিতে॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঞি।
চঞ্চলের বুদ্ধে আজি পরাণ হারাই॥
নিত্যানন্দ বলে আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

উভয়ে এইরূপে বাদানুবাদ করিতে করিতে মহা প্রভুর বাটী যাইয়া প্রবেশ করিলেন, জগাই মাধাই তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নিবৃত্ত হইল। অনন্তর কি করিতে কোথায় আসিয়াছে, নেশার ঝোকে তাহা ভুলিয়া গিয়া দুই ভাইয়ে কিলোকিলি মারামারি করিতে করিতে চলিয়া গেল।

হরিদাস ও নিত্যানন্দ যখন দেখিলেন যে, মাতাল দুইজন আর পথে দাঁড়াইয়া নাই, তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু আপন বাটীতে চতু-

দ্দিকে ভক্ত বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ ও হরিদাস উপস্থিত হইয়া জগাই মাধাই বৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন।

মহাপ্রভু জগাই মাধাইয়ের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ঐ দুই বেটা যেদিন আমার এখানে আসিবে, সেই দিন উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "তুমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড কর, আর যাহাই কর, ফলে আমি আর তাহাদিগের নিকটে যাইতেছি না। আজ কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়াছি, আমার দ্বারা আর নাম প্রচার হইবে না। হরিদাস সাধু যদি একাকী যাইতে ইচ্ছা করেন, যাউন যাউন, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।"

"নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুই জনে গোবিন্দ বলাই॥
স্বভাবেতে ধার্ম্মিকে বলয়ে কৃষ্ণ নাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধারো যদি দিয়া ভক্তি দান।
তবে জানি পাতকী-পাবন হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর হইবে উদ্ধার।
যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥

বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া ভক্তগণ জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন, সকলেই বুঝিলেন যে, জগাই মাধাই এইবার উদ্ধার পাইল। হরিদাস অদ্বৈত প্রভুর নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! অদ্য ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিলাম। মহাপ্রভু আমাকে নিত্যানন্দের সঙ্গে থাকিয়া নাম প্রচার করিতে বলায় আমার যে কি বিপদ হইয়াছে, তাহা আপনাকে আর কি জানাইব, আপনি সকলি বুঝিতে পারিতেছেন। নিত্যানন্দ চঞ্চলের শিরোমণি, আমি যদি উত্তর দিকে যাইব, নিত্যানন্দ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। পথে লোকের সহিত অনর্থক ঝগড়া করেন, আমি সকলের পায়ে হাতে ধরিয়া কোন মতে বিবাদ মিটাইয়া দিই। গঙ্গায় কুম্ভীর ভাসিয়াছে দেখিলে, অমনি ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িয়া কুম্ভীর ধরিতে যান, সর্ব্বলোক হায় হায় করে, আমি কূলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দ স্মরণ করি। গোয়ালারা দধি দুগ্ধ লইয়া যাইতেছে দেখিলে, তাহাদের নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য কাড়িয়া খায়েন, তাহারা উঁহাকে ধরিতে না পারিয়া আমাকে মারিতে আইসে। পথে বালিকাদিগকে দেখিতে পাইলে বলেন 'আমাকে বিয়ে করবি।' কখন বা ষাঁড় দেখিতে পাইয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বলেন "দেখ, 'আমি মহাদেব হইয়াছি'। এইরূপ চঞ্চল প্রকৃতি লোকের সঙ্গে আমাকে দেওয়া, মহাপ্রভুর কোন মতে ভাল হয় নাই। আজ পথে দুইটা মাতাল পড়িয়া আছে দেখিয়া যেমন তাহা-

দিগকে হরিনাম করিতে বলিলেন, অমনি তাহারা আমাদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মারিতে আসিল। আজ প্রাণ যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কৃপায় রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন তাহাদিগের হাতে পড়িলে আর প্রাণ রক্ষা হইবে না"।

"হাসিয়া অদ্বৈত বলে কোন চিত্র নয়।
মদ্যপের উচিত মদ্যপ সঙ্গ হয়।
তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত॥
নিত্যানন্দ করিবে সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিবে গোষ্ঠী মাঝে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নবদ্বীপে গঙ্গার একটী ঘাটে জগাই মাধাইয়ের আড্ডা ছিল। এক দিবস সন্ধ্যার পর নিত্যানন্দ নাম প্রচার করিয়া ঐ ঘাটের নিকট দিয়া আসিতেছেন, এমন সময় উহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে যায় রে?' নিত্যানন্দ বলিলেন "আমি অবধূত।" অবধূতের নাম শুনিবামাত্র মাধাই মহাক্রোধে আসিয়া একটা কলসীর কানা দ্বারা নিত্যানন্দের মস্তকে প্রহার করিল। ভাঙ্গা কলসীর কানা লাগিবামাত্র মস্তক হইতে রক্তের ধারা ছুটিল। নিত্যানন্দ মস্তক ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন, কিন্তু তাহাতেও মাধাই নিবৃত্ত না হইয়া পুনরায় মারিতে যাইলে জগাই হাতে ধরিয়া নিবারণ করিল।

"দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল তার হাতে॥
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দড়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈলে তুমি বড়॥
এড় এড় অবধৌত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালাই তোমার॥
আথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দের মস্তক হইতে রক্তের ধারা পড়িতেছে, তিনি জগাই মাধাইয়ের মধ্যে থাকিয়া হাস্য করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে রক্তধারা দর্শন করিয়া প্রভু জগাই মাধাইয়ের কার্য্য বুঝিলেন, অনন্তর ক্রোধে প্রজ্জ-লিত হইয়া তাহাদিগের সংহার মানসে সুদর্শন চক্র স্মরণ করি-লেন। ভগবানের আহ্বানে সুদর্শন দিব্য জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া উপস্থিত হইল। জগাই মাধাই এবং ভক্তবৃন্দ সুদর্শনকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অন-ন্তর নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জগাই মাধাই এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মাধাই আমার প্রাণান্ত করিবার উদ্যম করিলে, জগাই উহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। যাহাহউক ,আমার মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র বিষাদ নাই, আপনি আমাকে এই দুই ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা দিউন।

জগাই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া প্রভু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তাহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন, "তুমি নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া আমার কৃপার পাত্র হইয়াছ; আমি তোমাকে বর দিতেছি, তোমার কৃষ্ণভক্তি হউক।" ভক্তগণ জগাইয়ের প্রতি প্রভুর অসামান্য কৃপা দর্শন করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন; জগাই প্রেমে বিহ্বল হইয়া প্রভুর অভয় চরণযুগলে পতিত হইল।

"প্রভু বলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
পাইয়া চরণ ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

জগাইয়ের প্রতি প্রভুর করুণা দেখিয়া মাধাই আর থাকিতে পারিল না, তাঁহার চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল "প্রভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা দুই ভাই এক সঙ্গে সমুদয় পাপ কার্য্য করিয়াছি; কিন্তু তুমি জগাইকে কৃপা করিয়া কেবল আমাকে কিজন্য বঞ্চিত করিতেছ? তুমি উদ্ধার না করিলে আমার কি উপায় হইবে?"

মাধাইয়ের এই প্রকার উক্তিতে প্রভু কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, 'তুমি নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছ, অতএব

আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইবে না; তুমি নিত্যানন্দের শরণ লও, তিনি পরম দয়াল, তোমাকে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।"

"পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই চরণ॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন সেই চরণ প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িল চরণে কৃপা করিতে যুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত॥
নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সবদিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়ি কৃপা কর তোমার মাধাই॥
বিশ্বম্ভর বলে যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল সব বন্ধন মোচন॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্বশক্তি সমন্বিত মাধাই হইলা॥
হেন মতে দুজনেতে পাইল মোচন।
দুই জনে স্তুতি করে দুয়ের চরণ॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ—

তদনন্তর মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে বলিলেন, "তোমাদিগের দুই জনের মহাপাতক গ্রহণ করিয়া আমার সর্ব্ব অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে দেখ? তোমরা আর কখনও পাপ কর্ম্ম করিও না।" এইরূপে মহাপাতকী জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া গৌরাঙ্গ সকলকে বলিলেন, "তোমরা এক্ষণে এই দুই ভক্তের সহিত একত্রে হরিনাম সংকীর্ত্তন কর, যাহা শ্রবণ করিয়া আমার দেহ হইতে সমুদয় কলুষ নাশ প্রাপ্ত হইবে।" ভক্তগণ প্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া জগাই মাধাইকে লইয়া মহানন্দে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

অতি পাষণ্ড মহাপাতকী জগাই মাধাই হরিপরায়ণ হইলে নবদ্বীপবাসী কৃষ্ণবিমুখগণের চমক হইল; কিন্তু স্বভাব দোষ কোথায় যাইবে, উচ্চ সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই বৈষ্ণবগণের প্রতি তাহাদিগের ক্রোধ জন্মিত।

জগাই মাধাই পূর্ব্ববৎ গঙ্গার ঘাটে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনের স্রোত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নিত্য প্রাতঃকালে গঙ্গা স্নান করিয়া দুই লক্ষ হরিনাম জপ করা, তাঁহাদিগের উভয়ের ব্রতস্বরূপ হইল। তাঁহারা প্রত্যহ দুই লক্ষ নাম জপ করিতেন এবং পূর্ব্ব অপরাধ সমুদয় স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন। মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন, "কৃষ্ণ তোমাদিগের সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা তাঁহার গুণগান করিয়া বেড়াও, তোমাদিগের দুঃখ দূর হউক।"

জগাই মাধাই পরম দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের অসামান্য কৃপাগুণে

আকৃষ্ট হইয়া অহর্নিশ তাঁহার গুণগান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পতিতের নাথ গৌরহরিও পরম পামর জগাই মাধাইকে অভয় দান করিয়া জগতে অনন্ত কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তনানন্দে মনোনিবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এক দিবস প্রভু বুদ্ধিমন্ত খানকে বলিলেন, "আমি অদ্য প্রকৃতিবেশে নৃত্য করিব, অতএব তদনুরূপ আয়োজন কর। গদাধর রুক্মিণী হইবেন, নিত্যানন্দ বড়াই হইবেন, হরিদাস কোতোয়াল হইবেন, শ্রীবাস নারদ হইবেন; অন্যান্য সকলকেও আমার অভিমত বেশ ধারণ করিতে হইবে। যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনিই এই অভিনয় দেখিতে পাইবেন, তদ্ব্যতীত কেহই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইবেন না।"

প্রভু লক্ষ্মী রূপে নৃত্য করিবেন, শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ বাক্য শুনিয়া সকলেই বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, "প্রভু যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে অদ্যকার অভিনয় দেখিতে আমাদিগের অধিকার নাই।" তাঁহাদিগের উক্তি শ্রবণ করিয়া প্রভু সস্মিত বদনে বলিলেন,

"তোমরা দুজনে না যাইলে আমি কাহাকে লইয়া নৃত্য করিব ? তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই, অদ্য ভক্ত বৃন্দ সকলেই আমার ইচ্ছায় মহাযোগেশ্বর হইবেন।" এই অভয় বাক্যে সকলেই আনন্দিত হইয়া গৌরাঙ্গের সহিত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ী গমন করিলেন।

বৈষ্ণবপত্নীগণ গৌরাঙ্গের প্রকৃতি বেশে নৃত্য সংবাদ অবগত হইয়া সকলেই আগ্রহের সহিত শচীদেবী এবং দেবী বিষ্ণু-প্রিয়াকে অগ্রে করিয়া আচার্য্যরত্নের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

আচার্য্যরত্ন মনোমত করিয়া বাড়ী সাজাইয়াছেন ; গৌরাঙ্গ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়া যাঁহাকে যেরূপ অভিনয় করিতে হইবে, তদনুরূপ সজ্জা করিতে আদেশ করিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্য গৌরাঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলুন ? অদ্যকার অভিনয়ে আমি নিজ অংশ ছাড়িব না।" গৌরাঙ্গ সহাস্য বদনে বলিলেন, "আমার মূল অভিনয় যখন তোমার জন্য, তখন তুমিই সর্ব্ব অভি-নয়ের কর্ত্তা ; তোমার ইচ্ছা মত অভিনয় কর।"

গৌরাঙ্গের অমৃতসিঞ্চিত কথায় পরিতৃপ্ত হইয়া অদ্বৈত বলিলেন, "আমি তবে বিদূষক সাজিব।"

বাহ্য নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাচ।
ভ্রূকুটি করিয়া বলে শান্তিপুর নাথ॥
সর্ব্বভাবে নাচে মহাবিদূষক প্রায়।
আনন্দসাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ—

সর্ব্বাগ্রে মুকুন্দ অভিনয় ক্ষেত্রে আগমন করিয়া মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত হইলে, হরিদাস কোতোয়াল বেশে উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস কোতোয়াল। (গোঁফে চাড়া দিয়া) ওহে সভাসদ্‌গণ! তোমরা সাবধান হও, অদ্য ত্রিজগৎ-নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ লক্ষ্মী বেশে নৃত্য করিবেন। বৃথা কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া সকলে স্থির হইয়া থাক। (যষ্টি হস্তে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ)।

সভাসদ্। তুমি কে, এবং কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছ?

হরিদাস কোতোয়াল। আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল, ভগবানকে জাগরিত করা আমার একটি কার্য্য। ভগবান বৈকুণ্ঠ হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; অদ্য তিনি লক্ষ্মী বেশে নৃত্য করিবেন, সেই জন্য আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি।

নারদ-বেশে শ্রীবাসের আগমন।

অদ্বৈত বিদূষক। (নারদরূপী শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া) আপনার মনোহর দিব্য মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা মোহিত হইতেছি, কৃপা করিয়া আপনার পরিচয় দানে আমাদিগের উৎকণ্ঠা দূর করুন।

নারদ। আমার নাম নারদ, আমি কৃষ্ণের গায়ন। আমি যদৃচ্ছা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকি। বৈকুণ্ঠে যাইয়া শুনিলাম ভগবান সপরিবারে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলাম।

কক্ষান্তরে গৌরাঙ্গ রুক্মিণীভাবে বিভোর হইয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সমীপে লোক প্রেরণ জন্য পত্র লিখিতেছেন।

"শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভম্
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপম্॥"

হে ভুবনসুন্দর! তোমার গুণ সমূহ শ্রবণ করিলে শ্রোতৃ গণের সকল অঙ্গ তাপ বিদূরিত হয়। চক্ষু দ্বারা তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করিলে সর্ব্ব নিধি লাভ হইয়া থাকে। হে অচ্যুত! তোমার যশের কথা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া তোমাকে পাইতে বাসনা করিতেছে।

প্রথম প্রহরের লীলা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রহর লীলা।

গোপিকা বেশে গদাধর, সুপ্রভা নামে সখী, এবং বড়াই বেশে ব্রহ্মানন্দের আগমন।

কোতোয়াল। তোমরা কোথায় যাইতেছ?

বড়াই। আমরা মথুরায় যাইতেছি।

নারদ। তোমার সহিত এই দুইটি কাহার বনিতা?

বড়াই। স্ত্রীলোকের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি?

নারদ। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ক্ষতি কি?

বড়াই। ক্ষতি আছে বইকি।

নারদ। একান্তই পরিচয় দিবে না কি?

বড়াই। (মাথা নাড়িয়া) না।

সভাসদ্। আজ কোথায় থাকা হইবে ?

বড়াই। কেন ! তোমার বাড়ীতে স্থান হইবে না কি ?

বিদূষক। পরনারী মাতৃসম জ্ঞান করিতে হয়। স্ত্রীলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া লজ্জা দেওয়া ভাল নহে। (গোপিকা প্রতি চাহিয়া) আমি একটি কথা বলি ; আমার প্রভু বড় নৃত্য গীত ভাল বাসেন, অতএব আজ এই স্থানেই তোমরা নৃত্যাদি কর। যদি সন্তুষ্ট করিতে পার তাহা হইলে যথেষ্ট অর্থ পাইবে।

(গোপিকা বেশে গদাধরের নৃত্য।)

গদাধরের নৃত্য দর্শন এবং সুমধুর গীত শ্রবণ করিয়া দর্শক বৃন্দ বিমোহিত হইলেন। গদাধর কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে স্বয়ং বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; দর্শক বৃন্দ তাঁহার বিচিত্র ভাব দর্শন করিয়া কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর গৌরাঙ্গ আদ্যাশক্তি বেশে বড়াই বেশধারী নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে অভিনয় ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। বড়াই রূপধারী নিত্যানন্দ প্রেমরসে ডগমগ হইয়া আগে আগে চলিতেছিলেন, তৎপশ্চাতে মহাপ্রভু ভুবনমোহিনীর বেশে ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য রূপ দর্শন করিয়া সকলেই মোহ প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা প্রভুর চির সঙ্গী তাঁহারাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। সকলে বলিতে লাগিলেন, এই দেবী কি সিন্ধুসুতা কমলা ? না জনকনন্দিনী সীতা ? কিম্বা মূর্ত্তিমতী বৃন্দাবন লক্ষ্মী ? অথবা মহেশ

মোহিনী পার্ব্বতী? আমরা এই প্রকার অপরূপ রূপ মনুষ্য লোকে কখন দর্শন করি নাই।

মহাযোগেশ্বর ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতী সমীপে থাকিয়াও যে মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন, কেবল মাত্র গৌরাঙ্গের কৃপা দৃষ্টিতেই ভক্তগণ তাঁহার ঐ ত্রিলোকমোহিনী অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া চিত্ত স্থৈর্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। ভগবানের কৃপা কটাক্ষে দর্শকবৃন্দ তাঁহার আদ্যাশক্তি রূপ দর্শন করিয়া মাতৃভাবে বিহ্বল হইলেন।

"আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তার যত চরণের ভৃঙ্গ॥
কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ হাত।
সে কটাক্ষ স্বভাব বলিতে শক্তি কাত॥
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান।
চতুর্দ্দিকে হরিদাস করয়ে সাবধান॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

গৌরাঙ্গ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিত্যানন্দ আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার বেদাতীত অনন্ত শক্তির পরিচয় পাইয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার বড়াই বুড়ীর সাজ কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, সুবর্ণ পর্ব্বত তুল্য দিব্য দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন;

প্রভু মহালক্ষ্মী রূপে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সকলকে বলিলেন "তোমরা আমার স্তব পাঠ কর।"

ভক্তগণ প্রভুর জগদজননী আবেশ বুঝিতে পারিয়া বিহিত বিধানে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। সকলে করযোড়ে কহিলেন, "মাতঃ জগদম্বে! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে দেবি! আমরা তোমার সন্তান, তুমি আমাদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষ কর। মা! ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শঙ্করও তোমার অপার মায়া সম্যক্ অবগত নহেন, অতএব আমরা তোমার সন্তান হইয়া কি রূপে তোমার অসীম মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে আদ্যাশক্তি মহামায়ে! হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবারাধ্যা মহাযোগেশ্বরি! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে দেবি মহালক্ষ্মি! হে বৈকুণ্ঠেশ্বরি! হে বৃন্দাবনধাম-লক্ষ্মি! হে মহাদেবি চণ্ডিকে! হে জগদ্ধাত্রি! হে নারায়ণ-বিমোহিনি! হে বারাহি! হে নারসিংহি! হে দেবি রুক্মিণি! তুমি আমাদিগের প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষ কর। মা! এই সচরাচর বিশ্ব তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব তোমার দাস আমরা কি রূপে তোমার অনন্ত মহিমার স্তব করিতে সমর্থ হইব? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে মায়া মুক্ত কর। জননি! তোমার পাদপদ্মের শীতল ছায়া প্রাপ্ত না হইলে আমাদের উত্তপ্ত হৃদয় কোন প্রকারে শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। হে কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনি! হে কৃষ্ণ মনোমোহিনি! হে নিত্যানন্দপ্রদায়িনি! হে নিত্যানন্দরূপিণি! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।"

এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রীত হইয়া গৌরসুন্দর নিজ ভক্ত

গণের প্রতি ত্রিলোকে অবিদিত কৃপা প্রকাশ করিতে মনন করিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনে কেহ কখন যেরূপ ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হয়েন নাই, ব্রহ্মা এবং শিবাদি দেবতাও যাহা কখন অনুভব করেন নাই, গৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের প্রতি এবম্বিধ চির অবিদিত করুণা প্রকাশ করিলেন। তিনি সকলকে পুত্র ভাব প্রদান করিয়া স্বয়ং মাতৃ স্নেহে পরিপ্লুত হইয়া জগজ্জননী রূপে প্রত্যেক ভক্তকে ক্রোড়ে লইয়া অমৃত পূরিত স্তনপান করাইলেন। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া প্রেমানন্দে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন।

চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব রোদন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচী নন্দন॥
মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এই মত সবারে দিলেন পুত্র ভাব॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হইয়া॥
কমলা পার্ব্বতী দয়া মহা নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগত জননী॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা॥
আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তন পান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান॥
স্তন পানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর॥

মহারাজ রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া ভিতর ॥”

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

চতুৰ্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গৌরাঙ্গ ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তনানন্দে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকেন ; তাঁহার কৃপায় সকলেই অপার প্রেম সমুদ্রে ভাসমান, কেবল অদ্বৈত প্রভুর প্রাণে সুখ নাই। এক দিবস অদ্বৈত নির্জনে হরিদাসকে বলিলেন, “প্রভুর কিরূপ অন্যায় আচরণ দেখ ? সকলকেই কৃপা করিয়া পদধূলি দেন, কেবল আমার প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার করেন। তিনি বলপূর্ব্বক আমার পাদ স্পর্শ করেন, উহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়া থাকে। আমি তাঁহার অন্যায় আচরণ আর সহ্য করিতে পারি না। তিনি কি-আমাকে ভৃগু মুনি পাইয়াছেন, যে কথায় কথায় আমার পায়ের ধূলা লইবেন ? ভৃগুমুনির ন্যায় সম্মান লইয়া অপরাধী হইতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। ভৃগু মুনির ন্যায় আমার শত শত শিষ্য আছে। প্রভুর শরীরে আমি এরূপ ক্রোধ জন্মাইয়া দিব যে তিনি আমাকে সর্ব্ব সমক্ষে শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েন্। প্রভু প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা

না মানিয়া কেবল জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিব; তাহা হইলেই তাঁহার দারুণ ক্রোধ জন্মিবে এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আমাকে খর্ব্ব করিবেন।”

এই স্থির করিয়া অদ্বৈত আচার্য্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুর গমন করিলেন, এবং যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলকে বলিতে লাগিলেন যে, “জ্ঞানই মুক্তি লাভের অব্যবহিত কারণ; জ্ঞান বিনা জীবের মোক্ষ হইতে পারে না। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার নাশ পাইলে ভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। অন্ধ ব্যক্তি যেমন কিছুই দেখিতে পায় না, সেইরূপ জ্ঞানহীন মনুষ্য ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হয় না। ভক্তি দর্পণ স্বরূপ এবং জ্ঞান চক্ষু স্বরূপ; অতএব জ্ঞান রূপ চক্ষু না থাকিলে ভক্তিদর্পণে প্রয়োজন কি? আমি সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়া এই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম, জ্ঞানব্যতীত মনুষ্য-জীবনে কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এক-বাক্যে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।”

অদ্বৈতের জ্ঞানব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া হরিদাস মনে মনে হাসেন, আর বলেন, “আর অধিক দিন তোমাকে ঐরূপ জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে হইবে না, অতি শীঘ্রই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।”

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু গৌরাঙ্গ অদ্বৈতের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে মনন করিলেন। এক দিবস নিত্যা-নন্দের সহিত নগর ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু বলিলেন “নিত্যা-নন্দ! চল এক বার শান্তিপুর অদ্বৈত ভবনে যাই।” এই

বলিয়া দুই জনে শান্তিপুর অভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, গঙ্গাতীরে দিব্য একখানি ঘর রহিয়াছে; নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঘর কাহার জান? এই গ্রামের নাম কি?" নিত্যানন্দ অনুসন্ধান লইয়া বলিলেন, "এই গ্রামের নাম ললিতপুর এবং ঐ ঘর খানি এক জন সন্ন্যাসীর।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া গৌরাঙ্গ বলিলেন "চল এক বার তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি।"

উভয়ে সন্ন্যাসীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী, দুই জন অপরূপ যুবা পুরুষ দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসীর আকিঞ্চনে তাঁহারা তথায় বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে তাঁহারা গঙ্গায় যাইয়া অবগাহন করিলেন, অনন্তর সন্ন্যাসি-প্রদত্ত বিবিধ ফল মূল কৃষ্ণসাৎ করিয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন। সন্ন্যাসী বামাচারী, মদ্যের আস্বাদন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, মদ্যপানে সাধকের আনন্দ বৃদ্ধি হয়, ইহা তাঁহার দৃঢ় সংস্কার ছিল। নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গকে মহানন্দে প্রসাদ পাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু আনন্দ আনিয়া দিব কি?" নিত্যানন্দ স্বয়ং অবধূত, সকলি তাঁহার জানা ছিল, সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "অদ্য আমার বড় সৌভাগ্য দেখিতেছি।" গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ কি দ্রব্য?" নিত্যানন্দ বলিলেন "বোধ হইতেছে মদ্য।" গৌরাঙ্গ মদিরার নাম শুনিবামাত্র বিষ্ণু স্মরণ করিয়া তখনই আচমন করিলেন, আর এক দণ্ডও তথায় রহিলেন না, নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় যাইয়া ঝাঁপ দিলেন। প্রভুদ্বয়ের অলৌকিক চরিত,—

ললিতপুর হইতে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ দিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

"দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্য গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥
স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দুক বেদান্তি যদি তথাপি সংহারে॥
সন্ন্যাসী হইয়া মদ্য পীয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচরে;
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈল ভোজনের কর্ম্ম॥
না হয় এজন্মে ভাল হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দুকেরে নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য ভক্তিযোগে প্রভুর আগমন জানিতে পারিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া দুলিয়া দুলিয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন! ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গ ক্রোধচিত্তে ভ্রূকুটি করিয়া নিত্যানন্দের সহিত উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র হরিদাস সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দ সত্বরে যাইয়া প্রভুর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, এবং অদ্বৈত পত্নী সীতা দেবী মানসে প্রণাম করিলেন। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ক্রোধভরে অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্ঞান এবং ভক্তি এই দুয়ের কাহাকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান?" অদ্বৈত বলিলেন, "সর্ব্বশাস্ত্রে দেখিতে পাই, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।"

প্রভুর আর বাহ্য জ্ঞান রহিল না, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অদ্বৈতকে গৃহ হইতে ভূমিতে পাড়িয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতপত্নী প্রভুকে উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐরূপ প্রহার করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে বলিলেন, "আপনি কাহার কথা শুনিয়া এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ দণ্ড করিতেছেন? যদি ভাল মন্দ কিছু ঘটনা হয় তাহা হইলে আপনার বিপদ হইবে।" নিত্যানন্দ হাসিতে লাগিলেন, হরিদাস ভয়ে কৃষ্ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু কাহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না; আপন ইচ্ছানুরূপ শাস্তি দিয়া নিরস্ত হইলেন।

"শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দ ময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥
যেন অপরাধ কৈনু তেন শাস্তি পাইনু।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইনু॥
এখন সে ঠাকুরাল বুঝিনু তোমার।
দোষ অনুরূপ শাস্তি করিলে আমার॥
ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর রায়॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রূকুটি করিয়া বুলে প্রভুর চরণে॥
কোথা গেল এবে মোর তোমার সে স্তুতি।
কোথা গেল সে সব তোমার এবে ডাঙ্গাতি॥
দুর্ব্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবে।
যার অবশেষ অন্ন সর্ব্বাঙ্গ লেপিবে॥

ভৃগু মুনি না হঙ মুঞি যার পদধূলি।
বক্ষে দিয়া শ্রীবৎস হইবা কুতুহলী॥
মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

তদনন্তর অদ্বৈত আচার্য্য করযোড়ে কহিলেন, "ভগবন! আমার সমুচিত শাস্তি দিলে, এক্ষণে কৃপা করিয়া একবার আমার মস্তকে পদার্পণ কর, তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়। আমি আর কিছুই চাহি না, কেবল মাত্র তোমার ঐ অভয় চরণ যুগলই আমার সর্ব্বস্ব হউক।" এই বলিয়া অদ্বৈত ক্রন্দন করিতে করিতে করিতে প্রভুর পাদ মূলে পতিত হইলেন।

গৌরসুন্দরের হৃদয় কাঁদিল, তিনি অদ্বৈতকে ক্রোড়ে লইয়া নয়ন জলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিলেন। নিত্যানন্দ, হরিদাস, সীতাদেবী প্রভৃতি যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন; অদ্বৈত ভবন রোদন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল।

কিছুক্ষণ পরে সকলে স্থির হইলে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি অদ্য এই সত্য করিতেছি যে, যদি কেহ এক ক্ষণের জন্য আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি তাহাকে কৃপা করিব। তোমার আশ্রিত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গও আমার অতি প্রিয় হইবে। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যদি কেহ শত শত অপরাধ করে, তাহা হইলেও আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব।"

প্রভুদত্ত বর প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে বলিলেন, "ভগবন্! আমিও তোমার সমক্ষে এই সত্য করিতেছি, যে তোমাকে ভক্তি না করে, সে ব্যক্তি আমার পুত্র হইলেও আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিব, এবং তোমার পাদপদ্মে যাহার ভক্তি থাকিবে, সে চণ্ডাল হইলেও আমি তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিব। তোমাকে অমান্য করিলে কোন রূপে কাহার নিস্তার নাই। কাশীরাজ পুত্র সুদক্ষিণ শিব-আরাধনা করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। রাজা সত্রাজিৎ আরাধনা করিয়া সূর্য্য সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, পরে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া জীবন পরিত্যাগ করে। বলরামের শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিল, কিন্তু তোমার অপ্রিয় হইয়া সবংশে বিনাশ হয়। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে বলশালী হইয়া ত্রিজগতে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না, পরিশেষে তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়া সংহার প্রাপ্ত হয়। দশস্কন্ধ রাবণ আপন মস্তক বলিদানে কঠোর তপস্যা করিয়া হরপার্ব্বতীকে বশীভূত করিয়াছিল, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সবংশে বিনাশ হয়। সহস্র বাহু বাণ রাজা তপস্যা বলে শিব দুর্গাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন আলয়ে রাখিয়াছিল, কিন্তু তোমার অপ্রিয়াচরণ করিয়া তাহার জীবন সংশয় হইয়াছিল, কেবল মহাদেবের প্রার্থনা ক্রমে অসংখ্য বাহু বিহীন হইয়া জীবন মাত্র প্রাপ্ত হয়। সর্ব্ব কারণের কারণ স্বরূপ তোমাকে না ধরিলে কখন কেহ নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইবে না।"

অদ্বৈত আচার্য্যের এইরূপ স্তুতি বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ

বলিলেন, 'তোমরা সকলে পুনরায় আমার এই সত্য প্রতিজ্ঞা মনোযোগ পূর্ব্বক শুন, 'যে কেহ আমার ভজন করিবে আমি তাহার প্রতি কুপিত হইব'। আমার দাসের নিন্দা করিয়া আমার স্তব করিলে উহা আমার অতিশয় অপ্রিয় হইবে। আমার ভক্তের নিকট যিনি অপরাধী হইবেন কোনরূপে তাঁহার শ্রেয়ঃলাভ হইবে না।"

"মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবকে লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যে সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥
তুমিত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ়॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দুক নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায় সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥
বাহু তুলি জগতেরে বলে গৌর ধাম।
অনিন্দুক হই সবে বল কৃষ্ণ নাম॥
অনিন্দুক হইয়ে যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

"ভক্তে ভক্তি বিনা কৃষ্ণ ভক্ত মধ্যে নহে।
স্বয়ং শ্রীমুখে কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে কহে॥"
রঘুভাগবতামৃতে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

"কৃষ্ণ ভক্তি অঙ্গ মধ্যে বৈষ্ণব সেবন।
প্রধানাঙ্গ হয় নাহি জানে মূঢ় জন॥
বৈষ্ণব ছাড়িয়া মাত্র কৃষ্ণেরে ভজয়।
ভক্ত মধ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণে যদি নাহি ভজে বৈষ্ণব ভজয়।
তথাপি শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণ প্রিয় হয়।"

ভক্তমালঃ—

তথাহি লঘু ভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি শিব বাক্যং।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎপরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥"

হে দেবি পার্ব্বতি! সর্ব্ব দেব দেবীর আরাধনা হইতে বিষ্ণু আরাধনা শ্রেষ্ঠ, এবং বিষ্ণু আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তের আরাধনা সমধিক শ্রেষ্ঠ।

"অতএব বৈষ্ণব চরণে লও মতি।
ইহা বিনে সেই কৃষ্ণ পদে নহে রতি॥
লবণ বিহনে হেন ব্যঞ্জনের স্বাদ।
তেন মত ভক্ত বিনে ভক্তি পড়ে বাদ॥

ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ণব চরণ।
মদ মোহ ছাড়ি লহ একান্ত শরণ॥
দন্তে তৃণ করি মুঞি করি নিবেদন।
বৈষ্ণব গোসাঞি দেহ চরণ শরণ॥" ভক্তমালঃ—

গৌরাঙ্গ কএক দিবস শান্তিপুরে বাস করিয়া, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং হরিদাস এই তিন জন সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্ত মণ্ডলী প্রভুর আগমন সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চরণ বন্দনা করিলেন। ভক্তগণ এতদিন ক্ষুণ্ণ মনে দিন যাপন করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রাণ সর্ব্বস্ব প্রভুকে পাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল চিত্তে কীর্ত্তন রসে মগ্ন হইলেন।

এক দিবস মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও গদাধরাদি পারিষদ্ সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে (নবদ্বীপের অন্তর্গত স্থান বিশেষ, যথায় বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ বাস করিতেন) উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে একজন অধ্যাপক বাস করিতেন। দেবানন্দ আপন বাটীতে বসিয়া ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় মহাপ্রভু সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে উহা শ্রবণ করিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত একজন জ্ঞানবান্ এবং সুশান্ত ব্যক্তি হইলেও তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা প্রভুর মনোমত না হওয়ায় তিনি বলিলেন, "এই ব্যক্তি ভাগবতের মর্ম্ম কিছুমাত্র অবগত নহে, কেবল বৃথা আলোচনা করিতেছে কেন? ভাগবত কৃষ্ণের দেহ স্বরূপ, উহাতে চারি বেদের সার তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ভক্তিহীন ব্যক্তির ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার অধিকার নাই"।

"দৈবে প্রভু ভক্ত সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্বভূত হৃদয় জানয়ে সর্ব্বতত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥
সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ দধি ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবত কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥
ভাগবত তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

"অহং বেদ্মি শুকোবেত্তি ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তিবা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতকে শাসনছলে ভাগবত মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া প্রভু পার্ষদগণের সহিত বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ ব্যতীত অপর সকলেই মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রভাব জানিতে পারিয়া একে একে তাঁহাকে দর্শন জন্য আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহই নগরবাসিগণ নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন।

গৌরাঙ্গ নদীয়াবাসিগণকে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "ভাই সকল! তোমাদিগকে কিছু হিতোপদেশ দিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এখন হইতে তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণগুণ গান করিতে আরম্ভ কর। কৃষ্ণনাম ব্যতীত কলিজীবের আর কোন গতি নাই। অহরহ কৃষ্ণ নাম লইবে এবং তাঁহার গুণগান করিবে। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, ভক্তি পূর্ব্বক নাম লইলে আর তোমাদিগকে ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ নাম, এই দুই এক বস্তু, কিছুমাত্র ভেদ নাই, এইরূপ অভেদ জ্ঞানে নাম লইলে কৃষ্ণ তোমাদিগকে কৃপা করিবেন।"

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র; আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিলাম। তোমরা আলস্য ত্যাগ করিয়া অহরহ এই মহামন্ত্র জপ কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই নাম লইতে কোন প্রকার বিধি নিষেধ নাই; শয়নে, উপবেশনে, গমনে এবং ভোজনাদি সময়েও এই নাম লইতে পারা যায়।"

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্য মুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ॥"

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

"এই 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি নামরূপ মহামন্ত্র জপ করিবে, এবং দশ পাঁচ জন একত্র হইয়া বাটীর দ্বারে বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিবে। যথা ;—

"হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

"সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মেলি কর গিয়া ঘরে॥
প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস।"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

মহাপ্রভুর নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নগরবাসিগণ আপন আপন বাটীতে মৃদঙ্গ করতাল ও শঙ্খ বাজাইয়া নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচারিত হইলে, বিদ্বেষিদিগের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

দৈবযোগে এক দিবস নবদ্বীপের কাজি পথ দিয়া যাইতেছিলেন ; মৃদঙ্গ ও করতালের শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এইরূপ গোলযোগ করিতেছে?" সংকীর্ত্তন বিদ্বেষিগণ

অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ' নিমাই পণ্ডিত আপনার দেশ ছারখার করিল। আপনি জানিতে পারেন না, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত ও তাহার অনুগত লোক সকল প্রত্যহই এইরূপ গোলমাল করিয়া থাকে। আমরা নিবারণ করিলে উহারা গ্রাহ্য করে না। আমরা আশঙ্কাক্রমে এতদিন আপনাকে কোন কথা বলিতে সাহস করি নাই, কিন্তু এক্ষণে নিমাই পণ্ডিত যেরূপ বাড়াবাড়ী আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আপনি কোনরূপ প্রতিকার না করিলে আমাদিগের বাস করা ভার হইবে। উহারা রাত্রিতে নিদ্রা যায় না, সারারাত্রি চীৎকার শব্দ করিয়া আমাদিগকেও নিদ্রা যাইতে দেয় না। একদিন দুইদিন নহে, নিত্য ঐরূপ গোলযোগ করিলে অপরাপর গৃহস্থ সকল কিরূপে উহা সহ্য করিবে ?"

কাজির আদেশে তাঁহার লোকেরা 'ধর ধর' বলিয়া অগ্রসর হইলে নগরবাসী ভক্তগণ চারিদিকে পলায়ন করিলেন। কাজির লোকেরা যাঁহাকে যাঁহাকে ধরিতে পারিল, তাঁহাদিগকে শাস্তি দিতে ছাড়িল না; মৃদঙ্গ ও করতাল প্রভৃতি যাহা দেখিতে পাইল, সমুদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এইরূপ নানাবিধ অত্যাচার করিয়া অবশেষে কাজি হুকুম দিলেন, "এইবার আমি ক্ষমা করিলাম, কিন্তু পুনরায় এইরূপ অন্যায় কর্ম্ম করিলে অপরাধীদিগের জাতি নষ্ট করিব।"

কাজির শাসনে নগরবাসী ভক্তগণ সংকীর্ত্তন রহিত করিলেন। মহাপ্রভু ভক্ত মুখে কাজির অত্যাচারের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া বলিলেন, "কাজির এতবড় স্পর্দ্ধা যে, সে আমার প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন বন্ধ করে? অদ্য সমুদয়

নগরবাসীকে কহিয়া আমি স্বয়ং সংকীর্ত্তন করিতে বাহির হইব, দেখি কাজি আমার কি করে? আমার এই আদেশ নগরে প্রচারিত কর। কৃষ্ণ তাঁহার ভক্তগণকে কিরূপে রক্ষা করেন, যাঁহারা ইহা দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি অদ্যকার সংকীর্ত্তনে যোগ দিবেন। আমি যখন সকলের অগ্রে থাকিব, তখন কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই; সকলেই অদ্য অপরাহ্নে এক একটী দীপ হস্তে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে আসিবেন।"

মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "অদ্য যেরূপ সংকীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা সকলে শ্রবণ কর। এক সম্প্রদায়ে অদ্বৈত আচার্য্য নৃত্য করিবেন এবং অপর সকলে গান করিবেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে হরিদাস নৃত্য করিবেন এবং অপর সকলে গান করিবেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত নৃত্য করিবেন।" চতুর্থ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া নিত্যানন্দের দিকে চাহিলে, তিনি বলিলেন "প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তোমা ছাড়া হইয়া নৃত্য করিতে পারিব না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে আমার উৎসাহ হয় না।" নিত্যানন্দের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাল, তুমি আমার নিকটেই থাকিবে।" অনন্তর গদাধর. মুরারি, বক্রেশ্বর, জগদীশ, গোপীনাথ, গঙ্গাদাস, গোবিন্দানন্দ, রামাই, চন্দ্রশেখর, বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য্য ও শুক্লাম্বর প্রভৃতি অসংখ্য পার্ষদ ও ভক্তগণকে বিভাগ ক্রমে নৃত্য করিতে উপদেশ করিলেন।

গোধূলী সময় উপস্থিত হইলে লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর আদেশ

মত দীপ হস্তে লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিল। প্রভু প্রফুল্ল চিত্তে সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া সংকীর্ত্তন নিমিত্ত সম্প্রদায় বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া নদীয়াবাসী সকলে শোক তাপ ভুলিয়া চারিদিক হইতে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক একত্রে হরিধ্বনি করিলে ঐ মঙ্গল ধ্বনিতে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর গৌরাঙ্গের আদেশে সকলে দীপ প্রজ্বলিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

"আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কত লঞা
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হঞা॥
তবে হরিদাস কৃষ্ণ সুখের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণ সুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস॥
এই মত ভক্তগণ আগে নাচি যায়।
সবারে বেড়িয়া গায় এক সম্প্রদায়॥
সকল পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর॥
* * * * *
গঙ্গা তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥

বা▪কোনা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমলিয়া ॥
লক্ষ কোটি মহা দীপ চতুৰ্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুৰ্দ্দিকে হরিবলে ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

সংকীৰ্ত্তন রসে মগ্ন হইয়া কাহারও বাহ্য জ্ঞান নাই, গৌরাঙ্গ যে দিকে নাচিতে নাচিতে যাইতেন, সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দিকে যাইতেন। কাজিকে কৃপা করিতে মনন করিয়া গৌরাঙ্গ কাজির বাড়ী অভিমুখে চলিলেন; ভক্তগণের কেবল গৌরাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য ছিল, তাঁহারা প্রভুর অনুসরণ করিলেন।

কাজি কীৰ্ত্তন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হুকুম অমান্য করিয়া পুনরায় কে কীৰ্ত্তন করিতেছে, জানিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কাজির প্রেরিত লোক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, লক্ষ লক্ষ লোক দীপ হস্তে তাহাদিগের অভিমুখেই আসিতেছে।

সকলের মুখে "মার্ কাজিকে, ধর কাজিকে বই",— আর অন্য কথা ছিল না; কাজির লোক ঐ কথা শুনিবামাত্র ভীত হইয়া ত্বরায় আসিয়া কাজিকে সাবধান করিয়া দিল।

গৌরাঙ্গের সহিত অসংখ্য লোক ছিল, সকলে কাজির বাটীতে আসিয়া নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। কেহ কেহ কাজির ফুলের বাগান ভাঙ্গিতে লাগিল, কেহ কেহ ঘর দুয়ার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "কই, আজ কাজি কোথায় পলায়ন করিল? এখন

একবার আমাদের কাছে আসুক দেখি?" কেহ কেহ বলিল, "কাজি যেমন আমাদের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছে, আজ আমরা তাহার তদনুরূপ শাস্তি দিব। "অনন্তর গৌরাঙ্গ সকলকে সান্ত্বনা করিয়া কাজিকে আহ্বান জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

"তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্য লোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা॥
দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলেন আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কেমত॥
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

কাজির নম্রতা দেখিয়া মহাপ্রভু যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মামা, তোমার নগরে আমরা এইরূপ বাদ্য কোলা-

হল করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু তোমার শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও তুমি কি জন্য আমাদিগকে নিবারণ করিতেছ না?” কাজি বলিলেন, “তুমি একটু নির্জ্জন স্থানে চল, আমি তোমাকে সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি।” প্রভু বলিলেন, “এই সমুদয় আমার অন্তরঙ্গ ব্যক্তি অতএব তুমি নিঃসঙ্কোচে সকলের সাক্ষাতে বলিতে পার। তখন কাজি বলিলেন, “আমি এক দিবস নগর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি লোক মৃদঙ্গ করতাল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিতেছে, দেখিয়া আমার ক্রোধ জন্মিল; অনন্তর আমি হুকুম দিলে, আমার লোক সকল যাইয়া উহাদিগকে মার ধর করিল এবং মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিল। ঐ দিবস রাত্রিতে এক অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আসিয়া আমার প্রতি তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। ঐরূপ ভীষণ মূর্ত্তি আমি আর কখন দর্শন করি নাই। উহার মনুষ্যের ন্যায় কলেবর এবং সিংহের ন্যায় বদন; আমার উপর লাফ দিয়া পড়িয়া আমার বক্ষস্থলে নখ বসাইয়া দিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করত বলিল, ‘তুই আমার সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়াছিস, অতএব আজ তোকে সংহার করিব।’ আমি অতিশয় ভীত হইয়া কাঁপিতে থাকিলে ঐ মূর্ত্তি আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, আজ আমি তোকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু পুনরায় ঐরূপ কার্য্য করিলে তোকে সবংশে নাশ করিব।’ সেই অবধি তোমার হরি সংকীর্ত্তনের ঠাকুরকে আমার ভয় হইয়াছে।”

ইতি মধ্যে আবার কয়েকজন লোক তোমার বিরুদ্ধে নালিস করিতে আসিয়াছিল। তাহারা বলিল, “তুমি সারা রাত্রি অনেক লোক সঙ্গে করিয়া কোলাহল কর, তাহাতে সকলের

নিদ্রা হয় না।” আমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম, “তোমরা আপন আপন বাটী যাও, আমি নিমাই পণ্ডিতকে নিষেধ করিয়া দিব, তিনি তোমাদিগকে আর বিরক্ত করিবেন না।”

তদনন্তর কাজি গৌরাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “লোকে তোমাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকে অতএব আমিও তোমাকে ঐ নামে ডাকিতে ইচ্ছা করি। আমি শুনিয়াছি যে হিন্দুদিগের নারায়ণ ঠাকুর সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ; তোমাকে সেই নারায়ণ বলিয়া আমার অনুমান হয়।”

“হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও হেন লয় মোর মন॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজিরে ছুঁইয়া॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র।
পাপ ক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র॥
হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্॥
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এইরূপ কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥
প্রভু কয় এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥

কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরি ধ্বনি॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।
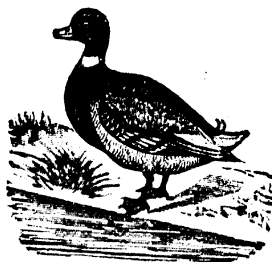
প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজিকে উদ্ধার করিয়া নবদ্বীপে শান্তি স্থাপন করিলে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রহিল না। এ পর্য্যন্ত কাজির ভয়ে কেহই প্রাণ খুলিয়া সংকীর্ত্তন করিতে সাহস করেন নাই, এক্ষণে কীর্ত্তন বিঘ্নস্বরূপ সেই কাজি ও তাঁহার অনুচর বৃন্দ গৌরাঙ্গের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে, ভক্তগণ মনের সাধ মিটাইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। একবার কাজির শাসনে সংকীর্ত্তন সংকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, পুনরায় নবোদ্যমে নগরবাসী ভক্তগণের ঘরে ঘরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে বিদ্বেষীদিগের দারুণ হিংসা জন্মিল; উহারা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সর্ব্বস্থানে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক গৌরাঙ্গের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এক দিবস গৌরাঙ্গ গোপীভাবে মুগ্ধ হইয়া ব্রজ গোপীদের

নাম লইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় এক জন টোলের ছাত্র (১) আসিয়া বলিল, "পণ্ডিত! তুমি গোপী গোপী বলিয়া কাঁদিতেছ কেন? গোপী বলিয়া কাঁদিলে কোন ফল লাভ হইবে না; যদি কাঁদিতে হয় তবে কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ।" গৌরাঙ্গের তখন বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না, তিনি ঐ পড়ুয়ার প্রতি কুপিত হইয়া এক গাছি লাঠী হস্তে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। পড়ুয়া প্রহার ভয়ে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল, এদিকে ভক্তবৃন্দ যাইয়া প্রভুকে শান্ত করিলেন।

নিমাই পণ্ডিত একজন পড়ুয়াকে মারিতে গিয়াছিলেন, এই কথা নগরে প্রচারিত হইলে পণ্ডিত মণ্ডলী মহা জল্পনা আরম্ভ করিলেন। একজন বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিতের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে," কেহ বলিলেন, "পাঁচ জনে খোসামোদ করিয়া উহাকে নষ্ট করিল," অপর একজন বলিলেন, "তাহা নহে, নিমাই পণ্ডিতের বড় অহঙ্কার হইয়াছে, তাই প্রতি কথায় লোককে মার ধর করিতে যান্। আমাদের শরীরে কি সামর্থ্য নাই? আমরা কি গ্রামের কেহ নহি? পুনরায় যদি নিমাই পণ্ডিত কাহাকেও মারিতে যান, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিব।"

গৌরাঙ্গ লোকমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন; অনন্তর নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, একটি গোপনীয় কথা তোমাকে বলিতেছি

(১) ইনিই পরে কালী মূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া আগমবাগীশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রবণ কর। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যদি গৃহে থাকি, তাহা হইলে পাতকী উদ্ধার হইবে না। আমাকে সামান্য আশ্রমী জ্ঞান করিয়া নিন্দা করত লোকে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হইতেছে। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে আমার প্রতি কাহার আর বিদ্বেষ ভাব থাকিবে না, তখন সকলেই আমার উপদেশ গ্রহণ করিবে।

"ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে॥
যেরূপ করাহ তুমি সেই হইব আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥
ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

প্রভু একান্তই গৃহত্যাগ করিবেন, জানিতে পারিয়া নিত্যানন্দ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; শচী দেবীর ভাবনাই, তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত করিল। অনন্তর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি আর তোমাকে কি বিধান দিব, তুমি স্বেচ্ছাময় প্রভু, যাহাতে তোমার প্রীতি হয় তুমি তাহাই অবশ্য করিবে; আমাদিগের কষ্ট হইবে বলিয়া কি করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বিধি, তুমি সর্ব্ববিধি নিষেধের অতীত।"

মহাপ্রভু প্রফুল্লচিত্তে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া গদাধর

ও মুকুন্দ দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। গদাধর প্রভুকে দেখিবামাত্র প্রণামান্তে বলিলেন, "ঠাকুর, আজ তোমাকে কেমন এক রকম দেখিতেছি কেন? তোমার অদ্যকার ভাব দেখিয়া আমার মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শঙ্কা জন্মিতেছে। তোমার সংবাদ সমুদয় মঙ্গল ত?"

গৌরাঙ্গ তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিতেই আসিয়াছিলেন, এক্ষণে গদাধর কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি আর গৃহে বাস করিব না, শীঘ্রই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।" গদাধর ঐ কথা শুনিবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রভো, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে আমি সাহস করি না, কিন্তু তুমি গৃহত্যাগ করিলে আইর (শচীদেবীর) কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? আর আমরাই বা তোমাকে না দেখিয়া কি করিয়া জীবন ধারণ করিব? অতএব জীবন বিরহে দেহের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? আমরা তোমার চক্ষে দেখি, তোমার মুখে আহার করি এবং তোমার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া পথ চলিয়া থাকি, এক্ষণে জীবনের জীবনস্বরূপ তোমাকে না দেখিলে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। আমরা তোমাকে বই আর কাহাকেও জানি না, তুমিই আমাদিগের সর্ব্বস্ব ধন; যদি নিতান্তই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে আরও কিছুদিন আমাদিগকে লইয়া কীর্ত্তনাদি কর, পরে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, করিও।"

"শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর॥

অন্তরে দুঃখিত হই বলে গদাধর।
যতেক অদ্ভুত প্রভু তোমার উত্তর ॥
শিখা সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থে তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই ॥
মাথা মুড়াইলে প্রভু কিবা কর্ম্ম হয়।
তোমার যে মত এ বেদের মত নয় ॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী বধের ভাগী হবে ॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছে তুমি তাঁর প্রাণ ॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরে প্রীত নয়।
গৃহস্থে সে সবার প্রীতের স্থলি হয় ॥
তথাপিও মাথা মুড়াইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করে চলে যাও ॥
এই মত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
শিখা সূত্র ঘুচাইব বলিলা আপনে ॥
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়য়ে কারু নাহি রহে জ্ঞান ॥ শ্রীচৈঃ ভাঃ—

গদাধরের সহিত মুকুন্দের অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল; প্রভু তাঁহার নিকট হইতে গমন করিলে পর তিনি ছুটিয়া মুকুন্দের নিকট যাইয়া বলিলেন, যথাঃ—

"প্রাণের মুকুন্দহে, আজি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ।

ইহা ত না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আছি বসি।
নিঝরে নয়ন ঝরে, বুক বাহি ধারা পড়ে,
মলিন হইয়াছে মুখ শশী ॥
দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আনচান,
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হইল, তবে মুঞি নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন উত্তর ॥
আমিত বিবশ হইয়া, তারে কিছু না কহিয়া,
ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এইতো কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কাঁদে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া।
গোবিন্দ ঘোষ কয়, ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুঞি যাইব মরিয়া ॥"

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ ভক্তগণ মধ্যে প্রচারিত হইলে সকলেই বিষাদে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল প্রভু তখন তাঁহাদিগকে বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, তোমরা শোক পরিত্যাগ কর। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের নিকটে আছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি তোমাদিগের সঙ্গছাড়া হইয়া থাকি না। তোমরা সকলে আমার প্রিয় পার্ষদ, প্রতি যুগেই তোমরা আমার সহিত মনুষ্য-লীলা করিয়া থাক। এইবারও যুগধর্ম্ম স্থাপন করিয়া কলির

দুর্ব্বল জীব উদ্ধার জন্য তোমরা আমার সহিত আগমন করিয়াছ। তোমরা কেহই সামান্য মনুষ্য নহ, সকলেই আমার নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ। এই কলিযুগে আমি আরও দুইবার আগমন করিয়া কীর্ত্তন প্রচার করিব, তোমরা সকলে তাহাতেও আমার সঙ্গী হইবে।"

"প্রভু বলে তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥
তোমরা বা ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাও আমি তোমা সবারে ছাড়িয়া॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সবা না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥
সর্ব্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তনসুখ রঙ্গে॥
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার।
সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ আমার॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহা সুখে আমা সঙ্গে॥
লোক শিক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তাকর নাশ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

গৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বাটী যাইয়া শচী দেবীকে বলিলেন "মা! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তাহা হইলে তোমাকে একটি কথা বলি।" স্নেহের স্বভাবে মায়ের প্রাণে সর্ব্বদাই পুত্রের নিমিত্ত আশঙ্কা হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গের কথায় শচী দেবী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "নিমাই! তোমাকে আজ এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন? যাঁহারা তোমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন, সেই অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ এবং গদাধর প্রভৃতির সংবাদ ভাল ত? নদীয়া বাসী পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা তোমার বিদ্বেষ করিয়া থাকে, অতএব তাঁহাদিগের কাহার সহিত তোমার কলহ হয় নাই ত? নিমাই! তোমাকে প্রত্যহ যেরূপ প্রফুল্ল দেখিতে পাই, অদ্য সেরূপ দেখিতেছি না কেন?"

গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন "মা, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। নিত্যানন্দ প্রভৃতি আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।" নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, এই কথা শুনিবা মাত্র শচী দেবীর মস্তক ঘূর্ণিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

জননীকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া গৌরাঙ্গ ত্বরায় শ্রীহস্ত স্পর্শে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "মা, তোমার নিকট অদ্য অতি গোপনীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।"

"এই সচরাচর বিশ্ব যে পরম পুরুষের ইচ্ছা মাত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, আমাকেই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরম দেব বলিয়া জানিবে।

এই ব্রহ্মাণ্ড আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, আমাতেই স্থিতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং আমার ইচ্ছা মাত্রেই লয় প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন এবং আমারই নিয়োগ ক্রমে আপন আপন অধিকারে থাকিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা ব্যতীত কেহই আমাকে জানিতে সক্ষম নহেন। আমার অপর মূর্ত্তি নারায়ণ, এই বিশ্ব পালন করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলে যখন অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া ধর্ম্মের হানি হয়, তখন আমি নিজ পার্ষদগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের গতি স্বরূপ হই এইরূপে যুগ ধর্ম্ম স্থাপন জন্য আমি প্রতি যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকি। পূর্ব্ব-কালে এক সময়ে তুমি আমাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে; আমি তোমার তপস্যার প্রীত হইয়া এই বর দিয়াছিলাম যে আমি যখন যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব, তখন তুমিই আমাকে গর্ভে ধারণ করিবে। সেই পর্য্যন্ত যুগে যুগে তুমি আমার জননী হইয়াছিলে এবং এইবারও আমি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কলিযুগে আমি আরও দুইবার আগমন করিব এবং তুমিই আমার জননী হইবে।”

> “আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
> হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
> এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
> তোমায় আমায় কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥
> অমায়ায় এই সব কহিলাম কথা।
> আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্ব্বথা॥” শ্রীচৈঃ ভাঃ

গৌরাঙ্গ এইরূপে সকলকে প্রবোধ দিয়া নিভৃতে নিত্যানন্দকে বলিলেন শ্রীপাদ! আমি এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে নিশ্চয়ই সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। তুমি এই কথা আমার জননী, গদাধর, মুকুন্দ এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্য ব্যতীত অপর কাহাকেও বলিবে না। কাটোয়া গ্রামে শ্রীকেশব ভারতী অবস্থিতি করিতেছেন, আমি স্থির করিয়াছি, তিনিই আমাকে সন্ন্যাস দিবেন।"

শুভাশুভ কোন ঘটনাই কাল প্রতীক্ষা করে না, একদিন দুই দিন করিয়া ঐ সর্ব্বনাশক দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে প্রভু ভোজন করিয়া আপন শয়ন গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইবার সময় দেহের যেরূপ অবস্থা হয়, ঐ রাত্রিতে শচীদেবীরও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল। প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র জন্মের মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, সুতরাং মর্ম্মভেদী যাতনায় মৃতপ্রায় হইয়া শচীদেবী বাটীর দ্বারদেশে পড়িয়া রহিলেন।

রাত্রি চারি দণ্ড অবশিষ্ট থাকিতে গৌরাঙ্গ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, জননী অচেতনাবস্থায় তথায় পতিত রহিয়াছেন। এইবার গৌরাঙ্গের প্রাণ কাঁদিল, তিনি ধীরে ধীরে তাঁহাকে তুলিয়া বসাইলেন। অনন্তর আপনি জননীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কর ধারণপূর্ব্বক অতি করুণস্বরে বলিলেন "মা, আমি অনন্ত কালেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

"শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥

সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি।
চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥
যত কিছু বলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে॥
পৃথিবী স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা কথা॥
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তবে চলিলা সত্বরে॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠ নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

গৌরাঙ্গ কবে গৃহত্যাগ করিবেন, তাহা ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই জানিতেন না, তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখেন, আই বহির্দ্বারে অচেতনাবস্থায় পতিতা রহিয়াছেন। ভক্তদিগের প্রাণ চম্‌কিয়া উঠিল, তাঁহারা কাঁপিতে কাঁপিতে আইকে উঠাইয়া বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট সমুদয় অবগত হইলেন। চারি দিক হইতে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, ভক্ত পরিবার যিনি যথায়

ছিলেন, অবিলম্বে শচী ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা গৌরাঙ্গের দ্বেষ করিতেন, এক্ষণে তাঁহার গৃহত্যাগ সংবাদ পাইয়া তাঁহারাও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং শচী দেবীকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কে কাহাকে প্রবোধ দিবে, গৌর বিরহে সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। নদীয়াবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ক্রন্দন করিতে থাকিলে, বোধ হইল যেন, নদীয়ালক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া গৌর বিচ্ছেদে কাঁদিতেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৌরাঙ্গ শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া আইকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, বিষ্ণু-প্রিয়া দেবী নিদ্রা ভঙ্গে কি করিলেন, তাহা ঠাকুর লোচন দাস বর্ণন করিয়াছেন যথাঃ—

"এথা বিষ্ণু-প্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, উঠিল কাঁদিয়া,
শিরে মারে করাঘাত॥

মুই অভাগিনী,　　　সকল রজনী,
জাগিল প্রভুরে লইয়া ॥
প্রেমেতে বাঁধিয়া,　মোরে নিদ্রা দিয়া,
প্রভু গেল পলাইয়া ॥
কাঞ্চন নগর,　　　গেলা বিশ্বম্ভর,
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন,　　　দগধহে মন,
শচী না পাইল দেখিবারে।"

ভক্তগণ গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতে আসিলে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহা শ্রীবাসু ঘোষ বর্ণন করিয়াছেন। যথা :—

সকল মহান্ত মেলি,　　　সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি,　　　বিষ্ণু-প্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে ॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র,　　　কে শিখাইলে কোন তন্ত্র,
কিবা হইল কিছুই না জানি।
গৃহ মাঝে শুয়ে ছিনু,　　　ভাল মন্দ না জানিনু
কিবা করি গেলরে ছাড়িয়া।
কিবা নিঠুরাই কৈল,　　　পাথারে ভাসায়ে গেল
রহিব কাহার মুখ চাঞা ॥
বাসুদেব ঘোষ ভাষা,　　　শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।

শিরে করাঘাত মারি, ঈশান দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥

গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়া কাঞ্চন নগরে (কাটোয়া) উপস্থিত হইলে, নিত্যানন্দ এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভৃতি সময়মতে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কেশব ভারতী ইতিপূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, সেই সময় গৌরাঙ্গ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন; সুতরাং ভারতীকে এবার আর কিছু জানাইতে হইল না, তিনি গৌরাঙ্গকে দেখিবামাত্রেই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গ ভারতীকে প্রণাম করিয়া সকলের সহিত উপবেশন করিলেন।

"কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনী তীরে ছায়া শীতল সুন্দর॥
তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তি কলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজ পতি যপ ছাড়ে যতি॥
কেহ বলে এ নাগর যেই দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
এসেছেন জননীর পরাণ বধিয়া॥
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি।
দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিল প্রণতি॥
কৃষ্ণ-দাস কর গোসাঞি দেহ ভক্তিবর।
বাসুদেব ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥"

ভারতীকে প্রসন্ন করিয়া গৌরাঙ্গ চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রতি সমুদয় আয়োজনের ভার অর্পণ করিলেন। আচার্য্য রত্ন প্রভুর মেসো, শচী দেবীর ভগিনী-পতি, তিনি ভাবিলেন আমা কর্ত্তৃক এই কার্য্য হইলে আমি বাটী যাইয়া বিষ্ণু-প্রিয়া বধূমাতাকে কি বলিয়া মুখ দেখাইব ? আর শচী দেবীকেই বা কি বলিব ? কিন্তু গৌরাঙ্গের আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারই সামর্থ্য ছিল না, সুতরাং আচার্য্য-রত্ন অগত্যা তাঁহাকে নিয়োগানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইলেন।

গৌরাঙ্গ ১৪০৭ শকের ফাল্গুণী পূর্ণিমা তিথিতে অবতীর্ণ হইয়া ২৪ বৎসর নবদ্বীপে লীলা করেন, এবং ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কেশব ভারতীর নিকট আগমন করিলে কাটোয়া-বাসী নর নারী তাঁহার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "আহা, কেশব ভারতী কোন্ প্রাণে এমন সোণার বরণ যুবা পুরুষকে সন্ন্যাস দিবেন ? আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে যে, এখনই ইহাঁকে ইহাঁর পিতা মাতার নিকট লইয়া যাই। বোধ হয় ইহাঁর পিতা বর্ত্তমান নাই, তাহা হইলে তিনি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, এতক্ষণ এখানে ছুটিয়া আসিতেন।"

সন্ন্যাসের সমুদয় আয়োজন শেষ হইলে গৌরাঙ্গের মস্তক মুণ্ডন করিবার জন্য নাপিতকে আহ্বান করা হইল। নাপিত প্রভুর ভুবনমোহন রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শে সাহস করিল না। অনন্তর গৌরাঙ্গ মধুর বাক্যে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, নাপিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ঠাকুর! তোমাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না ; যে হস্ত

দ্বারা তোমার মস্তক স্পর্শ করিব, সেই হস্ত দ্বারা অপর কাহার পাদস্পর্শ করিলে আমার অনন্ত নরক হইবে, অতএব আমি তোমার মস্তক মুণ্ডন করিতে পারিব না।” তখন গৌরাঙ্গ সেই মধু নাপিতকে বলিলেন, “তুমি অবিলম্বে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা কর, তোমাকে আর কখন ঐ কার্য্য করিতে হইবে না। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার বংশে কখন অন্নকষ্ট থাকিবে না।”

ক্ষৌর কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, গৌরাঙ্গ গঙ্গাস্নান করিয়া ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “কোন মহাজন স্বপ্নে আমাকে একটি মন্ত্র বলিয়া দিয়াছেন, আপনি উহা শ্রবণ করুন।” এই বলিয়া অগ্রে ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিলেন।

“প্রভু কহে স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে।
এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে ॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তারে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা বিস্ময় জন্মিল ॥
ভারতী বলেন এই মহামন্ত্র বর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর ॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিল মহামতি ॥
চতুর্দ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥

পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্প সুন্দর॥''
শ্রীচৈঃ ভাঃ—

''মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে,
বলে দেহ অরুণ বসন ;
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভক্তগণ,
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুই খানি ফালি, ভারতী দিলেন আনি,
আর দিল একটি কৌপিণ।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌরহরি,
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
নিজকর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস,
ব্রজে যেন পাই ব্রজ নাথে॥
এত বলি গৌররায়, উর্দ্ধমুখ করি ধায়,
দিক্ বিদিক্ নাহি মনে।
ভক্ত জনা পাছেপাছে, লোটায়ে লোটায়ে কান্দে,
বাসু ঘোষ হাকান্দ কান্দনে॥''

কেশব ভারতী গৌরাঙ্গকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহার কি নাম রাখিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী বাগ্বাদিনী ভারতী জিহ্বায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' এই ত্রিভুবন বিজয়ী জগন্মঙ্গল নাম ব্যক্ত করিলেন। গৌরাঙ্গ

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, মুখে কেবল এই শ্লোকটি বলিতেছেন, আর যদৃচ্ছা গমন করিতেছেন।

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং, তমোমুকুন্দাংঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥"

শ্রীমদ্ভাঃ ১১ স্কঃ ২৩ অঃ ৫৩ শ্লোকঃ।

প্রভু দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া চলিতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন এবং মুকুন্দ এই তিন জন কাঁদিতে ২ যাইতেছেন। প্রভু প্রথমে বৃন্দাবন অভিমুখে পশ্চিম দিকে যাইতেছিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া পূর্ব্বমুখে ফিরিলেন। তাঁহাকে স্বদেশাভিমুখে ফিরিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ আচার্য্য রত্নকে বলিলেন, "আপনি অবিলম্বে নদীয়ায় গমন করুন; তথা হইতে আইকে এবং ভক্ত বৃন্দকে সমভিব্যাহারে লইয়া শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে যাইবেন, আমি যে কোন প্রকারে হউক প্রভুকে তথায় লইয়া যাইতেছি।"

আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলে ভক্তগণে তাঁহার নিকট প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ অবগত হইয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। ঐসময়ের দুইটি পদ নিম্নে দেওয়া হইল, উহা পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ভক্তগণের হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল।

"কিলাগিয়া দণ্ডধরে, অরুণ বসন পরে,
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।

কি লাগিয়া মুখচাঁদে, রাধা রাধা বলি কাঁদে,
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ ॥
শ্রীবাসের উচ্চরায়, পাষাণ মিলায়ে যায়,
গদাধর না জীয়ে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা,
মুরারির এ দুই নয়নে ॥
সকল মহান্ত ঘরে, বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে,
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন,
কি লাগি ত্যজিল তার লেহ ॥
কিকব দুঃখের কথা, কহিতে মরমে ব্যথা,
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবা নিশি নাহি জানি, বিরহে আকুল প্রাণি,
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া ॥"

হেদেরে নদীয়া বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরা চাঁদেরে ফিরাও ॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে চাহিয়া দিবে প্রেম দেখিয়ে কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ন পুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া ॥

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহ মধ্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন; তিনি স্থির করিলেন, "এইবার আমি পথের কাঙ্গালিনী হইলাম, আমার সমুদয় জীবনের সুখ চির-কালের জন্য ফুরাইল।"

"কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতি তলে।
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে,
একা মুই এ ভুবনমণ্ডলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী এড়ি,
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, জানকী লইয়া সাথ,
তবে সে করিল বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলেন তা সবারে প্রাণে॥
চাঁদ মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার স্মরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥"

বিষ্ণু প্রিয়া দেবী যখন জানিতে পারিলেন কাটোয়ায় যাইয়া প্রভু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বিলাপ করিয়া কি বলিতেছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীবাসু ঘোষের একটি পদ আছে। যথা:—

"এ নব যৌবন কালে, মুড়াইয়া চাঁচর চুলে,
না জানি সাধিল কোন্ সিদ্ধি।
কি ছার পুরাণ সে, পশুবৎ পণ্ডিত যে,
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস দিল বিধি॥
অক্রূর আছিল ভাল, রাজ বোলে লয়ে গেল,
রাখিল সে মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায়, তাহাতে সম্বাদ পায়,
ভারতী করিল দেশান্তরী॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, মরমে বেদনা পায়া,
ধরণীরে মাগয়ে বিদার।
বাসুদেব ঘোষ কয়, মো সমান পামর নয়,
তবু হিয়া বিদরে আমার॥"

গৌরাঙ্গ গৃহ ত্যাগ করিলে তাঁহার শত শত ভক্ত প্রত্যহ আইকে সান্ত্বনা করিতে যাইতেন। এ দিকে মালিনী দেবী অন্যান্য ভক্ত মহিলাদিগকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বদাই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং আইকে শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক ভক্ত পরিবার রাত্রিতেও প্রভুর গৃহে বাস করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও আই এক দণ্ডের জন্যও সঙ্গ ছাড়া থাকিতেন না বটে, কিন্তু যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কোন বাধা বিঘ্ন মানেনা, সেইরূপ অতিভীষণ গৌর বিরহানল ভক্তগণের বিবিধ সান্ত্বনা-বাক্য এবং সদয় ব্যবহারে প্রশমিত না হইয়া জীবনের সহিত তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময়ের একটি পদ, যথা :—

"যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবা নিশি পিয়ে গোরা নাম সুধাধনি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥
প্রবোধ করিলে কেহ কহে তারে কথা।
প্রেম দাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥"

প্রভু পশ্চিম দিক ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে চলিতেছেন, পথে কতকগুলি রাখাল বালক তাঁহাকে দেখিয়া 'হরি বোল হরি বোল' বলিতে লাগিল। বালকদিগের মুখে 'হরি বোল' শুনিয়া প্রভু তখনই তাহাদিগের নিকটে যাইলেন, তৎপরে তাহাদিগের মস্তকে শ্রীহস্ত অর্পণ করিয়া বলিলেন, "ভাই সকল, তোমরা আমাকে হরি নাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে।" এই অবকাশে নিত্যানন্দ প্রভু তাহাদিগকে শিখাইয়া রাখিলেন যে, "প্রভু তোমাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলে, তোমরা তাঁহাকে গঙ্গাতীরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিবে।"

"তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন॥
শিশু সব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

নিত্যানন্দ বালক দিগকে শিক্ষা দিয়া আপনি সেই পথে অগ্রসর হইলেন, অনন্তর গৌরাঙ্গ তথায় আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি কোথায় যাইবে?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার সঙ্গে বৃন্দাবন যাইব।" তখন প্রভু কহিলেন, "বৃন্দাবন আর কত দূরে আছে, বলিতে পার?" নিত্যানন্দ ভাগীরথীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখ! শ্রীযমুনা দেখা যাইতেছে।" প্রভু গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গাকে যমুনা বোধে স্তব করিতে লাগিলেন।

"চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ,
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবৎব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেম ধাত্রী,
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৫ অং, সপ্তমাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং)

প্রভু যমুনা স্তব পাঠ করিয়া স্নান করিলেন। ইতি মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য নৌকাযোগে তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আপনি স্নান করিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় কৌপীন বহির্বাস নাই দেখিয়া এই আমি আপনার জন্য ঐ সকল লইয়া আসিলাম, পরিধান করুন।"

অদ্বৈত আচার্য্যকে দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপে জানিলে যে, আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি?'

"তুমিত আচার্য্য গোসাঞি এথা কেনে আইলা,
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা॥" শ্রীচৈঃ চঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য বলিলেন, "প্রভো, তুমি যথায় অবস্থিতি করিবে সেই স্থানই বৃন্দাবন ; অদ্য আমার শুভাদৃষ্ট ক্রমে তুমি গঙ্গাতীরে আগমন করিয়াছ, এ যমুনা নহে।" তখন মহাপ্রভু বুঝিলেন, যে নিত্যানন্দই তাঁহাকে ছলনা করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।

"প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা এক ধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিম ধারে গঙ্গা বহে তাহে কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

প্রভু কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধান করিলে, অদ্বৈত আচার্য্য বলিলেন, "অদ্য চারি দিবস তুমি উপবাসী আছ, অতএব কৃপা করিয়া আমার বাড়ীতে চল, অদ্য তথায় ভিক্ষা করিবে।" এই বলিয়া সকলে প্রভুকে অগ্রে করিয়া নৌকারোহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈত আচার্য্য বাটী আসিয়া দেখিলেন, সীতা দেবী সমুদয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। গৌরাঙ্গ তাঁহার অতি প্রিয় ভক্ত হরিদাস এবং মুকুন্দকে আচার্য্য গৃহে উপস্থিত দেখিয়া প্রীত চিত্তে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর ভোজনের সময় হইয়াছে দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভুকে বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

"আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পিঁড়ীর উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দুহাঁরে॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ॥
আচার্য্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি॥
আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর॥
প্রভু বলে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥
আচার্য্য বলে নীলাচলে খাও চৌয়ান্ন বার।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার॥

তিন তিন জনার ভক্ষ্য পিণ্ড তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন॥
এত বলি জল দিল দুই গোসাঞির হাতে।
হাসিয়া লাগিল দুহেঁ ভোজন করিতে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

ভোজন সমাপন করিয়া মহাপ্রভু বাহিরে আসিয়া বসিলেন; ক্রমে এক জন দুইজন করিয়া শান্তিপুর বাসী সকলে তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করিতে আরম্ভ করিল। অপরাহ্নে অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী লোকারণ্য হইয়া গেল, বাটীতে স্থান না হওয়ায় অনেক লোক গৌরাঙ্গের ভুবন মোহন রূপ দর্শনাভিলাষে পথে দাঁড়াইয়া রহিল! সন্ধ্যা অতীত হইল, তথাপি লোকের ভিড় কমিল না দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন! আচার্য্যের আদেশমতে মুকুন্দ এই পদটি গাইতে লাগিলেন, যথাঃ—

"কি কহিব রে সখি আজ আনন্দ ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥"

মুকুন্দের মধুর গীত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অধৈর্য্য হইলে, মুকুন্দ অপর একটি পদ আরম্ভ করিলেন, যথা—

"হাহা প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জ্বরে॥ ধ্রু॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঞি।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাঞি॥"

"বোল বোল বলে প্রভু আনন্দ বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেত নাচিয়া॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে॥
পঞ্চদিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম॥
তবুত না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া॥
আচার্য্য গোসাই তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করান শয়ন॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

পরদিন প্রাতঃকালে চন্দ্রশেখর আচার্য্য শচীদেবীকে দোলা-রোহণ করাইয়া নবদ্বীপের ভক্তগণ সমভিব্যাহারে অদ্বৈত ভবনে আগমন করিলেন। মহাপ্রভু জননীকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইলে, শচী দেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া নয়ন নীরে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

প্রভু জননীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, "মা, তুমি কি নিমিত্ত কাঁদিতেছ? আমি পূর্ব্বে যেমন তোমার ছিলাম, এক্ষণে তেমনি তোমারই আছি। আমার এই দেহে যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন আমি তোমার সেই নিমাইই থাকিব, তবে তুমি কি দুঃখে কাঁদিতেছ? আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার সহস্র সহস্র শিষ্য সর্ব্বদা

তোমার সেবা করিবে, তোমাকে কখন কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না। এক্ষণে আমি আর গৃহে যাইতে পারিব না, কিন্তু তুমি সর্ব্বদাই আমার সংবাদ পাইবে এবং সময়ানুসারে আমার দর্শন পাইবে।"

গৌরাঙ্গ এইরূপে জননীকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রাণসম ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ভক্তগণ জীবন সর্ব্বস্ব প্রভুকে পাইয়া আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; অনন্তর প্রভু একে একে প্রত্যেক ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্যের আগ্রহে মহাপ্রভু তাঁহার বাটীতে দশ দিবস বাস করিয়া ভক্তবৃন্দ লইয়া কীর্ত্তনাদি করিলেন। তৎপরে সকলে এক মত হইয়া শচীদেবীর সম্মতিক্রমে তাঁহাকে নীলাচলে বাস করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রভুর নীলাচলে অবস্থান অবধারিত হইল বটে, কিন্তু ভক্তগণ যে হৃদয়সর্ব্বস্ব ধনকে এক দণ্ড না দেখিলে প্রলয় জ্ঞান করেন, তাঁহার সুদীর্ঘকাল বিচ্ছেদ কি প্রকারে সহ্য করিবেন, এই চিন্তা তাঁহাদিগের হৃদয় ব্যথিত করিল।

প্রভু সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "তোমরা প্রতিবৎসর আমাকে দেখিতে যাইবে, ইহা ব্যতীত তোমাদের ইচ্ছা হইলে আমিও মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এখানে আসিব। অদ্বৈত আচার্য্য প্রতিবৎসর তোমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া নীলাচল যাইবেন। ক্ষণে তোমরা আমাকে হৃষ্ট চিত্তে বিদায় দাও, আমি আর অধিক দিন এখানে থাকিব না।" তদনন্তর প্রভু জননীর অনুমতি লইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও

প্রদক্ষিণ করতঃ, নিত্যানন্দ জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত এই চারি জন মাত্র সঙ্গে লইয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

"নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি যোড় হাত।
আচার্য্য প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাৎ॥
জননী প্রবোধ কর ভক্ত সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হইলে কার না রহিবে প্রাণ॥
এতবলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবর্ত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু নীলাচল চন্দ্রের শ্রীমুখ দর্শন জন্য ব্যাকুল চিত্ত হইয়া ছত্রভোগ পথে গমন করিলেন। ঐ সময় বাঙ্গালার যবন অধিপতির সহিত কটকের রাজার বিবাদ চলিতেছিল, এই কারণে নীলাচলের পথ বড় নিরাপদ ছিল না; কিন্তু কোন প্রকার বিঘ্নই নবদ্বীপ চন্দ্রের গতি রোধ করিতে সমর্থ হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভৃতি চারি জন ভক্ত সমভিব্যাহারে নিরাপদে রেমুণায় পৌঁছিলেন। তথায় ক্ষীর চোরা গোপীনাথের বিস্ময়কর ভক্তবাৎসল্যের কথা স্মরণ হওয়ায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গোপীনাথের পাণ্ডাসকল প্রভুর অলৌকিক মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্তবৃন্দের সহিত অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলে প্রভু সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোপীনাথের 'অমৃত কেলি' নামে ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে ; সেই অপূর্ব্ব প্রসাদের উল্লেখ করিয়া প্রভু ভক্ত দিগকে কহিলেন, "গোপীনাথের যে জন্য ক্ষীর চোরা নাম হইয়াছে সেই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ কর।"

"একদা ত্রিলোক পূজ্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় গোপীনাথের ক্ষীর ভোগ দেখিয়া পুরী মনে মনে ভাবিলেন এই ক্ষীরের আস্বাদন জানিতে পারিলে আমি বৃন্দাবনে যাইয়া গোপালের জন্য এইরূপ ভোগের ক্ষীর ব্যবস্থা করি। বৃন্দাবনে গোপালের সেবা মাধবেন্দ্র পুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, সুতরাং সেবা সমাধানের ভার তাঁহারই হস্তে অর্পিত ছিল।

অযাচিত বৃত্তি মাধবেন্দ্র পুরীর ক্ষীর আস্বাদনের ইচ্ছা হইলেও তিনি কাহার নিকটে উহা ব্যক্ত করিলেন না। ক্ষীর ভোগ হইয়া গেলে আরতি আরম্ভ হইল; মাধবেন্দ্র আরতি দর্শন করিয়া প্রেমার্দ্র চিত্তে গোপীনাথ চরণে প্রণাম করিয়া মন্দিরের বাহিরে গমন করিলেন।

ভক্তবৎসল গোপীনাথ ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য পূজরীদিগকে মোহিত করিয়া এক কটরা অমৃত কেলি ক্ষীর আপন পীতধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিলেন। তদনন্তর পূজারী নিদ্রিত হইলে, তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "এক কটরা ক্ষীর আমি ধড়ার অঞ্চলে রাখিয়াছি, উহা লইয়া এখনই মাধবেন্দ্র পুরীকে প্রদান কর। মাধবেন্দ্র পুরী গ্রামের হাটচালায় বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, তুমি তথায় যাইয়া তাঁহাকে ঐ ক্ষীর দিয়া আইস।"

"নিজ কৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন।
স্বপ্নে ঠাকুর আসি বলিলা বচন॥
উঠহ পূজারী কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায়॥
মাধব পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া॥
তাহাকেত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥" শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু বলিলেন, "পরম দয়াল গোপীনাথ ভক্তাগ্রগণ্য মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া ছিলেন বলিয়া সর্ব্বলোকে উহাঁকে তদবধি ক্ষীর চোরা গোপীনাথ" বলিয়া থাকে। প্রভুর কথা সাঙ্গ হইলে পূজারী বার কটরা ক্ষীর প্রসাদ আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। প্রভু তাঁহাদিগের জন্য পাঁচ কটরা মাত্র রাখিয়া অপর সাত কটরা পূজারীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। গৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত সেই রাত্রি গোপীনাথের মন্দিরে কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। রেমুণা ও কটক এই উভয় স্থানের মধ্যস্থলে যাজপুর গ্রামে শ্রীবরাহ বিগ্রহ আছেন; মহাপ্রভু তথায় একরাত্রি যাপন করিয়া তৎপরে কটকে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীসাক্ষী গোপাল দর্শন করিয়া প্রভু যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। নিত্যানন্দ ইতিপূর্ব্বে যখন তীর্থ পর্য্যটন করেন, সেই সময় গোপালের বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পৃষ্ট হওয়ায় সেই সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নিত্যানন্দ বলিলেন, "একদা দুই জন ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে তীর্থ দর্শনে বহির্গত হয়েন। তাঁহারা উভয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, অন্য ব্যক্তি যুবা পুরুষ। যুবক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের বিস্তর সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, এই জন্য বৃদ্ধ এক দিবস গোপালের মন্দিরে যুবা ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, 'আমি গোপালকে সাক্ষী রাখিয়া এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, 'তুমি তীর্থ পর্য্যটন কালে আমার যেরূপ শুশ্রূষা করিলে, আমি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। আমরা উভয়ে বাটী পৌঁছিলে ঐ শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে।'

তদনন্তর উভয়ে বাটী পৌঁছিলে বড়বিপ্র তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উক্ত বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ছোট বিপ্রের কৌলীন্য মর্য্যাদা ছিল না বলিয়া বড় বিপ্রের পুত্রেরা বিবাহে সম্মতি দিল না। বড় বিপ্র গোপালের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে উক্ত সত্য রক্ষা করিতে না পারিলে তিনি অপরাধী হইবেন, এই আশঙ্কা করিয়া ছোট বিপ্র গ্রামবাসী কতিপয় ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহাদিগের সাক্ষাতে বড় বিপ্রের পুত্রদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের পিতা বৃন্দাবনে গোপালের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে,আমাকে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিবেন। বড় বিপ্রের পুত্রেরা পিতাকে মধ্যস্থ সমীপে "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই কথা ঠিক স্মরণ হয় না" এইরূপ বলিতে শিখাইয়া দিলে, বৃদ্ধ ঐরূপই বলিলেন।

ছোট বিপ্র যখন বুঝিলেন, বড় বিপ্রকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার অপর কোন উপায় নাই, তখন বলিলেন

"যদি গোপাল আসিয়া সর্ব্ব সমক্ষে সাক্ষী দেন যে বড় বিপ্র তাঁহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইলে তোমাদের আর কোন সন্দেহ থাকিবে কি?"

ছোট বিপ্রের এইরূপ কথায় সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "যদি গোপাল এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে বড় বিপ্র অবশ্য তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।"

"তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥
ব্রহ্মণ্য দেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষ্য দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষ্য নাহি দেই তার পাপ হয়॥
কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবন।
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাহা সাক্ষ্য দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

নিত্যানন্দ বলিলেন, "ভক্তবৎসল গোপাল ছোট বিপ্রের প্রার্থনায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বলিয়া, উহাঁর নাম সাক্ষী গোপাল হইয়াছে।"

মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সেই রাত্রি গোপালের মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে তথা হইতে গমন করি-

লেন। কমল পুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ভার্গ নদীতে স্নান দান পূর্ব্বক নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড রাখিয়া কপোতেশ্বর দর্শন করিতে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। কপোতেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া মহাপ্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দণ্ডের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তদনন্তর আঠার নালার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড চাহিলেন।

নিত্যানন্দ কহিলেন,"দৈববশতঃ দণ্ড গাছি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইহাতে আমি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি.অতএব তোমার যেরূপ ইচ্ছা. আমাকে সেই মত দণ্ড দাও।" মহাপ্রভু ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,"তোমরা আমার যেরূপ হিতৈষী, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছি, এক গাছি দণ্ড মাত্র সম্বল ছিল, তাহাও তোমরা রাখিতে দিলে না? ভাল, হয় তোমরা অগ্রে যাও, না হয়, আমি অগ্রে যাই আমি তোমাদের সহিত একত্রে আর যাইব না।"

"মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু তুমি যাহ আগে।
আমি সব পাছে যাব না যাব তোমার সঙ্গে।
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি॥
ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তিহোঁ কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া ক্রোধে তিহোঁ এহোত দোষায়॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

মহাপ্রভু সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন

করিবামাত্র প্রভু ভাবাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বাহ্যশূন্য হইয়া অনেক ক্ষণ পড়িয়া থাকিলে জগন্নাথের পড়িছা প্রভুকে সচেতন করিতে উপক্রম করিল। দৈবযোগে সেই সময় বাসুদেব সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুকে তদবস্থ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আপন লোক দ্বারা বাটী লইয়া গেলেন। গৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপ এবং অলৌকিক প্রেম বিকার দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অতি যত্ন পূর্ব্বক পবিত্র শয্যোপরি রক্ষা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর অনেক পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহারা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে মহাপ্রভুর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাকে শ্রীমন্দিরে দেখিতে না পাওয়ায় সকলেই চিন্তিত হইয়া সংবাদ লইতেছেন, এমন সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্য তথায় আগমন করিলে মুকুন্দ দত্ত তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন।

"নদীয়া নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহোঁ প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা॥

মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তার হইল বিস্ময়॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

গোপীনাথাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, মুকুন্দ তাঁহাদিগের নীলাচল আগমন বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিয়া বলিলেন, "আমি মনে মনে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিলাম, দৈবযোগে তাহাই ঘটনা হওয়ায় যে, কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমরা লোকমুখে শুনিলাম যে মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া আবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অগ্রে না দেখিয়া আমরা জগন্নাথ দর্শন করিতে পারিব না, অতএব তুমি আমাদিগকে সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে লইয়া চল।"

মুকুন্দ ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি গোপীনাথাচার্য্যের সহিত গমন করিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। তখনও প্রভুর বাহ্য জ্ঞান না হওয়ায় সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে নিজ পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত জগন্নাথ দর্শনে পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণ নীলাচল চন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু তখনও প্রভু আবিষ্ট রহিয়াছেন, দেখিয়া তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন ধ্বনি শ্রবণগোচর হইলে প্রভু ক্রমে ক্রমে চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

"উচ্চকরি করে সবে নাম সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥

হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলী॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু ভক্তগণকে দেখিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; অনন্তর সার্ব্বভৌমের আগ্রহে ভক্তগণের সহিত প্রভু সেই দিবস তথায় প্রসাদান্ন ভিক্ষা করিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে সার্ব্বভৌম গোপীনাথ আচার্য্যকে মহাপ্রভু এবং তাঁহার সঙ্গিগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি নবদ্বীপ বাসী ৺ জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। পূর্ব্বাশ্রমে ইহাঁর বিশ্বম্ভর নাম ছিল, এক্ষণে ইহার গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম রাখিয়াছেন। অপর চারিজন কৃষ্ণচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং সঙ্গী।

"গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম, পদবী মিশ্রপুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহার তাঁর ইহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতা বিশারদের সমাধ্যায়ী এবং জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপের মধ্যে একজন বহুমানাস্পদ ব্যক্তি, ছিলেন, শুনিয়াছি। নবদ্বীপের সম্বন্ধে বিশ্বম্ভর আমার পরমপূজ্য ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার আগমনে আমার বাড়ী পবিত্র হইল। তুমি একে নবদ্বীপবাসী আমার অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, তাহাতে সন্ন্যাসী হওয়ায় সর্ব্বাধিক পূজ্য হইয়াছ। তোমার দর্শনে অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম।"

মহাপ্রভু বিনয়বচনে বলিলেন, "আপনি আমাকেও রূপ কথা বলিবেন না। আপনি সর্ব্বপ্রকারেই আমার পূজনীয়, আমি আপনার অধীন। আপনি বেদান্তাচার্য্য, সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু; আমাকে শিষ্যমধ্যে গণ্য করিয়া যাহাতে আমার ভাল হয়, সেই মত উপদেশ প্রদান করিবেন।" এই রূপ আলাপ পরিচয় সাঙ্গ হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহার মাতৃস্বসার গৃহে তাঁহার বাসা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এক দিবস মুকুন্দ দত্ত ও গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমের নিকট গমন করিলে, তিনি মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "বিশ্বম্ভর দেখিতে যেরূপ রূপবান্, উহাঁর তদ্রুপ গুণও আছে, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এইরূপ যুবা পুরুষ কিরূপে সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন? আমি ইহাঁকে বেদান্ত শুনাইতে ইচ্ছা করিতেছি। বেদান্ত শ্রবণ করিয়া ইহাঁর মন নির্ম্মল এবং জ্ঞানোদয় হইলে তখন অবশ্যই অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করিতে বাসনা হইবে।"

মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বিমর্ষ হইলেন; তদনন্তর গোপীনাথ আচার্য্য কহিলেন, "ওহে ভট্টাচার্য্য, তুমি ভারতবর্ষ মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু গৌরাঙ্গের তত্ত্ব তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই। গৌরাঙ্গকে

সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ বলিয়া জানিবে। তোমার কোন দোষ নাই, কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যে, বিদ্যাদি দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না; কেবল ভগবৎ কৃপাই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। অনুমান ও প্রমাণাদি দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করা কেবল বৃথা শ্রম এবং কালক্ষেপ মাত্র।"

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়ং, প্রসাদলেশানুগৃহীতএবহি।
জানাতিতত্ত্বং ভগবন্মহিম্নোনচান্য একোঽপি চিরংবিচিন্বন্ ॥"

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্ক, ১৪ অ, ২৮ শ্লোকঃ—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥
ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয়ত যাহারে।
সেইত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

তখন সার্ব্বভৌম কহিলেন, "আমি তোমাদিগের সহিত ইষ্ট গোষ্ঠী করিতেছিলাম মাত্র অতএব তোমরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। বিশেষতঃ আমি অশাস্ত্রীয় কোন কথা বলি-নাই, কলিযুগে গৌরাঙ্গ অবতারের কোন প্রসঙ্গই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বম্ভরকে একজন মহা ভাগবত ভিন্ন আমি আর কিছুই বলিতে পারি না।"

গোপীনাথ আচার্য্য পুনর্ব্বার বলিলেন, "ওহে ভট্টাচার্য্য, তোমার মন অতি তর্কনিষ্ঠ, সেই জন্য তুমি শাস্ত্র প্রমাণ দেখিয়াও দেখ না। শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখ। যথাঃ—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্ক, ৫ম অ, ৩০ শ্লোকঃ—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥"

মহাভারত দানধর্ম্মে নবতি শ্লোকঃ –

ভট্টাচার্য্য! তোমাকে আর অধিক প্রমাণ বাক্য কি দেখাইব; আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার প্রতি যখন গৌরাঙ্গের কৃপা হইবে, তখন তুমি তাঁহাকে জানিতে পারিবে, নতুবা সহস্র শাস্ত্র প্রমাণেও তোমার মন ভিজিবে না।"

এক দিবস মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের সহিত জগন্নাথ দর্শন করিয়া তাঁহার বাটীতে গমন করিলে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তুমি কিছু বেদান্ত শ্রবণ কর, ইহাই আমার বাসনা।" মহাপ্রভু বলিলেন, "আপনি আমার পক্ষে যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা আমারও অভিমত হইবে। আপনি গুরু, আমি শিষ্য, অতএব আপনি যাহা অনুমতি করিবেন আমি, অবিচারে তাহা সম্পন্ন করিব।"

ভট্টাচার্য্য বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে, মহাপ্রভু স্থিরভাবে উহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করিয়া কোন প্রকার প্রশ্ন অথবা প্রতিবাদ না করিলে, সার্ব্বভৌম কহিলেন, "ওহে কৃষ্ণচৈতন্য! অদ্য সপ্ত দিবস হইল, তুমি বেদান্ত শ্রবণ করিতেছ, কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একটি প্রশ্নও করিলে না, ইহার কারণ কি?"

মহাপ্রভু বলিলেন, "সূত্রের অর্থ আমি উত্তম রূপ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু আপনার কৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার মন বিকল হইতেছে। আমি আপনার শিষ্য তুল্য, সুতরাং আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদ করা আমার কর্ত্তব্য নহে, এইজন্য প্রশ্নাদি করিতেছি না।"

ব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপনি গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন, অতএব উহা শ্রবণযোগ্য নহে। বেদ বলেন, শ্রীভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, কিন্তু মায়াবাদী ভাষ্যকার কল্পিত ভাষ্য দ্বারা ব্যাসসূত্রকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন।

"স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিতে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

বেদ বলেন, ভগবান স্থূলাতিস্থূল এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। যে সমুদয় শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন, তাহার কারণ কেবল ব্রহ্মের প্রাকৃত ভাব নিষেধ করিয়া চিন্ময়ত্ব স্থাপন করা মাত্র। যথা হয়শীর্ষে:—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং,
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং;
প্রায়োবলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

এই সচরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহা কর্ত্তৃক স্থিতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহাতেই লীন হইবে। অপাদান, করণ এবং অধিকরণ এই তিনটি কারক ব্রহ্মের সবিশেষ চিহ্ন, ইহাই শ্রুতিতাৎপর্য্য। "অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত পদ নাই, তিনি অপ্রাকৃত হস্ত পদাদি সমন্বিত, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে নিত্য নিরাকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু উপনিষদ তাঁহাকে নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আনন্দময় বিগ্রহ বলেন।

"ব্রহ্মশব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্কন্ধে, ১৪অ, ৩১ শ্লোকঃ—

"অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং॥"

অদ্বিতীয় পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আপনার অসীম পাণ্ডিত্য অনুসারে বিতণ্ডা করিয়াও স্বমত স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাপ্রভু বলিলেন, "আপনি মুগ্ধ হইবেন না; শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত বাদ স্থাপন জন্য কল্পিত ভাষ্য দ্বারা ব্যাস সূত্র আচ্ছাদন করিয়াছেন বলিয়া আপনারা বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে সমর্থ হয়েন নাই। এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যেরও কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, কারণ তিনি ভগবানের আদেশ অনুসারে স্বকর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। যথা :—

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে সহস্র নাম কথনে ৬১অ, ৩১ শ্লোকঃ—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেনস্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

তত্রৈব উত্তর খণ্ডে ২৫ অ, ৭ম শ্লোকঃ—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

মহাপ্রভু বলিলেন, "ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ স্বরূপ হয়। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। যথাঃ—

শ্রীমদ্ভাঃ ১ম স্কন্দে, ৭ম অ, ১০ম শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং—

"আত্মারামশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূত গুণো হরিঃ॥"

সার্ব্বভৌম ঐ শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভুকে উহার অর্থ করিতে বলিলে,প্রভু বলিলেন,"আপনি অগ্রে উহার অর্থ করুন, পশ্চাতে আমি যাহা জানি বলিব।" সার্ব্বভৌম অসীম পাণ্ডিত্য প্রতিভায় ঐ শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন। মহাপ্রভু তৎপরে আঠার প্রকার অর্থ করিয়া বলিলেন, "ভগবান, তাঁহার শক্তি এবং গুণ এই তিনের প্রভাব মানব বুদ্ধির অতীত। যত প্রকার সাধ্য সাধন আছে সকলের উপরেই ঐ তিনের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুকদেব এবং সনকাদি মুনিগণ উহার প্রমাণ স্বরূপ; কোন প্রকার উদ্দেশ্য না থাকিলেও

উহঁারা কেবল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি এবং গুণের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্লোক ব্যাখা শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন, তাঁহার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। প্রভু তখন ভট্টাচার্য্যকে কৃপা করিতে মনন করিয়া নিজ রূপ প্রকাশ করিলেন।

"নিজ রূপ প্রভু তারে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন॥
দেখাইল তারে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশী মুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি পড়ি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥"
শ্রীচৈঃ চঃ—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ
শিক্ষার্থ মেকঃ পুরুষঃ পুরাণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধি র্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ,
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠ মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যাকার॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পাদপদ্মে বিক্রীত হইলেন, আর তাঁহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা রহিল না। মহাপ্রভু কি বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এক বারে দিশেহারা হইয়া কেবল অগাধ অনন্ত গৌরাঙ্গ-প্রেম-সিন্ধুতে ভাসিতে লাগিলেন।

“সার্ব্বভৌম হইলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

সার্ব্বভৌমের বৈষ্ণবতা দেখিয়া গোপীনাথাচার্য্য আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন; অপর সকল ব্যক্তি মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞান করিয়া আন্তরিক ভক্তি সহকারে তাঁহার শরণ লইলেন। সার্ব্বভৌম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে বিশ্বাস করায় সাধারণ লোকের আর কোন প্রকার বিচার করিবার আবশ্যকতা হইল না; সকলে অবিচারে গৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। স্পর্শমণি লৌহকে স্পর্শ দ্বারা সুবর্ণ করিলে যেমন তাহার গুণ পরিজ্ঞানে অনুমান বা যুক্তির প্রয়োজন হয় না, অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর ভক্ত হইলে, তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে আর কাহারই বিচারের প্রয়োজন হইল না।

"এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম মিলন ॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
জ্ঞান কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন ॥
শ্রদ্ধায় চৈতন্য লীলা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

"ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্র ধীঃ
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু ১৪৩১ শকে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তৎপরে নীলাচলে আসিয়া ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাস বাস করেন। ১৪৩২ শকের প্রারম্ভে তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে মনন করিয়া ভক্তগণের নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ভক্তবৃন্দ এই ভাবী প্রভু বিচ্ছেদ মনে করিয়া বিকল হইলে, তিনি বলিলেন, "আমার অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া দক্ষিণে গিয়াছিলেন, অতএব আমি একবার একাকী তাঁহার অনুসন্ধান না করিয়া কোনরূপে স্থির থাকিতে পারিতেছি না।"

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বিশ্বরূপের অনুসন্ধান ছল করিয়া দক্ষিণ দেশ

উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইলে, নিত্যানন্দ বলিলেন, "প্রভু, যদি তুমি একান্তই দক্ষিণ ভ্রমণ করিতে বাসনা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে সমভিব্যাহারে লও। আমি দক্ষিণের তীর্থপথ সমুদয় অবগত আছি ; অতএব আমাকে সঙ্গে লইলে তোমার কোন প্রকার কষ্ট হইবে না।" প্রভু বলিলেন, "আমি নর্ত্তক এবং তুমি সূত্রধার, তুমি যেরূপে নাচাও আমি সেই মত নাচিয়া থাকি। আমি সন্ন্যাস করিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম, তুমি পথ ভুলাইয়া আমাকে অদ্বৈত ভবনে লইয়া গেলে। নীলাচলে আসিতে পথে আমার দণ্ড গাছটি ভাঙ্গিয়া নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলে। এবার আমি একাকী পর্য্যটন করিব, কাহাকেও সঙ্গে লইব না।"

একাকী গমনে মহাপ্রভুর দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া নিত্যানন্দ কহিলেন, "যদি নিতান্তই একাকী ভ্রমণ করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, আমার অনুরোধে এই কৃষ্ণদাস নামে বিপ্রকে সমভিব্যাহারে লও। তোমার দুই হস্ত সর্ব্বদা নাম জপে আবদ্ধ থাকে, অতএব কৌপীন বহির্ব্বাস এবং জলপাত্র লইয়া যাইবার জন্য একজন লোকের বিশেষ প্রয়োজন।" প্রভু নিত্যানন্দের অনুরোধক্রমে অগত্যা কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, আমার একটি অনুরোধ আছে ; গোদাবরী তীরবর্ত্তী বিদ্যানগর গ্রামে রামানন্দ রায় নামক একজন প্রেমিক বৈষ্ণব আছেন, কৃপা করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বে একবার পরিহাস করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, তাঁহার সমান রসিক ভক্ত জগতে আর

নাই। রামানন্দ রায় রাজমন্ত্রী, অতএব বিষয়ী জ্ঞানে তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না।”

অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

ভবভূতি কৃত বীরচরিতস্যোত্তর চরিতে তৃতীয়াঙ্কে ২৩ শ্লোকঃ।

“বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥”

নিত্যানন্দ প্রভু এবং গোপীনাথাচার্য্য প্রভৃতি আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সমভিব্যাহারে আসিলে, তথা হইতে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন।

“মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্ত্তন॥”

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্য বাক্যং।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষমাং।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহিমাং॥
রামরাঘব! রামরাঘব! রামরাঘব! রক্ষমাং।
কৃষ্ণকেশব! কৃষ্ণকেশব! কৃষ্ণকেশব! পাহিমাং॥"

এই শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পথে যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বলেন ভাই, "হরি হরি বল"; অনন্তর তাহাকে আলিঙ্গন দানে বিদায় দিলে সে ব্যক্তি হরেকৃষ্ণ বলিয়া উন্মত্তপ্রায় নৃত্য করিতে থাকে। অপর যে কেহ ঐ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে তাহারও ঐরূপ দশা ঘটে। এই এক অত্যদ্ভুত উপায়ে হরিনাম প্রচার করিয়া মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে স্থান দিয়া গমন করিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে অতি দূরবর্ত্তী স্থানপর্য্যন্তও নাম স্রোতে ভাসিয়া গেল।

"এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে।
প্রভুকে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু কূর্ম্মতীর্থে উপনীত হইলে তথায় এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বিশেষ ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিলেন। এক রাত্রি

তাঁহার বাটীতে বাস করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে তথা হইতে গমন করিবেন, এমন সময় বাসুদেব নামক একজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিল। কৃপাময় প্রভু ব্রাহ্মণকে কাতর দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন :করিলেন। অপ-রাধী ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ পাইবা মাত্র দিব্য দেহ ধারণ করিয়া অপরিসীম আনন্দের সহিত তাঁহার শ্রীচরণধূলি মস্তকে ধরিল। তৎপরে পুলকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া করযোড়ে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।

"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাঃ ১০স্ক, ৮১অ, ১৫ শ্লোক :—

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতে এই হয় ॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু গমনোদ্যত হইলে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভো আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে অনুমতি কর।" প্রভু তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া

বলিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি, তুমি গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণ ভজন কর, তোমার চিত্ত কখনও বিষয়াকৃষ্ট হইবে না।"

তদনন্তর প্রভু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ক্রমে বহু তীর্থ দর্শন করিয়া প্রভু জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীনৃসিংহ দেবকে দণ্ডবৎ করিয়া প্রেমাবশে নৃত্যাদি করিলেন। তৎপরে অপরাপর অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া গোদাবরী তীরে উপনীত হইলেন। প্রভু গোদাবরীর পরপারে যাইয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক তীরে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, ইতিমধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দোলারোহণে স্নান করিতে আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছিল, প্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইলেন যে, ইনিই রামানন্দ রায়।

রামানন্দ স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন, অনতিদূরে একজন অপূর্ব্ব কান্তিবিশিষ্ট সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন। প্রভুকে দেখিয়া রাম রায়ের বিস্ময় জন্মিল, অনন্তর তাঁহার নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি সার্ব্বভৌমের নিকট তোমার মহত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া অদ্য তোমারই দর্শন মানসে এই স্থানে আসিয়াছি, কিন্তু বিনা যত্নে তোমার সাক্ষাৎ পাইয়া যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলাম।" রামানন্দ বিনীত ভাবে কহিলেন, "ভগবন্, আমি অতি অধম শূদ্র; আপনি যে বেদ বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে স্পর্শ করিলেন, ইহাতেই আমি বুঝিলাম, আপনি কখন সামান্য

ব্যক্তি নহেন। আপনার বাহ্ লক্ষণে আপনাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া অনুমান হইতেছে। অদ্য আপনার অঙ্গ স্পর্শ পাইয়া আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইল।

"মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"

শ্রীমদ্ভাঃ ১০স্ক, ৮অ, ২ শ্লোকঃ—

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"

রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ঐ ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব লক্ষণ দেখিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। অনন্তর রামরায়কে বলিলেন, "আমি উপস্থিত মতে এই ব্রাহ্মণের বাড়ী ভিক্ষা করিতে চলিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার সময় যেন অবশ্য অবশ্য তোমার সাক্ষাৎ পাই। তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা আছে।"

"রায় কহে আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শন মাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তথাপি দণ্ডবৎ করি চলিলা রাম রায়॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু ভোজনান্তে ঐ ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই বিশ্রাম

করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যার সময় রামানন্দ একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। রামানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া উপবেশন করিলে উভয়ে কৃষ্ণ কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রভু। ওহে রায়, তোমার মুখে সাধ্য সাধন তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

রা। ভগবন, আপনি সকলই বিদিত আছেন, তথাপি কৃপা করিয়া যখন এই দাসানুদাসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন ইহা দ্বারা এই অনুমান হইতেছে যে, এই অধমকে কৃতার্থ করাই আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহা হউক আমার যথাসাধ্য, সেই মত প্রকাশ করিতেছি, কৃপা করিয়া দোষ পরিহার করিবেন। শাস্ত্র দৃষ্টে জানা যায় যে, স্বধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক বিষ্ণু আরাধনা করাই পুরুষের কর্ত্তব্য। যথা :—

বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকঃ—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণং॥"

প্রভু। "এহ বাহ্য আগে কহ আর।"

রা। সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। যথা :—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯অ, ২৭ শ্লোক :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥"

প্রভু। "এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

রা। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই বিশিষ্ট ভাব।

যথাঃ—শ্রীমদ্ভাঃ ১১ স্ক, ১১ অ, ৩২ শ্লোকঃ—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাংভজেৎ স চ সত্তমঃ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮ অ, ৬৭ শ্লোকঃ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

প্রভু। "এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

রা। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ভগবদ্গীতা ১৮ অ, ৫৪ শ্লোকঃ—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥"

প্রভু। "এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

রা। জ্ঞান শূন্য ভক্তি সকল হইতে মুখ্য ভাব।

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ স্ক, ১৪ অ, ৩ শ্লোকঃ—

শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনং।

"জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈ স্ত্রিলোক্যাং॥

প্রভু। "এহো হয় আগে কহ আর।"

রা। সর্ব্বশাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তি এবং প্রেমের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন, অতএব প্রেম ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

প্রভু। "এহো হয় আগে কহ আর।"

রা। "দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার।"

শ্রীমদ্ভাঃ ৯স্ক, ৫অ, ১১শ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বচনং ;—

"যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥"

প্রভু। "এহো হয় কিছু আগে আর।"

রা। সখ্য প্রেম সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রভু। "এহোত্তম আগে কহ আর।"

রা। বাৎসল্য প্রেম উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রভু। "এহোত্তম আগে কহ আর।

রা। কান্তাভাবময় প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই।

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ স্ক, ৪৭ অ, ৫৪ শ্লোকঃ গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং।

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥"

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ স্ক, ৩২, অ, ২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পাতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥'

রামানন্দ কহিলেন কৃষ্ণ প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সাধকই আপন আপন ভাবকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন, নচেৎ প্রীতির অভাবে প্রেমলাঘব হইবার সম্ভাবনা আছে। তটস্থলক্ষণ দ্বারা বিচার করিলে প্রেমের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ভগবানকে যিনি যে ভাবে ভজন করিয়া থাকেন, সর্ব্বভাবগ্রাহী ভগবান্ সেই ভাবে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

গীতা ৪ অ, ১১ শ্লোকঃ—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

রামানন্দের প্রমুখাৎ ভজন তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু প্রীতচিত্তে কহিলেন, "রায়, ইহা হইতে আরও কিছু যদি জান, তাহা হইলে আমাকে শুনাও।" রামানন্দ বলিলেন, "প্রভো, যাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, উহা ব্যতীত আমার বুদ্ধি আর অগ্রসর হয় না। মধুর প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, ভগবান সর্ব্বপ্রকার মধুর ভাবেই বশীভূত হইয়া থাকেন।"

"আকাশাদি গুণ যেন পর পরভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ স্ক, ৮২ অ, ৩২ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

"ময়িভক্তির্হিভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

"প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর॥
যেবা প্রেম বিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়॥
এত বলি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥"
শ্রীচৈঃ চঃ—

গীত।

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁকো মিলনে মধ্যেতে পাঁচবাণ॥
অবশোই বিরাগ তুহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥"

এইরূপ কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া রামানন্দ প্রভুকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ কার্য্যে গেলেন, তৎপরে

সন্ধ্যার সময় পুনরায় আগমন করিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রভু। ওহে রায়! আমার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর কর।

রা। আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না; তুমি যেমন বলাইতেছ, আমি তেমনি বলিতেছি।

প্রভু। কোন্ বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রা। "কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।"

প্রভু। "কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।"

রা। "কৃষ্ণ ভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।"

প্রভু। "সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তিগণি।"

রা। "রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী।"

প্রভু। "দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।"

রা। "কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।"

প্রভু। "মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।"

রা। "কৃষ্ণ প্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি।"

প্রভু। "গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম।"

রা। "রাধাকৃষ্ণের প্রেম কেলি যেই গীতের মর্ম্ম।"

প্রভু। "শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।"

রা। "কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।"

প্রভু। "কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।"

রা। "কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ।"

প্রভু। "ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।"

রা। "রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান।"

প্রভু। "সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।"

রা। "শ্রীবৃন্দাবন ভূমি যাঁহা নিত্য লীলারাস।"

প্রভু। "শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।"

রা। "রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণ রসায়ন।"

প্রভু। "উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।"

রা। "শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।"

প্রভু। "মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুহাঁর গতি।"

রা। "স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি।"

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।"

এই মত কথা প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইলে রামানন্দ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিজ কার্য্যে গমন করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আগমন করিয়া কৃষ্ণ কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া রামানন্দ বলিলেন, "প্রভো, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমাকে সন্ন্যাসী প্রায় দেখিতেছি না কেন? তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সমুদয় বিভূতিই তোমাতে লক্ষিত হইতেছে। আরও দেখিতেছি যে, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজ অঙ্গ কান্তিতে তোমার শ্যামতনু আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।"

মহাপ্রভু কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণে তোমার গাঢ় অনুরাগ থাকায়

সর্ব্বত্র তোমার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে। প্রগাঢ় প্রেমের ঐরূপ লক্ষণই বটে।”

“প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

শ্রীমদ্ভাঃ ১১স্ক, ২অ, ৪৩ শ্লোক—
“সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।”

মহাপ্রভুর এইরূপ স্তোক বাক্য শ্রবণ করিয়া রামানন্দ বলিলেন, “প্রভো, অতঃপর আর ছলনা করিও না। আমাকে তোমার একান্ত দাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান কর। আমাকে কৃপা করিতে এখানে তোমার শুভাগমন হইয়াছে, ইহা তুমি স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছ; এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া নিজ মহিমা প্রকাশ কর।”

ভক্তাধীন ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার বিম্বাধরে একটি মধুর হাসির রেখা পড়িল; রামানন্দ দেখিলেন, শ্রীমতী বামে করিয়া গোপীজন বল্লভ ভুবনমোহন রূপে তাঁহার সম্মুখে শোভিতেছেন।

"দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

তদনন্তর মহাপ্রভু রামানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রায়, তুমি যাহা দেখিলে, উহা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। লোকে শুনিতে পাইলে বাতুল বলিয়া উপহাস করিবে।"

'গুপ্তে রাখিহ কাহাঁ না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল।
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

রামানন্দের প্রেমে বশীভূত হইয়া মহাপ্রভু দশ দিবস তথায় অতিবাহিত করিলেন; অনন্তর বিদায় গ্রহণ কালে বলিয়া গেলেন যে, "আমি তীর্থ দর্শন করিয়া শীঘ্রই নীলাচলে যাইব, অতএব তুমিও আর কাল বিলম্ব না করিয়া বিষয় সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া প্রভু এই শ্লোক পাঠ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যথা;—

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহিমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাং॥"

পূর্ব্বের ন্যায় প্রভু যে পথে যাইতে লাগিলেন, তাহার নিকট-বর্ত্তী গ্রামবাসী সকলে হরিনামামৃত পানে উন্মত্ত প্রায় হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ দেশবাসী কৃষ্ণনাম আশ্রয় করিল। যিনি একবার প্রভুকে দেখিলেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইলেন, আবার তাঁহাকে যিনি দেখিলেন বা স্পর্শ করিলেন, তাঁহারও ঐরূপ দশা ঘটিল; এইরূপে সংক্রামক রোগের ন্যায় সমুদয় দক্ষিণদেশে কৃষ্ণনাম প্রচারিত হইয়া পড়িল।

বহুতীর্থ দর্শন করিয়া এবং বিবিধ মতাবলম্বী লোক সকলকে কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়া প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীরঙ্গনাথ চরণে দণ্ডবৎ করিয়া প্রভু নাম কীর্ত্তন করিতেছেন,এমন সময়ে বেঙ্কটভট্ট নামে জনৈক বৈষ্ণব তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটী লইয়া গেলেন। এই সময় চাতুর্ম্মাস্য কাল আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় বেঙ্কট ভট্ট করপুটে কহিলেন, ঠাকুর, আপনাকে এই চারি মাস আমার বাড়ীতে থাকিতে হইবে। আমি আপনার দাসানুদাস, অতএব দাসের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া চিরকৃতার্থ করুন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, যাঁহার

নাম ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, তিনি এই বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টের আন্তরিক ভক্তি ও আগ্রহাতিশয়ে বাধিত হইয়া চাতুর্ম্মাস্য কাল তাঁহার বাড়ীতেই অতিবাহিত করিলেন।

শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে একজন ব্রাহ্মণ নিত্য গীতা পাঠ করিতেন। ব্রাহ্মণের তাদৃশ পাণ্ডিত্য ছিল না, সুতরাং অনেক অশুদ্ধ পাঠও হইত; কিন্তু তাঁহার এই একটী অলৌকিক ভাব ছিল যে, যতক্ষণ পাঠ করিতেন, ততক্ষণ অবিরামে ক্রন্দন করিতেন। অশুদ্ধ পাঠ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণকে অবিরত কাঁদিতে দেখিয়া অনেক লোক তাঁহাকে উপহাস করিতেন। এক দিবস মহাপ্রভু ঐ ব্রাহ্মণকে গীতা পাঠকালে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, গীতার কোন্ শ্লোকের ভাব গ্রহণ করিয়া আপনি রোদন করেন?" ব্রাহ্মণ প্রভুর সুমিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া নির্জ্জনে বলিলেন, "ঠাকুর, আপনাকে সকল কথাই বলা যাইতে পারে, অতএব আমার রোদন কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি গীতা পাঠকালে দেখিতে পাই যে, শ্রীভগবান্ শ্যামতনুছটায় ত্রিভুবন উদ্ভাসিত করিয়া অর্জ্জুনের রথের অশ্বরজ্জু ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। আমি ভগবানের ঐ ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারায় রোদন করিয়া থাকি।"

"প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু পদে ধরি বিপ্র করেন রোদন॥" শ্রীচৈঃ চঃ—

চাতুর্ম্মাস্য কাল অতীত হইলে মহাপ্রভু ভট্টের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা স্থান দর্শন করিয়া প্রভু মহেন্দ্র শৈলে উপনীত হইলেন; তথায় পরশুরাম বন্দনা করিয়া তৎপরে সেতুবন্ধে যাইলেন। তথা হইতে পাণ্ডুদেশ এবং অন্যান্য অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া মল্লার দেশে উপনীত হইলেন। তৎপরে পয়োষ্ণি এবং শঙ্করাচার্য্যের সিংহারি মঠ দর্শন করিয়া মৎস্য তীর্থে গমন করিলেন। তদনন্তর ফল্গু তীর্থ, পঞ্চাপ্সরা তীর্থ, দ্বৈপায়নী তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া পাণ্ডুপুরে উপনীত হইলেন। তথায় মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরীর সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে পরস্পরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন; অনন্তর শ্রীরঙ্গপুরী ঐ স্থানে বিশ্বরূপের অপ্রকটের কথা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। মহাপ্রভু কয়েক দিবস শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত একত্রে বাস করিলেন, অনন্তর তাঁহার অনুমতি লইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। তৎপরে নানা তীর্থ দর্শন করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তথায় সপ্ত প্রাচীন তাল বৃক্ষ দেখিয়া আলিঙ্গন করিবামাত্র বৃক্ষগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল।

"সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল॥
শূন্যস্থল দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥" শ্রীচৈঃ চঃ—

তদনন্তর পম্পা সরোবর এবং পঞ্চবটী দর্শন করিয়া প্রভু কুশাবর্ত্তে গমন করিলেন। তৎপরে সপ্ত গোদাবরী এবং অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শন করিয়া পুনরায় বিদ্যানগরে উপনীত হইলেন। তথায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলালনাথে গমন করিলেন। প্রভুর গমন কালে রামানন্দ বলিয়া দিলেন যে, "আপনি নীলাচলে পঁহুছিলে তাহার দশ বার দিন পরেই আমি তথায় গমন করিব।" প্রভু আলালনাথে পঁহুছিয়া কৃষ্ণ-দাস বিপ্রকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর আলাল নাথে অবস্থিতির সংবাদ পাইবা মাত্র তথায় যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। মহাপ্রভু ভক্ত বৃন্দকে আলিঙ্গন করিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; অনন্তর তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন।

"প্রভু লঞা সর্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা।
পীঠা পানা আদি জগন্নাথ যে খাইলা॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ সম্বাহন॥
প্রভু তারে পাঠাইল ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তার ঘরে রহিলা তার প্রীতে॥

সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থ যাত্রা কথা কহি কৈল জাগরণ॥
প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখি একজন॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল॥
তীর্থ যাত্রা কথা এই কৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন॥
অনন্ত চৈতন্য লীলা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥
প্রভুর তীর্থ যাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেম ধন॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু বিষয়ীর সহিত আলাপ করেন না, অতএব আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ার কোন উপায় দেখিতেছিনা। যাহা হউক, আপনি একবারে হতাশ হইবেন না, মহাপ্রভু কিছুদিন এই স্থানে বাস করিলে যাহাতে আপনি তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, আমি তাহার চেষ্টা দেখিব।" শিখি মাহাতি প্রভৃতি নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সার্ব্বভৌমের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি যদি কৃপা করিয়া প্রভুকে দেখান তাহাহইলেই আমাদিগের আশা পূর্ণ হয়; নতুবা অপর কোন উপায় নাই।" সার্ব্বভৌম সকলকে

আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আগামী কল্য কাশী মিশ্রের বাটীতে প্রভু গমন করিবেন, অতএব তোমরা তথায় উপস্থিত থাকিবে, আমি প্রভুর সহিত তোমাদিগের সকলের পরিচয় করিয়া দিব।"

পরদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত জগন্নাথ দর্শন করিয়া কাশীমিশ্রের বাটী গমন করিলেন। কাশীমিশ্র মহাপ্রভুকে আগমন করিতে দেখিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত তাঁহার শ্রীচরণোপান্তে পতিত হইলেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এই বাড়ী আপনারই, অতএব আপনি যতদিন নীলাচলে থাকিবেন, ততদিন এই বাড়ীতেই বাস করুন। আমাদিগকে আপনার একান্ত আজ্ঞাধীন দাস জানিয়া পদকমলে স্থান দান করিবেন।"

'কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥"

শ্রীচৈঃ চঃ--

তদনন্তর মহাপ্রভু চতুর্দ্দিক নিত্যানন্দাদি পার্ষদগণে বেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ক্রমে ক্রমে নীলাচল বাসী ভক্ত বৃন্দের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন।

'জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসর করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন॥
কৃষ্ণ দাস নাম এই সুবর্ণ বেত্র ধারী।
শিখি মাহাতি নাম এই লিখনাধিকারী॥

প্রত্যুম্ন মিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথের মহা শোয়ার ইহঁ দাস নাম ॥
মুরারি মাহাতি ইহ শিখি মাহাতির ভাই।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণু দাস ইহঁ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥
প্রহর রাজ মহাপাত্র ইহঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি ॥
এসব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্ত ভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥
তবে সবে ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ হঞা।
সবা আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥
হেন কালে আইলা তথা ভবানন্দরায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ ॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাহার মহিমা লোকে কহন না হয় ॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি ॥
রায় কহে আমি শুদ্র বিষয়ী অধম।
তবে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ ॥

নিজ গৃহ বৃত্তি ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে॥" শ্রীচৈঃ চঃ—

এইরূপে নীলাচলবাসী ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর মিলন হইলে তিনি সকলকে আদর পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া সেই দিনের জন্য বিদায় দিলেন। পর দিবস নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া তাঁহার দক্ষিণ ভ্রমণ সঙ্গী কৃষ্ণদাস বিপ্রকে গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণদাস গৌড় দেশে পঁহুছিয়া সর্ব্বাগ্রে নবদ্বীপে শচী দেবীর নিকট যাইয়া মহাপ্রভুর কুশল সমাচার প্রদান করিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণদাসের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার সমীপস্থ হইয়া মহাপ্রভুর শারীরিক কুশল এবং দক্ষিণ ভ্রমণ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, কৃষ্ণদাসের মুখে প্রভুর সমাচার অবগত হইয়া ভক্তবৃন্দের তৃপ্তি হইল না, তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাড়ী গমন করিলেন। আচার্য্য প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর কৃষ্ণদাস মুখে মহাপ্রভুর কুশল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তগণ সকলে একমত হইয়া আচার্য্য প্রভুকে বলিলেন, "প্রভো, আমরা মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি অতএব আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় স্থির করুন। অদ্বৈতাচার্য্য ভক্ত সকলকে মহাপ্রভু দর্শন জন্য একান্ত উৎসুক দেখিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দান পূর্ব্বক নীলাচল গমনের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু নীলাচলে কাশীমিশ্রের ভবনে বাস করিতেন, একদিবস স্বরূপ দামোদর আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। দামোদর নবদ্বীপে মহাপ্রভুর একজন অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, শুদ্ধ ভক্ত নহে, মাতৃস্বস্থ-পুত্র-ভ্রাতা এবং বাল্য কালের পরম বন্ধু; এই জন্যই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, মর্ম্মাহত হইয়া দামোদর কাশী যাইয়া সন্ন্যাসী হয়েন।

"আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥
পুরুষোত্তম আচার্য্য তার নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিহঁ প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞাদিলেন তাঁহারে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে॥
পরম বিরক্ত তেহঁ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণে।
উন্মাদে করিল তিহঁ সন্ন্যাস গ্রহণে॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা সূত্র ত্যাগরূপ।
যোগপট্টনাদিল নাম হৈল স্বরূপ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

স্বরূপ দামোদরকে পাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দের সীমা রহিল না; তাঁহাকে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দামোদর কহিলেন, "প্রভো, আমার অপরাধ ক্ষমা কর ; আমি অতি মূঢ় নতুবা এত দিন তোমার পাদপদ্ম হইতে অন্তরে থাকিব কেন ? তুমি পরম দয়াল সেই জন্য কৃপা করিয়া পুনরায় আমাকে শ্রীচরণ সমীপে লইয়া আসিলে। তৎপরে দামোদর নিত্যানন্দ প্রভুর চরণধূলা মস্তকে ধারণ করিয়া জগদানন্দ প্রভৃতির সহিত যথাযোগ্য আলিঙ্গনাদি করিলেন।

স্বরূপ দামোদর মিলনের কয়েক দিবস পরে ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ, নীলাচলে আগমন করিল। গোবিন্দ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "প্রভো, পুরী গোস্বামীর সিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছে। সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে পুরী গোস্বামী আমার প্রতি আদেশ করেন যে, 'তুমি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সমীপে যাইয়া তাঁহার সেবা করিবে' ; আমি তদনুসারে আপনার নিকট আগমন করিলাম"।

গোবিন্দের কথাবসানে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো, পুরীগোস্বামী শূদ্র সেবক রাখিয়া ছিলেন কেন ?

"প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে॥
স্নেহ সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়।
স্নেহ বশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥

মর্য্যাদা হৈতে কোটী সুখ স্নেহ আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম শ্রবণে ॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল সবার চরণ বন্দন ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ আমার গুরুদেবের ভৃত্য, অতএব আমার সম্মানের যোগ্য; আমি কি প্রকারে উহাঁকে আমার সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি?" সার্ব্বভৌম কহিলেন, "গুরুর আজ্ঞাই সর্ব্বোপরি বলবান; আপনি পুরী গোস্বামীর আদেশানুসারে গোবিন্দকে নিজ সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন; ইহাতে কোন অপরাধ হইবে না।"

"তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকার ॥"

একদিবস মুকুন্দ দত্ত প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "প্রভো, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, যদ্যপি অনুমতি করেন তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া আসি।" মহাপ্রভু বলিলেন, "তিনি আমার গুরু অতএব আমিই তাঁহার নিকট গমন করিতেছি।" মহাপ্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে ভারতী ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন। ভারতীর ঐরূপ বেশ মহাপ্রভুর অনুমোদিত না হওয়ায় ছলনা করিয়া বলিলেন, "কই ভারতী গোস্বামী কোথায়?" মুকুন্দ বলিলেন, "ঐ যে আপনার সম্মুখেই রহিয়াছেন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি কাহাকে

ভারতী গোস্বামী বলিতেছ? তিনি কথনই চর্ম্মাম্বর পরিধান করিবেন না।”

“শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই নাভায় ইহারে॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভলাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্বাস আনাইল জানিয়া অন্তর॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

ব্রহ্মানন্দ বহির্বাস পরিধান করিলে মহাপ্রভু যাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ইনিই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু কাটোয়ার কেশব ভারতী। ভারতী কহিলেন “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কেবল লোক শিক্ষার জন্য তুমি লৌকিক আচার সকল পালন কর সত্য বটে, কিন্তু পুনরায় কথন আমাকে প্রণাম করিওনা। তোমার মহিমা আমি বিশেষ অবগত আছি।” আজ আমার অতি শুভাদৃষ্ট, কারণ আমি অদ্য সচল এবং অচল দুই ব্রহ্ম এক স্থানে দর্শন করিলাম। জগন্নাথ অচল, তুমি সচল; জগন্নাথ শ্যামবর্ণ, তুমি গৌরবর্ণ। কলিযুগে সচল এবং অচল এই দুই মূর্ত্তিতে তুমি জগৎ উদ্ধার করিতেছ। তুমি গৌররূপে জগৎ উদ্ধার করিবে ইহার প্রমাণ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

মহাভারতে দানধর্ম্মে শতাধিকোন ১৪৯ অ, সহস্র নাম্নি ৯১ শ্লোকঃ—

“সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎসমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ॥”

"ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥
গুরু শিষ্য ন্যায়ে শিষ্য সত্য পরাজয়।
ভারতী কহে এ নহে অন্য হেতু হয়॥
ভক্ত ঠাঞি হার তুমি এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন স্বভাব॥
আজন্ম করিনু মুঞি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণ নাম স্ফুরে মুখে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয়ে সতৃষ্ণ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

এক দিবস সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বলিলেন, "প্রভো, যদ্যপি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে রাজা প্রতাপ রুদ্র একবার আপনার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতে আগমন করেন। প্রতাপ রুদ্র জগন্নাথের একান্তভক্ত, তাঁহার চিত্ত বিষয়ীর ন্যায় মলিন নহে।" মহাপ্রভু হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, ঐ প্রকার কথা পুনরায় বলিলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী; আমার পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন বিষ ভক্ষণের তুল্য।"

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীচৈতন্য দেব বাক্যং—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য,
পারং পরং জিগমিষো র্ভবসাগরস্য।

সন্দর্শনং বিষয়িণা মথ যোষিতাঞ্চ,
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥”

প্রভু বলিলেন, “প্রতাপ রুদ্র মহাভক্ত হইলেও আমি রাজ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। সজ্জীভূতা কাষ্ঠনারী দর্শন করিয়াও সময়ে সময়ে মানব চিত্তবিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্য দেববাক্যং ;—

“আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহে মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥”

ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে চারিদিক হইতে নীলাচলে আগমন করিতে লাগিলেন। এক দিবস রায় রামানন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণোপান্তে পতিত হইলে, প্রভু তখনই তাঁহাকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। ভক্তগণ রামানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর স্নেহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

রামানন্দ প্রভুর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, “প্রভো, রাজা প্রতাপ রুদ্র আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণসেবা করিব, এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রাজা আমাকে প্রশংসা করিয়া তখনই আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।”

“আমি কহি আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্য চরণে রহো যদি আজ্ঞা হয় ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥

তোমার নাম শুনি হৈল মহা প্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি বিশেষ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে তার সফল জীবনে॥
পরম কৃপালু তিঁহ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু রামানন্দের প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের সদয় ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর রামানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রায়, তুমি একজন প্রধান কৃষ্ণভক্ত, অতএব রাজা যখন তোমাকে স্নেহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তিনি কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হইবেন।"

তথাহি লঘু ভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে ভক্তামৃতে সপ্তমাঙ্কধৃতং আদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ;—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি শিববাক্যং ;—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥"

মহেশ্বর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে দেবি! সর্ব্বদেবদেবীর আরাধনা হইতে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, এবং বিষ্ণুভক্তের উপাসনা, ভগবানের উপাসনা হইতে সমধিক শ্রেষ্ঠ।

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায়, কেমন জগন্নাথ দর্শন করিলে বল? রামানন্দ বলিলেন, "এখনও জগন্নাথ দর্শন করি নাই, এইবার যাইয়া দর্শন করিব।" প্রভু বলিলেন এইরূপ অন্যায় কর্ম্ম কেন করিলে? জগন্নাথ দর্শন না করিয়া অগ্রে এখানে আসা ভাল হয় নাই।"

"রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি।
যাহাঁ লঞা যায় তাহাঁ যায় জীব রথী॥
আমি কি করিব মন ইহাঁ লঞা আইলা।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈলা॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

রামানন্দ মিলনের কএক দিবস পরেই সংবাদ আসিল যে, গৌড়ের ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসিতেছেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র ঐ সংবাদ পাইয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, প্রভুর গৌড়ের ভক্ত বৃন্দের কিরূপ মিলন হয় আমাকে কোন উপায়ে দেখাইতে হইবে।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমি সকলকে চিনি না অতএব গোপীনাথ আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া আমরা অট্টালিকার ছাদ হইতে দর্শন করিব।"

গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে উপনীত হইলে মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর এবং গোবিন্দ দ্বারা প্রসাদী মালা পাঠাইয়া দিলেন। স্বরূপ দামোদর অগ্রসর হইয়া অদ্বৈত প্রভুর গলায় অগ্রে মালা অর্পণ করিলেন, পশ্চাতে গোবিন্দ যাইয়া দ্বিতীয় মালা দিলেন।

অদ্বৈত প্রভুর সমভিব্যাহারে প্রায় দুই শত ভক্ত গৌড় হইতে গমন করিয়াছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র অট্টালিকার উপরি হইতে তাঁহাদিগের অলৌকিক বৈষ্ণবশ্রী দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

"রাজা কহে দেখি মোর হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর॥
কোটি সূর্য্য সম সব উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাহাঁ নাহি দেখি ঐছে কাহাঁ নাহিশুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই মধুর বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সংকীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা আর কলি হত জন॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং ;—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

রাজা প্রতাপরুদ্র কহিলেন, "যদি শাস্ত্র প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, চৈতন্য দেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তবে পণ্ডিতবর্গ কি জন্য উহা স্বীকার করেন না? সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

কহিলেন, "মহারাজ, ভগবানে বিশ্বাস এবং ভক্তি ইহা ঈশ্বর কৃপা ব্যতীত লাভ হয় না। পাণ্ডিত্য, ভক্তিবিশ্বাসের কারণ নহে। অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও তাঁহার কৃপা দৃষ্টি ব্যতীত উক্ত ভগবদ্দর্শন কখনই সার্থক হইবে না।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং :—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো,
নচান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্॥"

গৌড়ের ভক্তগণ সর্ব্বাগ্রে মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, ভক্তগণ অগ্রে জগন্নাথ দর্শন না করিয়া প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন কেন? আবার দেখিতেছি ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ এবং অপর কয়েকজন যথেষ্ট পরিমাণে প্রসাদ লইয়া যাইতেছে, ইহারই বা কারণ কি? তীর্থে আসিলে অগ্রে ক্ষৌরাদি করিয়া উপবাস করিতে হয়; কিন্তু ইহারা ঐ প্রাচীন বিধি পালন করিবেন না কেন?"

"ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগ মার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম মর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভোজন॥

তাহা উপবাস যাহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগে হয় অপরাধ॥
বিশেষে মহাপ্রভু করে আপনে পরিবেশন।
এতলাভ ছাড়ি কেনে করিবে উপোষণ॥
পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ অন্ন আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয় ছাড়ে বেদ লোক ধর্ম্ম॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১৪শ স্কন্ধে, ২৯ অ, ৪৫ শ্লোকে প্রাচীন বর্হিষং প্রতি নারদ বাক্যং ;—

"যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং॥"

ভক্তগণ মহাপ্রভুর সমীপস্থ হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপরে অপর সকলকে আলিঙ্গন করিলেন, কেবল মুরারি গুপ্ত এবং হরিদাস ঠাকুরকে দেখিতে পাইলেন না।

'মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা॥"

মুরারিকে দেখিবামাত্র মহাপ্রভু আসন পরিত্যাগ করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইলে, মুরারি বলিলেন, প্রভো! "আমাকে

স্পর্শ করিবেন না, আমি আপনার আলিঙ্গনের যোগ্য পাত্র নহি।” মহাপ্রভুর তত্ত্ব মুরারি গুপ্ত নবদ্বীপেই বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার লৌকিক আচারে মুরারি ভুলিলেন না। মহাপ্রভু মুরারির দৈন্য দেখিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। অনন্তর হরিদাসকে আনিবার জন্য লোক যাইলে, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, “আমি অতি নীচজাতি, মন্দিরসমীপে যাইবার আমার অধিকার নাই, সেই জন্য আমি এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছি। মহাপ্রভু যদি কৃপা করিয়া শ্রীমন্দির হইতে দূরবর্ত্তী কোন স্থলে আমার জন্য একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি তথায় পড়িয়া থাকি।”

“হরিদাস কহে আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটামধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাহা পড়ি রহো একলে কাল গোয়াঙ॥”

মহাপ্রভু হরিদাসের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। অনন্তর ভক্তগণকে সমুদ্রে স্নান করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং হরিদাস মিলনে গমন করিলেন।

“মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তনে॥
প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্য গুণে।” শ্রীচৈঃ চঃ

তদনন্তর মহাপ্রভু হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পোত্থানে গমন করিলেন। তথায় একখানি ঘর ছিল, প্রভু হরিদাসকে বলিলেন, "তুমি এই নিভৃত স্থানে থাকিয়া নাম কীর্ত্তন কর, আমি নিত্য আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব। তোমাকে অন্য কোথাও যাইতে হইবে না, আমি প্রত্যহ তোমার জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিব।" ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু পরম দয়াল প্রভু ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের বাসনা পূর্ণ করিয়া আপন আশ্রমে গমন করিলেন।

ভক্তবৃন্দ সমুদ্রে স্নান করিয়া মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে পর্য্যাপ্ত মহা প্রসাদ ভোজন করাইলেন। একে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ তাহাতে মহাপ্রভু পরিবেশক, ভক্তগণ প্রত্যেকে দুই জনের যোগ্য প্রসাদ ভোজন করিয়া ফেলিলেন। ভোজনান্তে মহাপ্রভু স্বহস্তে প্রত্যেক ভক্তকে মাল্য-চন্দন প্রদান করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়া ভক্তগণ আপন আপন বাসায় গমন করিয়া বিশ্রাম করিলেন; অনন্তর সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভু সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া জগন্নাথের শ্রীমন্দির বেড়িয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

"তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলেন নর্ত্তন করিয়া॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়॥
অশ্রু পুলক কম্প স্বেদ গম্ভীর হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার॥

পিচকারি ধারা জিনি অশ্রু নয়নে।
চারিদিগের লোক সব করয়ে সিনানে॥
বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করয়ে কীর্ত্তন॥
চারিদিকে নাচে সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায়॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥
এক সম্প্রদায় নাচে নিত্যানন্দ রায়।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়॥
আর সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদা ভিতর॥
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু মধ্যস্থলে রহিলেন, চারি সম্প্রদায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু চারি সম্প্রদায়ের নৃত্য এককালে নিরীক্ষণ করিতে মনন করিয়া এক ভক্ত মনোরঞ্জন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দাদি চারি জন চারি সম্প্রদায়ের অগ্রে থাকিয়া নৃত্য করিতে ছিলেন, তাঁহারা নৃত্য কালে প্রত্যেকেই দেখিতে পাইলেন যে, মহাপ্রভুর দৃষ্টি তাঁহারই প্রতি রহিয়াছে। উহাঁরা নৃত্য করিতে করিতে যিনি যখন প্রভুর নিকটে আসিলেন, প্রভু তাঁহাকে বাহু বেষ্টন করিয়া

দৃঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া সকলে শ্রান্ত হইলে, প্রভু কীর্ত্তন সমাপন করিতে আদেশ দিলেন।

"এইত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস॥
যেবা ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস॥"

সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তৃষিত চাতক যেরূপ ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া কাতরস্বরে নীরদের নিকট জল প্রার্থনা করিয়া থাকে, গৌড়ের ভক্তবৃন্দও তদ্রূপ গৌরদর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া ছিলেন, এক্ষণে গৌর কাদম্বিনীর সুশীতল প্রেম-বারি-ধারা পান করিয়া আপনারা শীতল হইলেন। আকাশে সময় সময় সোণার বর্ণ মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়, পাঠক অবশ্য উহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; কিন্তু উক্ত মেঘে জল হয় না, যদিও কখন হয়, তাহাও দুই চারি ফোটা মাত্র। গৌরাঙ্গস্বরূপ কণককাদম্বিনী নিরন্তর জলভরে ঢল ঢলায়মান, ইহা হইতে অবিরত প্রেমামৃত ধারার বর্ষণ হইয়া থাকে।

মহাজন কৃত একটি পদ:—

"আইলেন গৌরচন্দ্র, কাদম্বিনী হয়ে।
ভাসাইলেন গৌড় দেশ প্রেম-বন্যা দিয়ে॥

সে মেঘের নিত্যানন্দ পবন সহায়।
যথা নাহি প্রেমবৃষ্টি তথা লয়ে যায়॥
হুড় হুড় গর্জ্জন তাহে শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
সে মেঘে চপলা খেলে গৌরভক্তবৃন্দ॥
নিরুপম মেঘ সেহ কণকের কাঁতি।
মালতীর মালা তাহে বলাকার পাঁতি॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে প্রেমের ভাণ্ডারী।
রেখেছে গৌরাঙ্গ প্রেম স্বর্ণকুম্ভ ভরি॥
ভাসাইল গৌড় দেশ প্রেমবন্যা দিয়ে।
কাঁদে দুঃখী কৃষ্ণদাস বিন্দু না পাইয়ে॥"

নীলাচলে প্রাণের অধিক প্রিয় প্রভুকে পাইয়া ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এদিকে ক্রমে ক্রমে রথ যাত্রার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় মহাপ্রভু একটী অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ করিলেন। তিনি ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, "রথ-যাত্রার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে লইয়া একবার জগন্নাথের শ্রীমন্দির মার্জ্জন করিতে বাসনা করি।" ভক্তগণ প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র সমুদয় আয়োজন করিলেন, অনন্তর তাঁহাকে অগ্রে করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন।

"আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥

গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর সকল মার্জ্জিল।
সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল॥
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন॥
চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু শিখান সবারে॥"
শ্রীচৈঃ চঃ—

শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর ও বাহির সমুদয় স্থান ধৌত করা হইলে, মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর গভীর হুঙ্কার এবং উদ্দণ্ড নৃত্যে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া প্রভু নিরস্ত হইলেন। অনন্তর অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র গোপাল প্রভুর আদেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। গোপাল নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে, কেহই তাঁহাকে চেতন করিতে সমর্থ হইলেন না। পুত্রকে শববৎ নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অদ্বৈতের অন্তরে আশঙ্কা উপস্থিত হইল, তিনি গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন কান্দে সব ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চৈঃস্বর কৈল॥

শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সর্ব্বভক্তগণ।।"

তদনন্তর মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন সমাপন করিয়া ভক্তগণ সমভি-ব্যাহারে সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। ভক্তগণ স্নানান্তে শুষ্ক বসন পরিধান করিলে, সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রভু উদ্যানে গমন করিলেন।

মহাপ্রভু ইতিপূর্ব্বে বাণীনাথকে আদেশ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, এক্ষণে ভক্তগণ উদ্যানে সমবেত হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া, বাণীনাথ প্রায় পাঁচ শত লোকের আহারোপ-যোগী মহাপ্রসাদ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। যথেষ্ট পরিমাণ মহাপ্রসাদ দর্শনে মহাপ্রভু সানন্দে স্বরূপদামোদর এবং জগদানন্দ প্রভৃতি সাত জনের প্রতি আদেশ করিলেন যে, "তোমরা ভক্তগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাও।"

তদনন্তর প্রভু 'হরিদাস,—হরিদাস' বলিয়া ডাকিতে লাগি-লেন। হরিদাস ঠাকুর ঐ উদ্যানের এক প্রান্তেই উপস্থিত ছিলেন, প্রভু তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন বলিয়া করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো, আপনি ভক্তগণের সহিত প্রসাদ অঙ্গীকার করুন; আমি এই সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিবার যোগ্য নহি। সর্ব্ব পশ্চাৎ, গোবিন্দ আমাকে বহির্দ্বারে প্রসাদ আনিয়া দিবেন।" হরিদাসের প্রকৃতি টলিবার নহে। মহাপ্রভু তাঁহাকে আর কিছু বলিলেন না।

ভক্তগণ ভোজনে বসিয়া ঘন ঘন হরি ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর বাম পার্শ্বে উপবেশন

করিয়াছিলেন, প্রভু বাছিয়া বাছিয়া উত্তম দ্রব্যাদি তাঁহার পাতে দেওয়াইতে লাগিলেন।

"সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দেন প্রসাদ প্রভু আজ্ঞা মানি॥
কাহাঁ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার।
কাহাঁ এই পরমানন্দ করহ বিচার॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে ইবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥
কাহাঁ বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গ সুধা সমুদ্র তরঙ্গে॥
প্রভু কহে পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি॥
ভক্ত মহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য এবং নিত্যানন্দ প্রভু, ইহাঁরাও মহাপ্রভুর নিকটে ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন। আচার্য্য প্রভু নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রভু হইতে আমাদের জাতি

ধর্ম্ম সকলি গেল। প্রভু নিজে সন্ন্যাসী, অবধূতের সহিত একত্রে ভোজন করিতে উহাঁর কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা আশ্রমী, আমাদিগকে কি বলিয়া একটা অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিতে অনুমতি করিলেন?"

নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "যাহার নাম অদ্বৈত, তাহার আবার জাতি বিচার কি? যাহার কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই, সকল একাকার, তাহার আবার জাতি কুল ভয় কি জন্য? যে ব্যক্তির ভেদজ্ঞান নাই, তাহার সহিত একপংক্তিতে ভোজন করা যে কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা আর আমি কি বলিব?"

রসিক চূড়ামণি প্রভুদ্বয় বিতণ্ডা করিতে করিতে ভোজন সমাপন করিলেন, অনন্তর মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া সকলে ভোজন শেষে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন।

"গুণ্ডিচা গৃহ মার্জ্জন সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণ ভক্তি হৈল॥"

রথ যাত্রার দিবস মহাপ্রভু প্রত্যূষে স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিবিধ বাদ্য কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছে, পথে দারুণ লোক সংঘট্ট, মহাপ্রভু প্রফুল্ল চিত্তে গোবিন্দ স্মরণ করিয়া রথ সমীপে গমন করিলেন। সুবর্ণ মণ্ডিত রথোপরি জগন্মোহন শোভা পাইতেছেন, দেখিয়া প্রভু মহানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

"সূক্ষ্ম শ্বেত বালু পথে পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥

রথে চড়ি জগন্নাথ করিলা গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥
গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় চলে না চলে কার বলে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

জগন্নাথের ত্রিলোকমোহন হৃদয়াকর্ষক অপরূপ শ্যাম রূপ নিরীক্ষণ করিয়া মহাপ্রভু আনন্দে বিভোর হইলেন। তদনন্তর ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা সম্প্রদায় বিভাগ ক্রমে নীলাচল চন্দ্রের সম্মুখে সংকীর্ত্তন কর।" প্রভুর আদেশ মত নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস এবং বক্রেশ্বর এই চারিজন, চারি সম্প্রদায়ের অগ্রে থাকিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রতি-সম্প্রদায়ে দুইটি করিয়া মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল, এবং ছয় জন গায়ন সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। গায়নদিগের মধ্যে স্বরূপ দামোদর প্রথম সম্প্রদায়ে, শ্রীবাস দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে, মুকুন্দ তৃতীয় সম্প্রদায়ে এবং গোবিন্দ ঘোষ চতুর্থ সম্প্রদায়ে সর্ব্ব প্রধান হইলেন। এতদ্ব্যতীত কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ এক সম্প্রদায় হইলেন, তথায় রামানন্দ এথং সত্যরাজখান নর্ত্তক হইলেন। শান্তিপুরের একটি সম্প্রদায় হইল, তথায় আচার্য্য পুত্র অচ্যুতানন্দ নর্ত্তক হইলেন, এবং খণ্ডের সম্প্রদায়ে নরহরি ঠাকুর ও রঘুনন্দন নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সাত সম্প্রদায়ে সাকল্যে চৌদ্দটি মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল।

"সাত সম্প্রদায় বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল॥
বৈষ্ণবের ঘটামেঘে হইল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দ সব বর্ষে নেত্র জল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জগন্নাথ বলে হস্ত যুগ তুলি॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যান আমারে দয়ায়॥
কেহ লক্ষিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধ ভক্তি॥" শ্রীচৈঃ চঃ—

ভক্তগণ বহুক্ষণ কীর্ত্তনাদি করিয়া ক্লান্ত হইলে, মহাপ্রভু স্বয়ং নৃত্য করিতে মনন করিয়া ঐ সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন। অনন্তর জগন্মোহনের চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া করযোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

পদ্যাবল্ল্যাং ১০৮ অঙ্কধৃত মুকুন্দদেব বাক্যং।—

"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ,
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো,
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ স্ক, ৯০অ, ২৪ শ্লোকঃ—

"জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং।"

পদ্যাবল্যাং ৬৩অঃ ধৃত শ্রীসার্ব্বভৌমোক্ত শ্লোকঃ—

"নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো,
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নোবনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

"এত পড়ি পুনরপি করিল প্রণাম।
যোড় হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান॥"

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অং ১৯অ, ৬৮ শ্লোকঃ—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

স্তব পাঠান্তে প্রণাম করিয়া মহাপ্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ দামোদর এবং মুকুন্দ প্রভৃতি দশজন গায়ন সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভু কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল হইয়া হুঙ্কার সহকারে এরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। প্রভুর ঐরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য কেহ কখন নয়ন গোচর করেন নাই।

রথযাত্রা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল, সকলে

প্রভুর নৃত্য এবং অলৌকিক প্রেম বিকার দর্শন করিয়া এক বারে বিস্মিত হইলেন। প্রভু বিহ্বল চিত্তে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে থাকিলে, বোধ হইল যেন, একটি প্রকাণ্ড স্বুবর্ণ পর্ব্বত স্থান চ্যুত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। প্রভুকে ক্ষণে ক্ষণে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া নিত্যানন্দ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিলেন। অপর ভক্তগণ পরস্পর পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে প্রভুকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র হরিচন্দন নামে জনৈক সভাসদের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিতে ছিলেন, এমন সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিত আবিষ্ট ভাবে ঠিক রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরিচন্দন শ্রীবাসকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া রাজার সম্মুখ হইতে অন্তরে যাইতে বলিলেন। শ্রীবাসের চিত্ত মহাপ্রভুর প্রতি আবিষ্ট ছিল, স্বুতরাং হরিচন্দনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। হরিচন্দন পুনরায় শ্রীবাসকে স্পর্শ করিবামাত্র, শ্রীবাস বিরক্ত ভাবে তাঁহাকে একটি চপেটাঘাত করিয়া পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিতে লাগিলেন।

"নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে তেহোঁ ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হঞা তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥

ভাগ্যবান্ তুমি ইহার হস্ত স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

জগন্নাথের রথ ক্রমে ক্রমে বলগণ্ডি সমীপে উপনীত হইল। ঐ স্থানে জগন্মোহন অগ্রে নানাবিধ ভোগ অর্পণ করিবার প্রথা আছে। রাজা, রাজমহিষী, রাজকর্ম্মচারিগণ, নীলাচলবাসী লোক সকল, এবং যত যাত্রী জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, সকলকেই বলগণ্ডি সমীপে জগন্নাথ উদ্দেশে ভোগ অর্পণ করিতে হয়।

“রাজা রাজমহিষী বৃন্দ পাত্র মিত্রগণ।
নীলাচল বাসী যত ছোট বড় জন॥
নানা দেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাহাঁ করে সমর্পণ॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে উদ্যানের বনে।
যেই যাহা পায় লাগায় নাহিক নিয়মে॥

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছিলেন, এক্ষণে রথ প্রয়াণ স্থগিত হইলে তিনি বিশ্রাম করিবার জন্য উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্যান মধ্যে যাইয়া এক একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। পুষ্প কানন মধ্যে একখানি ঘর ছিল, মহাপ্রভু শ্রমাপনোদন উদ্দেশে তথায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজা প্রতাপ রুদ্র বৈষ্ণব বেশে তথায় গমন করিয়া প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবাবেশে

ছিলেন, রাজা পাদ সম্বাহন করিতে করিতে রাসলীলার শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্ক, ৩১ অ, ১০ শ্লোকঃ—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃহ্ণন্তি যে ভূরিদাজনাঃ॥"

এই শ্লোক শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর অন্তরে উল্লাস জন্মিল, অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

"ভূরিদা ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে ইহঁ হয় কোন্ জন॥
পূর্ব্ব সেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল॥
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল॥
প্রভু বলে কে তুমি করিলা মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কারে না কহিবে এই নিষেধ করিল॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

জগন্নাথ বলগণ্ডি স্থানে ভোগ দর্শন করিলে, রাজা পুনরায়

রথ চালাইতে অনুমতি করিলেন। সর্ব্বাগ্রে যাত্রিগণ রথের কাছি ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতে রথ চলিল না। তৎপরে রাজার আদেশে মল্লগণ যাইয়া রথ টানিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহারাও কৃতকার্য্য হইল না। মল্লগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও রথ চালাইতে না পারায়, চারিদিকে হাহাকার রব পড়িয়া গেল। রাজা প্রতাপ রুদ্র বিশেষ চিন্তিত হইয়া রথ টানিবার জন্য মত্ত হস্তী নিযুক্ত করিলেন। হস্তী সকল অঙ্কুশাঘাতে কাতর হইয়া চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল, কোন প্রকারেই রথ চালিত করিতে সমর্থ হইল না। তদনন্তর মহাপ্রভু হস্তিসকলকে অপসৃত করিতে আদেশ করিয়া, আপনার অনুগত ভক্তবৃন্দকে রথরজ্জু ধারণে অনুমতি করিলেন, এবং স্বয়ং রথের পশ্চাতে যাইয়া মস্তক দ্বারা রথ স্পর্শ করিয়া রহিলেন।

"ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায়।
আপনে চলিল রথ টানিতে না পায়॥
আনন্দে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বহি আর নাহি শুনি॥
নিমিষেতে গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোক চমৎকার॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এইমত কোলাহল লোকে করে ধন্য॥
দেখিয়া প্রতাপ রুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥

পাণ্ডু বিজয় তবে করে সেবক গণে।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসনে॥
সুভদ্রা বলরাম নিজ সিংহাসনে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

রথযাত্রা শেষ হইয়া গেলে গৌড়ের ভক্তগণ কার্ত্তিক মাসের উত্থান দ্বাদশী পর্য্যন্ত নীলাচলে বাস করিলেন। অনন্তর এক দিবস মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে লইয়া নিভৃতে কি পরামর্শ করিয়া ভক্তগণকে দেশে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। সকলকে বলিয়া দিলেন যে, "প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসিবে।" অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি, তুমি গৃহে যাইয়া আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি দান করিবে।" নিত্যানন্দকে বলিলেন, "তুমি গৌড়ে যাইয়া অবিচারে হরি নাম বিতরণ করিবে। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার সঙ্গ ছাড়া নহি, তোমার নৃত্যকালে আমি অলক্ষিতে থাকিয়া নৃত্য দর্শন করিব।" শ্রীবাস পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমার বাটীতে সংকীর্ত্তন-সময়ে আমি প্রত্যহ গমন করিয়া নৃত্য করিব, তুমি ব্যতীত অপর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না।" তদনন্তর মহাপ্রভু শ্রীবাস হস্তে শচীদেবীর জন্য বস্ত্র এবং মহাপ্রসাদ অর্পণ করিয়া বলিলেন, "জননীর পাদপদ্মে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে যে, তাঁহারই কৃপায় আমি নীলাচলে বাস করিতেছি, তিনি যেন আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন।"

মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে আরও বলিলেন যে, "তুমি

জননীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিবে, আমি নিত্যই তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইয়া থাকি, তিনি ভাবাবেশে উহা সত্য বলিয়া বোধ করেন না। এক দিবস জননী বিবিধ প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া নারায়ণ উদ্দেশে অর্পণ পূর্ব্বক, আমাকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে, আমি তথায় গমন করিয়া সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলাম। জননী শূন্য পাত্র দেখিয়া অনুমান করিলেন, বিগ্রহ গোপাল ঐ সমুদয় অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়াছেন।"

"এই মত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠায় রোদন॥
তাঁর প্রেমে আনি আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে সুখ মানে তিঁহ বাহ্যে নাহি মানে॥
এই বিজয়া দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রীতি॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

কুলীনগ্রামবাসী গুণরাজ খান কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নামক গ্রন্থে এক স্থানে লিখিত ছিল "নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ;" প্রভু ঐ কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত গ্রামবাসী সত্যরাজ খান প্রভৃতিকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণে তোমাদিগের যেরূপ প্রীতি, তাহাতে তোমাদিগের নিকট আমি বিক্রীত রহিলাম জানিবে। শ্রীকৃষ্ণে যাহার প্রীতি আছে, তাহাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।"

"গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।
"তাহাঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

তদনন্তর সত্যরাজ খান করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো, আমি গৃহস্থ, সুতরাং সর্ব্বদাই বিষয় সংসর্গে থাকিতে হয়; আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি, কৃপা করিয়া তাহার উপদেশ প্রদান করুন।"

মহাপ্রভু বলিলেন, "গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে যাহা মঙ্গলপ্রদ, তাহা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। গৃহস্থ ব্যক্তি প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণ এবং বৈষ্ণব সেবা করিবে, এবং নিরন্তর হরি-নাম কীর্ত্তন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বিগ্রহ, এবং ভক্ত এই তিনে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অতএব কৃষ্ণের সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া তাঁহার ভক্ত এবং বিগ্রহের সেবা করিলে অচি-রেই কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। কৃষ্ণের নামও তাঁহা হইতে অভেদ; ভগবানের অনন্ত শক্তি তাঁহার নামে অর্পিত আছে। অতএব প্রীতিপূর্ব্বক নিরন্তর নাম কীর্ত্তন করিলে, সর্ব্বদা ভগবৎ সঙ্গই হইয়া থাকে। নিরন্তর ভগবানের সহিত বিহার করা যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য, নিরন্তর তাঁহার নাম কীর্ত্তন করাও সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।"

হরিভক্তি বিলাসস্য ১১শ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনং;—

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ॥"

সত্যরাজ খান কহিলেন, "প্রভো, আপনার কৃপায় অদ্য মনুষ্য জন্ম সফল জ্ঞান করিলাম। আপনি বৈষ্ণব সেবা করিতে বলিলেন, কিন্তু কিরূপে বৈষ্ণব নির্ণয় করিব, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।"

"প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গে ফল করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

পদ্যাবল্যাং ১৮ অঙ্কধৃত শ্রীধর স্বামিকৃত শ্লোকঃ—

"আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা,
মাচণ্ডাল মমুকলোকঃ সুলভোবশ্যশ্চ ভক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে,
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥"

মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে খণ্ডবাসী ভক্তগণ এবং অপর সকলকে বিবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া, আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী,

স্বরূপ দামোদর এবং জগদানন্দ প্রভৃতি দশজন প্রভুর নিকটে রহিলেন।

এক দিবস সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আয়োজন করিলেন। প্রভু স্নানান্তে ভট্টাচার্য্যের বাড়ী গমন করিলে ভট্টাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া দিব্যাসনে উপবেশন করাইলেন। মহাপ্রভু ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে সার্ব্বভৌমের অমোঘ নামে জামাতা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "একজন ব্যক্তি দশ বার জনের যোগ্য এই সমুদয় অন্ন ব্যঞ্জন কিরূপে ভোজন করিবে?" প্রভু অমোঘের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের হৃদয়ে ঐরূপ কর্কশ কথা সহ্য হইল না। সার্ব্বভৌম জামাতাকে তিরস্কার করিয়া তখনই বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং আত্মনিন্দা করিয়া মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি অমোঘের কথা শুনিয়া কি জন্য আপনাকে নিন্দা করিতেছ। তুমি কোনরূপে নিন্দার যোগ্য নহ। অমোঘ বালক, তাহার কথায় আমার কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব হয় নাই।"

ভোজন সমাপন করিয়া প্রভু আশ্রমে গমন করিলেন, কিন্তু সার্ব্বভৌম সস্ত্রীক উপবাস করিয়া রহিলেন। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখন অমোঘের মুখ দর্শন করিবেন না। কন্যাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমার স্বামী মহাপ্রভুকে নিন্দা করিয়া পতিত হইয়াছে, অতএব তাহাকে পরিত্যাগ কর। স্বামী পতিত হইলে

তাঁহাকে পরিত্যাগ করা যায়, শাস্ত্রে এইরূপ বিধি আছে। যথা;—

স্মৃতি বচনং ঃ—

"পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ।"

অমোঘ, ভট্টাচার্য্যের বাটী হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাইয়া রহিল। পর দিবস প্রাতঃকালে অমোঘ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "এইবার দৈব আমার সহায় হইয়া অনুকূল কার্য্য করিয়াছেন। ভগবানের নিকট অপরাধী হইলে, তাহার ফল অবিলম্বে পাওয়াই কর্ত্তব্য। অমোঘ মৃত্যুর দ্বারাই মহৎ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুক।"

শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্ক, ৪র্থ অ, ৩১ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ঃ—

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

মহৎ ব্যক্তির অবমাননায় লোকের আয়ু, মঙ্গল, যশ, ধর্ম্মাদি সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়।

গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইয়া কহিলেন, "সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ বিসূচিকা পীড়াক্রান্ত হইয়াছে, বোধ হয় আর অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে।" সার্ব্বভৌমের কন্যা বিধবা হইবে, ইহা পরম দয়াল প্রভুর প্রাণে সহিল না তিনি তৎক্ষণাৎ অমোঘ সমীপে গমন করিলেন। অমোঘ শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করিবে, আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, মহাপ্রভু তাহার বক্ষঃস্থলে শ্রীহস্ত অর্পণ করিয়া

বলিলেন, "অমোঘ, তুমি সার্ব্বভৌমের আত্মীয়, অতএব কোন প্রকার দুষ্কৃতি তোমাতে থাকিবার যোগ্য নহে। সার্ব্বভৌমের পরম পবিত্র সঙ্গে তোমার সমুদয় কলুষ নষ্ট হইয়াছে। সাধু-সঙ্গ পাইলে জীবের যাবতীয় অধর্ম্ম নাশ হইয়া থাকে, আর তাহাকে কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে রোগ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম লও।"

"শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণেরে বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গ তোমার কলুষ কৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥
উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥
কম্প-অশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোরে প্রভু দয়াময়॥
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥

চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥
সার্ব্বভৌম্ গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥" শ্রীচৈঃ চঃ—

অনন্তর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের বাটী গমন করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, গত কল্য তোমরা উপবাস করিয়াছ, শুনিয়া আমি যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমি এই তোমার বাটীতে বসিয়া রহিলাম, তোমরা স্নান করিয়া ভোজন করিলে, তবে আমি বাসায় যাইব।"

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "প্রভো, অমোঘ যেরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে মৃত্যু ব্যতীত তাহার অপর কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাই না। আপনি তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া ভাল করেন নাই।"

প্রভু বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, অমোঘ তোমার পুত্রতুল্য, অতএব তাহার অপরাধ ক্ষমা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতা কখন পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করেন না। যাহা হউক অমোঘ এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছে, অতএব তাহার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও।"

"শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ॥"

অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

নবম পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইতে মনন করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "তোমরা যে কোন উপায়ে প্রভুকে আর কিছুদিন এখানে রাখিয়া দাও। প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমার রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য কিছুতেই সুখ বোধ হইবে না।"

রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌমের প্রার্থনায় প্রভু সে যাত্রা বৃন্দাবন যাইতে পারিলেন না। ক্রমে তৃতীয় বর্ষে পুনরায় রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইলে, গৌড়ের ভক্তগণ প্রভুদর্শনমানসে নীলাচলে আগমন করিলেন। ভক্তগণ পূর্ব্ববৎ প্রভুর সহিত রথ যাত্রা দর্শন করিলেন, অনন্তর চাতুর্ম্মাস্য কাল অতীত হইলে, প্রভুর অনুমতি ক্রমে পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। বিদায় দান কালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিয়া দিলেন যে, আগামী বৎসর হইতে গৌড় ত্যাগ করিয়া তোমার এখানে আশা হইবে না। গৌড়ের সমুদয় ভার তোমার প্রতি অর্পিত আছে, অতএব সে স্থান ছাড়িয়া আসা কর্ত্তব্য নহে।

"প্রতিবর্ষে নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে॥

নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ॥
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমতে বিদায় দিল সর্ব্ব ভক্তগণ॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ খান বিদায় গ্রহণকালে পূর্ব্ববৎ প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, “প্রভো সংসারে আবদ্ধ থাকায় আমি সর্ব্ব বিষয়েই হীন হইয়াছি। দেখুন আমি কিরূপ মন্দভাগ্য ব্যক্তি যে, আপনার দেবদুর্লভ অভয় চরণ সেবা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আবদ্ধ হইতে যাইতেছি। যাহাহউক আপনার আদেশই সর্ব্বোপরি বলবান্; আপনি যখন অনুমতি করিতেছেন, তখন গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মযাজন করাই আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে।

মহাপ্রভু বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তোমরা গৃহে থাকিয়া সেই মত কার্য্য কর, অচিরে শ্রেয়ঃ লাভে সমর্থ হইবে।”

“প্রভু কহে বৈষ্ণব সেবা নাম সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥
তিহোঁ কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥

বর্ষান্তরে পুনঃ তারা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

গৌড়ের ভক্তগণ প্রভুর নিকটে বিদায় লইয়া সকলেই দেশে ফিরিয়া গেলেন, কেবল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে রহিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপাদি ভক্তগণ সহিত পাঁচবৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন, অনন্তর রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌমের সম্মতি ক্রমে গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইতে মনন করিলেন।

রামানন্দ এবং সার্ব্বভৌম প্রভুর অভিপ্রায় মত সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলে, বিজয়া দশমীর দিবস প্রভাতে প্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দর্শন করিতে শুভ যাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু কটকে পঁহুছিলে, রাজা প্রতাপ রুদ্র আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। রাজার আন্তরিক ভক্তি এবং সরল ব্যবহারে যারপর নাই প্রীত হইয়া প্রভু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়া চির কৃতার্থ করিলেন।

এত দিনের পর রাজা প্রতাপ রুদ্রের অভিলাষ পূর্ণ হইল দেখিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর চরণোপান্তে পতিত হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

“তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন॥

পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু কৃপা অশ্রুতে তার দেহ হৈল স্নান ॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায় মনঃ বাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা ॥
ঐছে তাহারে কৃপা কৈল গৌর রায় ॥
প্রতাপ রুদ্র সংত্রাতা নাম হৈল যায় ॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

গদাধর পণ্ডিত নীলাচলে থাকিয়া গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন, ইহাই মহাপ্রভুর ইচ্ছা; কিন্তু গদাধর, প্রভুর সঙ্গচ্যুত হইয়া নীলাচলে থাকিতে অসম্মত হওয়ায় উভয়ে প্রেম কলহ হয়। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে আসিবার সময় পণ্ডিত গোস্বামীকে সমভিব্যাহারে আনেন নাই, তিনি একাকীই কটক পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, তৎপরে মহাপ্রভু তাঁহাকে আপনার নিকটে আনয়ন করেন।

কটক পরিত্যাগকালে মহাপ্রভু গদাধরকে বলিলেন, “পণ্ডিত, আমার আদেশ পুনঃ পুনঃ অবহেলা করিও না। বৃন্দাবনের পথে নানাবিধ কষ্ট আছে, এতদ্ব্যতীত যবন ভূপতিগণের অত্যাচারে পথ সকল নিরাপদ নহে; আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি নীলাচলে যাইয়া গোপীনাথের সেবা কর।” অনন্তর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, “গদাধর, তুমি পুনরায় যদি আমার কথার প্রতিবাদ কর, তাহা হইলে আমার শপথ রহিল ॥”

“এতবলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥

পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥
এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া॥
এই মত কহি তারে প্রবোধ করিলা।
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু নৌকাযোগে চিত্রোৎপলা নদী পার হইয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপ রুদ্র রামানন্দ রায়ের সহিত মঙ্গ রাজ এবং হরিচন্দন নামে দুই জন কর্ম্মচারীকে মহাপ্রভুর সেবা করণোদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

যাজপুরে পঁহুছিয়া প্রভু রাজপাত্র দুইজনকে বিদায় দিয়া রামানন্দকে বলিলেন, 'রায়, তুমি আর অধিক দূর গমন করিও না।" রামানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রভো, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হয় না। এই দেহের তুমিই জীবন; জীবন ব্যতীত কিরূপে দেহের অস্তিত্ব সম্ভবে? আমাকে আরও কিছু দূর যাইতে অনুমতি কর।" তদনন্তর রেমুণায় উপস্থিত হইয়া প্রভু রামানন্দকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন।

"এই মত বলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা॥

ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
তবে ওড্র দেশ সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

ঐ সময়ে হিন্দু এবং মুসলমান ভূপতিগণের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছিল। মন্ত্রেশ্বর এবং রূপনারায়ণ তীরবর্ত্তী পিছলদা গ্রাম পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ যবনাধিকার ভুক্ত ছিল। যবনাধিকারে হিন্দুর গমনাগমন, তৎকালে বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল বলিয়া, উড়িষ্যার সীমান্ত কর্ম্মচারীর প্রার্থনায় মহাপ্রভু কএক দিবস ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতে বাধিত হইলেন।

উড়িষ্যা এবং বাঙ্গালার সীমা প্রদেশে অবস্থান কালে, যবন কর্ম্মচারীর এক জন গুপ্ত অনুচর মহাপ্রভুর অলৌকিক লক্ষণ সমুদয় দর্শন করিয়া আপন প্রভু সমীপে যাইয়া বর্ণন করিল। যবন কর্ম্মচারী উহা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রভুকে দর্শন মানসে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আপন বিশ্বাসকে (অধীন হিন্দু কর্ম্মচারীকে) উড়িষ্যা সীমান্ত কর্ম্মচারীর নিকটে প্রেরণ করিলেন।

উভয়ে কথোপকথনের পর উড়িষ্যা সীমান্ত কর্ম্মচারী বলিলেন, "যদি তোমার কর্ত্তৃপক্ষ আমার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, এবং দুই চারি জন সঙ্গী মাত্র লইয়া নিরস্ত্র হইয়া আগমন করেন, তাহা হইলে আমার অধিকারে তাঁহাকে আসিতে দিতে পারি।

"বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥
দূরে হৈতে প্রভু দেখে ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া ॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড় হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥" শ্রীচৈঃ চঃ—

যবন কর্ম্মচারীকে কৃপা করিয়া মহাপ্রভু নৌকাযোগে গৌড় দেশে উপনীত হইলেন। শ্রীপাট খড়দহের নিকটবর্ত্তী পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইলে রাঘব পণ্ডিত প্রভুকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর একজন প্রধান ভক্ত। প্রভুর নীলাচলে অবস্থান কালে রাঘবপণ্ডিত প্রতি বৎসর রথ যাত্রা উপলক্ষে বিবিধ দ্রব্য উপহার লইয়া তথায় গমন করিতেন।

মহাপ্রভু রাঘব ভবনে এক দিন মাত্র বাস করিয়া কুমারহট্টে (বর্ত্তমান হালিসহর গ্রাম) শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর, শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে কুমারহট্টে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ভক্ত প্রধান শ্রীবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাপ্রভু কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের আলয়ে গমন করিলেন। তৎপরে ঐ গ্রামে বাসুদেব দত্তের বাটী হইয়া শান্তিপুর অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে যাইলেন। তৎপরে প্রভু শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপের পশ্চিম পারে বিদ্যানগর গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গমন করিলেন। তথা হইতে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের বাটীতে যাইয়া সাত দিবস অবস্থান করিলেন।

মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে আগমন করিয়াছেন, শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক সকল আসিতে আরম্ভ করিল।

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্ব লোকে মহানন্দে ধায়।
বাচস্পতি গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল ॥
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
কেবল বর্ণিতে শক্তি সহস্র বদন ॥
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইল কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে॥
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সবেই তরে জনেক না মরে ॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা বল ॥
যে প্রভুর নাম গুণ সকৃৎ যে গায়।
সংসার সাগর তরে বৎস-পদ প্রায় ॥
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তারা গঙ্গা তরিবেক বিচিত্র তা কিসে ॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে ॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি।
কোলাকুলি করিয়া করেন হরিধ্বনি ॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন ॥

চতুর্দ্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে॥
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর॥”

শ্রীচৈঃ ভাঃ—

এইরূপে মহাপ্রভু সাত দিবস কুলিয়ায় বাস করিয়া পাপী তাপী জন সকলকে উদ্ধার করিলেন। প্রভু এই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অপরাধ ভঞ্জনের পাট হইয়াছে।

কুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গঙ্গার ধারে ধারে রামকেলি গ্রামে উপনীত হইলেন। গৌড় রাজধানীর নিকটে গঙ্গাতীরে রামকেলি গ্রাম অবস্থিত। মহাপ্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় কয়েক দিবস বাস করিলেন। গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী রূপ ও সনাতন এই স্থানে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সনাতন এবং রূপ গৌড় বাদসাহের সভায় দবির খাস এবং সাকর মল্লিক নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারা বাদসাহের নিকট এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, বাদসাহ হুসেন সাহা তাঁহাদিগের পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিতেন না।

রূপ এবং সনাতন দন্তে তৃণ গুচ্ছ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে উপনীত হইয়া করযোড়ে কহিলেন, “প্রভো, আমরা, আপনার কৃপা প্রার্থনায় উপস্থিত হইলাম, অতএব আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিত পাবন নামের পরিচয় দান করুন। আমরা শুনিয়াছি, আপনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছেন,

কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। জগাই মাধাই নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাঁহারা যে আপনার কৃপা লাভ করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রভো, আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপর কেহই নাই। আমরা গো-ব্রাহ্মণদ্বেষী ম্লেচ্ছের দাস। ম্লেচ্ছের সঙ্গে বাস করিয়া আমরা বিশেষ রূপে পতিত হইয়াছি; অতএব আমাদিগকে উদ্ধার করিলে, জগাই মাধাই উদ্ধার অপেক্ষা মহৎ কর্ম্ম করা হইবে।

"আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল।
পতিত পাবন নাম তবে সে সফল॥
"শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবির খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দুহাঁর নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্র দ্বারে।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক কহিল বারে বারে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোক্ত শ্লোকঃ—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নং॥"

মহাপ্রভু সনাতন এবং রূপকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "তোমাদিগের জন্যই আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি

আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা অচিরাৎ কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবে।”

সনাতন এবং রূপ মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই প্রীত হইলেন। অনন্তর নিত্যানন্দ এবং হরিদাস প্রভৃতি প্রভু পার্ষদগণের চরণ ধূলা মস্তকে ধারণ করিয়া সকলের নিকট বিনয় বাক্যে বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

সনাতন মহাপ্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে করযোড়ে কহিলেন, ‘প্রভো, এই দাসের একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। আপনার সমভিব্যাহারে অসংখ্য লোক চলিতেছে; অতএব এত অধিক লোক সঙ্গে লইয়া তীর্থ গমন, আমার বিবেচনায় তাদৃশ নিরাপদ এবং সুখজনক বলিয়া বোধ হয় না।”

রাজমন্ত্রী সনাতনের বাক্যে মহাপ্রভু পরিতুষ্ট হইয়া সে যাত্রা মথুরা দর্শনে গমন করিলেন না। কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহাপ্রভুর শান্তিপুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ দাস পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রভু দর্শনে গমন করিলেন। রঘুনাথের মনোবৃত্তি এবং তীব্র বৈরাগ্যের বিষয় মহাপ্রভু বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন; তথাপি লোক শিক্ষার জন্য তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, “রঘুনাথ, আমার উপদেশ শ্রবণ কর, বাতুলের ন্যায় চঞ্চল হইও না। লোকে ক্রমে ক্রমে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; ইচ্ছা মাত্রেই বাসনা পূর্ণ হয় না। গৃহে যাইয়া অনাসক্ত চিত্তে বিষয় ভোগ কর, মর্কটবৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অনর্থক লোক জানাজানি করিবার প্রয়োজন নাই।

"অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

মহাপ্রভু কএক দিবস শান্তিপুরে অবস্থিতি করিয়া স্বীয় জননী এবং ভক্তবৃন্দকে আনন্দিত করিলেন। তদনন্তর শচী-দেবীর চরণবন্দনা করিয়া ভক্তবৃন্দকে বলিলেন, "আমি এক্ষণে নীলাচল গমন করিব, পরে তথা হইতে বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা আছে। এই বৎসর তোমরা আর নীলাচলে গমন করিও না। এইরূপে সকলকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া প্রভু নীলাচলো-দ্দেশে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রভু নীলাচলে পঁহুছিলে সার্ব্বভৌম রামানন্দ এবং গদা-ধরাদি ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। মহাপ্রভু গদাধরকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমাকে সঙ্গে না লওয়ায় আমার বৃন্দাবন দর্শন ঘটে নাই। আমি বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে রামকেলি গ্রামে উপনীত হইলে রাজমন্ত্রী সনাতন আমার সঙ্গে বহু লোকের সমাগম দেখিয়া আমাকে বৃন্দাবন যাইতে নিষেধ করিলেন। রূপ এবং সনাতন দুই ভ্রাতা ভক্তশ্রেষ্ঠ; তাঁহা-দিগের প্রতি আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহারা অচিরাৎ কৃষ্ণাশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন।"

গদাধর কহিলেন, "প্রভো, সম্মুখে বর্ষাকাল উপস্থিত; আপনি এই চারি মাস নীলাচলে বাস করুন, তৎপরে শরদাগমে যেরূপ ইচ্ছা হয়, করিবেন। তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া মহাপ্রভু বর্ষা চারি মাস নীলাচলে বাস করিলেন।

বর্ষা অতীত হইলে মহাপ্রভু এক দিবস সার্ব্বভৌম এবং রামানন্দকে বলিলেন, "আমি এইবার একাকী বৃন্দাবন দর্শনে গমন করিব, তোমরা আমাকে অনুমতি প্রদান কর। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমাদিগের অধীন, অতএব যাহাতে আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য।"

স্বরূপ দামোদর কহিলেন, "প্রভো, তোমার সুখেই আমাদিগের সুখ, এতদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র সুখস্পৃহা আমাদিগের নাই। তোমার যাহাতে সুখানুভব হয়, তাহা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি একাকী বৃন্দাবন গমনে বাসনা করিলেও আমি একজন মাত্র ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে অনুরোধ করিতেছি।"

ভক্তের অধীন প্রভু দামোদরের প্রার্থনা মতে কেবল বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি শেষে গোপনে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

"প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া॥
স্বরূপ গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন॥

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥"
শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভুর বনপথে বৃন্দাবন গমন, একটি অলৌকিক বৃত্তান্ত। প্রভুর কৃপায় তাঁহার এই অপূর্ব্ব লীলায় যাঁহাদিগের বিশ্বাস আছে, তাঁহারাই ইহার মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের অনেক স্থলে অদ্যাপি মনুষ্যের গমনাগমনের অযোগ্য নিবিড় জঙ্গল বিদ্যমান আছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল স্থান যে আরও ভয়ানক ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু শ্বাপদসঙ্কুল ঐ নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একজন মাত্র লোক সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন।

"নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণ নাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥"

নিবিড় বন মধ্য দিয়া প্রভু গমন করিতে লাগিলেন। হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি আরণ্য জন্তু সকল প্রভুকে দেখিবামাত্র তাঁহার সম্মুখ হইতে এক পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর মহিমা দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস একটি ব্যাঘ্র শয়ন করিয়াছিল, প্রভু ভাবাবেশে গমন করিতে করিতে চরণ দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিলেন।

"প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥"

অন্য এক দিবস প্রভু নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি হস্তী জলপান করিবার জন্য তথায় আগমন করিল। প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ" বলিয়া তাহাদিগের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হস্তী সকল প্রভুর শ্রীহস্ত নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু স্পর্শমাত্রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

মহাপ্রভুর অলৌকিক বৃন্দাবন গমন লীলা কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিয়াছেন, এই পুস্তকে উহার আভাস মাত্র দেওয়া গেল।

মহাপ্রভু অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিয়া পরিশেষে কাশী ধামে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বে মহাপ্রভুর আদেশে তপন মিশ্র কাশী বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে ছিলেন, দৈবযোগে তপন মিশ্র তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সমাদর পূর্ব্বক আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। প্রাণের অধিক প্রিয় প্রভুকে পাইয়া তপন মিশ্রের আনন্দের সীমা রহিল না, মনের সাধে তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তপন মিশ্রের রঘুনাথ নামে একটি পুত্র ছিল। রঘুনাথ ইতিপূর্ব্বে পিতার প্রমুখাৎ মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে আপন আবাসে প্রাপ্ত হইয়া আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক প্রভুর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এই রঘুনাথ মহাপ্রভুর কৃপা পাত্র হইয়া 'রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী' নামে ভারতে বিদিত হইয়াছেন।

সুকৃতিশালী তপন মিশ্র সপরিবারে আন্তরিক ভক্তির সহিত সেবা ভুকরিয়া মহাপ্রকে বাধ্য করিলেন। ভক্তাধীন প্রভুও

তাঁহাদিগের প্রেমের বশীভূত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃই ধর্ম্মপিপাসু। কাশীবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রভুর অলৌকিক লক্ষণ সমুদয় দর্শন করিয়া মহাপুরুষ জ্ঞানে নিত্যই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। কাশীর প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী আপন সভায় বসিয়া বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যাইয়া মহাপ্রভুর কথা উত্থাপন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "নীলাচল হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে জনৈক সন্ন্যাসী কাশীধামে আগমন করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর অলৌকিক রূপলাবণ্য এবং দেবতা সদৃশ লক্ষণ সমুদয় দর্শন করিয়া সকলেই মোহিত হইতেছেন। সন্ন্যাসীর প্রেমময় মূর্ত্তি যিনি একবার দর্শন করিতেছেন, তাঁহাকেই প্রেমানন্দে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

প্রকাশানন্দ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি যে, গৌড়ে কেশব ভারতীর শিষ্য কৃষ্ণচৈতন্য নামে একজন লোক প্রতারক ভাবুক আছে। ঐ ব্যক্তি মোহিনী বিদ্যা বলে গ্রামবাসী লোক সকলকে বশীভূত করিয়া থাকে। শুনিলাম ঐ মায়াবী সন্ন্যাসী না কি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও আপন বশে আনয়ন করিয়াছে। যাহা হউক, এই কাশীধামে তাহার 'ভাবুকালী' বিকাইবে না। তোমরা সকলে বেদান্ত শ্রবণ কর, তাহার নিকটে আর গমন করিও না।"

উক্ত ব্রাহ্মণের গৌরাঙ্গ দর্শনে সমুদয় অশুভ নাশ হইয়াছিল,

সুতরাং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ঐরূপ নিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ স্মরণ পূর্ব্বক সভা ত্যাগ করিয়া প্রভু সন্নিধানে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ মহাপ্রভু সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি অদ্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভায় যাইয়া আপনার কথা উত্থাপন করিলে, প্রকাশনন্দ অবজ্ঞা পূর্ব্বক আপনার নাম উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তিনবার চেষ্টা করিয়াও চৈতন্য ব্যতীত, কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম তাহার মুখে আসিল না, ইহার কারণ কি?"

মহাপ্রভু বলিলেন, "মায়াবাদিগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ না মানিয়া অপরাধী হইয়াছে; এই কারণে তাহাদিগের মুখে কৃষ্ণনাম আইসে না। আমি "ভাবুকালি" বেচিতে কাশী-পুরে আসিলাম, এক্ষণে দেখিতেছি, এখানে গ্রাহক নাই। যাহা হউক, স্বল্প-মূল্য পাইলেও এই স্থানে বিক্রয় করিয়া যাইতে পারি।"

"এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি।
প্রাতে উঠি মথুরা চলিলা গৌর হরি॥"

প্রয়াগ তীর্থে উপনীত হইয়া প্রভু তথায় তিন দিবস বাস করিলেন। পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ কালে প্রভু যেরূপ কৃষ্ণ নাম দিয়া লোক নিস্তার করিয়াছিলেন, মথুরা গমন কালেও সেইরূপে নাম বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু যে স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নৃত্য করিতে থাকিল।

"মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥"

প্রভু মথুরায় উপনীত হইয়া বিশ্রাম তীর্থে স্নান করিলেন। মথুরাবাসী লোক সকল তাঁহার মধুর ভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল, "এইরূপ অপরূপ সন্ন্যাসীত কখন দেখি নাই। ইহাঁর দর্শনে সকল লোকের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।"

"যাহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণ নাম লঞা॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইহোঁ কৃষ্ণ অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মথুরায় আগমন করিয়া একজন সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের সহিত প্রভুর পরিচয় হইল। ঐ ব্রাহ্মণ প্রভুকে দর্শন পূর্ব্বক প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিলে, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী॥
কৃপা করি তিহোঁ মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা॥

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার সঙ্গলাভ করিয়া আমি অদ্য ধন্য হইলাম। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত আপনার সম্পর্ক আছে, ইহা আমি আপনাকে দর্শন করিয়াই, জানিতে পারিয়া-

ছিলাম। মাধবেন্দ্রের সম্বন্ধ ব্যতীত ঐরূপ কৃষ্ণপ্রেম অপর কোথাও সম্ভবে না।”

মহাপ্রভু সনোড়িয়া বিপ্রকে প্রণাম করিলে, ব্রাহ্মণ ভীত চিত্তে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, “আপনি এ কি করিলেন? আমি গৃহস্থ; আপনি সন্ন্যাসী হইয়া কি জন্য আমাকে প্রণাম করিলেন?” তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বিনয় বচনে বলিলেন, “আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য।”

মহাপ্রভুর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সনোড়িয়া বিপ্রের বিস্ময় জন্মিলে, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ প্রভুকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া সাতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন, “আমি আপনার গৃহে ভিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। যখন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র আপনার গৃহে অন্ন ভিক্ষা করিয়াছেন, তখন আমার উহাতে কোন বাধা নাই।

“যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥”

গীতাঃ—

সনোড়িয়া বিপ্র (সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ) বলিলেন, “আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, লৌকিক বিধিনিষেধ আপনার যোগ্য নহে, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা না বুঝিয়া আপনার নিন্দা করিবে, উহা আমি সহিতে পারিব না। আপনার সমভিব্যাহারী ভট্টাচার্য্য অন্নপাক করুন।”

"প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব এক মত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরী-গোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্মসার ॥"
শ্রীচৈঃ চঃ—

একাদশীতত্ত্বধৃত-ব্যাস-বচনং।—
"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

মহাপ্রভু ভিক্ষা সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিলে মথুরাবাসী লোক সকল তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিল। প্রভু গৃহের বাহিরে যাইয়া বলিলেন, "ভাই সকল, তোমরা সকলে হরি হরি বল।" প্রভুর শ্রীমুখ হইতে হরি নাম শ্রবণ করিয়া মধুপুর বাসিগণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

"বাহু তুলি বোলে প্রভু বোল হরিধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি হরিধ্বনি ॥"

তদনন্তর মহাপ্রভু, সনোড়িয়া বিপ্র এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া বন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রভু মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন প্রভৃতি বন সকল ক্রমে ক্রমে দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় স্থানে প্রভুর যেরূপ ভাবাবেশ হইয়াছিল, তাহা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। প্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ বর্ণন করা মনুষ্যের

সাধ্যায়ত্ত নহে, উহা ব্রজবাসীরই যোগ্য কর্ম্ম এবং ব্রজের লোকই ঐ রস আস্বাদনে সমর্থ। এই পুস্তকে উহার আভাস মাত্র দেওয়া গেল।

বৃন্দাবনের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি, বহুদিন পরে আপনাদিগের প্রাণ প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। গাভী সকল প্রভুকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল, কেহ কেহ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লেহন করিতে আরম্ভ করিল। হরিণ সকল প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল, কেহবা তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। শুক, পিক এবং ভৃঙ্গকুল প্রভু দর্শনে আকুল হইয়া সুমধুর স্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিল। শিখিগণ প্রভুর অগ্রে নৃত্য করিতে থাকিল। বৃক্ষ এবং লতা সকল অবনত হইয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ সুখ অনুভব করিতে লাগিল। পরম সুহৃৎদ্বয় বহুদিন পরে মিলিত হইলে যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি তদ্রূপ প্রফুল্ল চিত্ত হইল।

"তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥"

সনোড়িয়া বিপ্র এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বৃন্দাবনের সহিত প্রভুর অতি গূঢ় সম্বন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আপনা দিগকে চিরকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

"বৃন্দাবনে হৈল যত প্রেমের বিকার।
কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥

তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিক দরশন॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্য লীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শন করিয়া পুনরায় প্রয়াগ তীর্থে গমন পূর্ব্বক তথায় দশ দিবস বাস করিলেন। গৌরাঙ্গের এই অপূর্ব্ব লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কি বলিয়াছেন দেখুন।

"অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্য লীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥
যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ॥
চৈতন্য চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রূপ এবং সনাতন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া কিরূপে বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে রূপ গোস্বামী তথায় দুই জন লোক প্রেরণ করিলেন। উহাদিগকে বলিয়া দিলেন, যে, "প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গমন করিলে তোমরা আসিয়া আমাকে সংবাদ প্রদান করিবে।"

গৌড়েশ্বর কোন প্রকার সন্দেহ না করেন, এইরূপে সনাতনকে তাঁহার নিকটে রাখিয়া রূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত বাটী আগমন করিলেন। কিছু দিন পরে প্রেরিত লোকদ্বয় আসিয়া প্রভুর বৃন্দাবন গমন সংবাদ প্রদান করিল। রূপ গোস্বামী আর কাল বিলম্ব করিলেন না, পত্রদ্বারা সনাতনকে প্রভুর সমাচার অবগত করাইয়া বল্লভের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

এক দিবস প্রয়াগ তীর্থে মহাপ্রভু বিন্দু মাধব দর্শন করিতে যাইলে, একজন পূর্ব্ব পরিচিত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উক্ত ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন, ইত্যবসরে রূপ গোস্বামী এবং বল্লভ তথায় উপনীত হইলেন।

রূপ গোস্বামী প্রয়াগে পঁহুছিয়া বিন্দুমাধব দর্শন করিতে যাইতেছিলেন; দৈবযোগে তথায় প্রভুকে দেখিতে

পাইলেন। প্রভুর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক বেষ্টন করিয়া থাকায়, রূপ গোস্বামী তৎকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এক্ষণে নির্জ্জন দেখিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন।

রূপ এবং বল্লভ দুই গুচ্ছ তৃণ দশনে ধারণ করিয়া প্রভুর চরণোপান্তে পতিত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে করে ধরিয়া উত্তোলন করিলেন। অনন্তর প্রেমার্দ্রচিত্তে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "রূপ, কৃষ্ণের কৃপা দর্শন কর। ভক্তবৎসল ব্রজেন্দ্র-নন্দন তোমাদিগকে বিষয় কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন।"

শ্রীহরিভক্তি বিলাসস্য ১০ম বিলাসে ৯১ অঙ্ক ধৃত ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং।

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং।"

"এই শ্লোক পড়ি দুহাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুহাঁর মাথায় ধরিল চরণ॥
প্রভু কৃপা পাঞা দুহেঁ দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।"

তদনন্তর মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে বসাইয়া সনাতনের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ গোস্বামী বলিলেন, "প্রভো, আপনার কৃপা ব্যতীত তাঁহার উদ্ধারের অপর

কোন উপায় দেখিতে পাই না। আমি তাঁহাকে রাজ-সমীপে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছি। দুই জনে একত্রে কর্ম্মত্যাগ করিলে গৌড়েশ্বরের ক্রোধ জন্মিবে এই কারণে আমি অগ্রে আসিয়াছি।

"প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন॥"

মহাপ্রভু, রূপ এবং বল্লভের সহিত কএক দিবস প্রয়াগে বাস করিলেন, তৎপরে আম্বুলী গ্রাম হইতে বল্লভভট্ট আসিয়া ভক্তগণসহ প্রভুকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। ভট্টগৃহে অবস্থানকালে পরম বৈষ্ণব রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত প্রভুর মিলন হইল।

রঘুপতি উপাধ্যায় প্রভুকে প্রণাম করিলে, "কৃষ্ণে মতি রস্তু" বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রঘুপতিকে প্রেমিক বৈষ্ণব জানিয়া প্রভু কহিলেন, "উপাধ্যায়, আমাকে কিছু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব শুনাও।"

উপাধ্যায় কৃত শ্লোকঃ—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহনন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

প্রভু। তৎপরে কহ।

উপাধ্যায়।

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতিকো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম॥

প্রভু। কোন্‌রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

উপাধ্যায়। শ্যামরূপেই জগৎ মোহিত হইয়া থাকে।

প্রভু। শ্যাম রূপের শ্রেষ্ঠ বাসস্থান কোথায় ?

উপাধ্যায়। পুরী সকলের মধ্যে মধুপুরীই শ্রেষ্ঠ।

প্রভু। বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর ইহার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ?

উপাধ্যায়। কৃষ্ণের কৈশোর বয়সই সাধক মনোরঞ্জক।

প্রভু। রসগণ মধ্যে কোন্ রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?

উপাধ্যায়। আদ্য রসই সকল রসের সারভূত।

"প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিক্ষাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ গদ স্বরে॥"

পদ্যাবল্যাং ৭৩ অঙ্কধৃত মাধবেন্দ্র পুরীকৃত শ্লোকঃ—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরীং মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয় মাদ্য এব পরোরসঃ।"

মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের গৃহ হইতে পুনরায় প্রয়াগে গমন করিলেন এবং রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দান করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। রূপশিক্ষা বৈষ্ণব জগতে পরম আদরের বস্তু, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উহার বিস্তৃত বর্ণন অসম্ভব বিবেচনায় সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা মাত্র লিখিত হইল।

মহাপ্রভু কহিলেন, "রূপ, পারাবার শূন্য ভক্তি রসসিন্ধুর বিস্তার বর্ণন নিতান্ত অসম্ভব; তথাপি তোমাকে আস্বাদন করাইতে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।"

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীব ক্রমে ক্রমে চৌরাশি যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তির্য্যক, জলচর এবং স্থলচর প্রাণিগণ মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য মধ্যে ম্লেচ্ছাদি অপেক্ষা

বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। বেদাচারী মধ্যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মাচারী মধ্যে কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ হইতে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটি জ্ঞানী মধ্যে একজন মুক্তির অধিকারী। কোটি মুক্তপুরুষ মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ। মনের নিবৃত্তিকেই শান্তি বলে। যাঁহাদিগের বাসনা ক্ষয় হয় নাই, তাঁহারা শান্তি লাভে সমর্থ হয়েন না। ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধি কামীর বাসনা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা সকলেই অশান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব একমাত্র তাঁহাকেই শান্ত বলিতে হইবে।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

শ্রীমদ্ভাঃ ৬ষ্ঠ স্কন্দে, ১৪শ অ, ৪র্থ শ্লোকে পরীক্ষিদ্‌বাক্যং॥

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

কোটিসংখ্য সিদ্ধমুক্ত মধ্যে একটি মাত্র নারায়ণ পরায়ণ প্রশাত্মা ব্যক্তি সুদুর্লভ।

দৈবযোগে কোন ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণ কৃপায় সদ্‌গুরু আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিবীজ লাভ করিয়া থাকে। ঐ বীজ হইতে ভক্তিলতা উদ্ভূতা এবং শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেকে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্ব্বক কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। তদনন্তর উহা হইতে প্রেম ফল উৎপন্ন হইয়া যখন পরিপক্ক হয়, তখন সেই ভাগ্যবান্ জীব সুপক্ক প্রেমফল রস আস্বাদন করিয়া ধর্ম্ম অর্থাদি চারি পুরুষার্থকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে।"

"ঋদ্ধাসিদ্ধি ব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মাসমাধি
ব্র্হ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং,
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণশরণিঃ পান্থতাং ন প্রয়াতি॥"

যে অবধি সাধকের হৃদয়ে মধুরিপু বশীকরণ বিষয়ক প্রেমরূপ সিদ্ধ ঔষধির গন্ধও না আইসে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সত্য, সমাধি ব্রহ্মানন্দাদি চমৎকৃত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

ললিত মাধবঃ—

বিশুদ্ধা ভক্তি হইতে প্রেমের অঙ্কুর হইয়া থাকে অতএব শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ—

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

শ্রীচৈঃ চঃ—

ভুক্তি অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্য্য, এবং মুক্ত্যাদি বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি নিষ্ঠ হইয়া ভজন করিতে হইবে, নচেৎ প্রেমোৎপত্তি হয় না।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ—

"ভুক্তি মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥"

যে অবধি ভুক্তি-মুক্তিরূপা পিশাচীর অধিকার থাকে, সে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভক্তি সুখের উদয় হয় না।

সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয়, এবং রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলা যায়। রতি পঞ্চবিধ যথা;—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। এই পঞ্চবিধ রতি হইতে শান্তাদি পঞ্চ প্রকার রস ভেদ হইয়া থাকে। কৃষ্ণ রতির আরও দুই প্রকার ভেদ আছে, যথা ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা এবং কেবলা রতি। জ্ঞানমিশ্রা রতিতে ভয় সঙ্কোচ আছে, কিন্তু কেবলা রতি স্বতন্ত্র প্রকার।

শান্ত ব্যক্তি কৃষ্ণ কৃপা ব্যতীত অপর কোন বাঞ্ছাই করেন না, এই কারণে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্ত বলা যায়। কৃষ্ণ ভক্ত স্বর্গ এবং মোক্ষকেও নরক তুল্য জ্ঞান করেন। যথা;—

শ্রীভন্তাঃ ৬ষ্ঠস্ক, ১৭অ, ২৪ শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যং।

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তি কোথাও ভীত হন না, কেননা তাঁহারা স্বর্গ ও নরককে তুল্য বোধ করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়া মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে

শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং পুনরায় কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু ইতিপূর্ব্বে যখন কাশী গমন করিয়াছিলেন, তখন তপন মিশ্রের সখা চন্দ্রশেখর বৈদ্য তাঁহার বিস্তর সেবা করিয়াছিলেন। প্রভু চন্দ্রশেখরকে বিশেষ কৃপা করিতেন। উক্ত চন্দ্রশেখর স্বপ্নযোগে মহাপ্রভুর কাশী আগমন অবগত হইয়া নগরের বাহিরে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখর প্রিয়তম প্রভুকে দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন, ইতিমধ্যে সনাতন গোস্বামী কাশীধামে আগমন করিলেন।

রূপের পত্রে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন সংবাদ পাইয়া সনাতন কি প্রকারে গৌড়েশ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। অনেক চিন্তা করিয়া পরিশেষে শারীরিক অস্বাস্থ্যের ছলনায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া এক দিবস গৌড়েশ্বর স্বয়ং তাঁহার বাটীতে আগমন করিলেন। সনাতন পণ্ডিতবর্গ লইয়া ভক্তি শাস্ত্র বিচার করিতেছিলেন, হঠাৎ বাদসাহকে আগমন করিতে দেখিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

বাদসাহ বলিলেন, "তোমার অস্বাস্থ্যের সংবাদ অবগত হইয়া আমি বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম। বৈদ্যের নিকট শুনিলাম, তোমার কোনরূপ পীড়া হয় নাই। তোমরা আমার সমুদয় বিষয় কার্য্য

নষ্ট করিতে মনন করিয়াছ। তোমার ভ্রাতা সাকর মল্লিক আমার অজ্ঞাতসারে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছে। তুমিও ঐরূপ ইচ্ছা করিতেছ।”

সনাতন বলিলেন, “আমা হইতে আর রাজকার্য্য সমাধা হইবে না, আপনি অপর লোক নিযুক্ত করুন।” সনাতনের এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। দৈবযোগে সেই সময় উড়িষ্যাধিপতির সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় বাদসাহ তৎপ্রদেশে গমন করিলেন। সনাতন এই সুযোগে কারাগার প্রহরীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া পলায়ন করিলেন।

সনাতন কাশীধামে উপনীত হইয়া চন্দ্রশেখরের বাটীর দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু উহা জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “তোমার বাটীর দ্বার-দেশে একজন বৈষ্ণব বসিয়া আছেন, তাঁহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস।” চন্দ্রশেখর সনাতনকে চিনিতে না পারিয়া প্রভু সমীপে আসিয়া বলিলেন, “কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলাম না, কেবল একজন দরবেশ ভিক্ষা প্রার্থনায় অপেক্ষা করিতেছে দেখিলাম।” প্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন, “সেই দরবেশকেই লইয়া আইস।”

“প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥

প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদ্গদ বচন॥
দুই জনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥

শ্রীচৈঃ চঃ—

অনন্তর মহাপ্রভু সনাতনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "সনাতন অদ্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হইলাম। তুমি নিজ ভক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ড শোধন করিতে পার।"

শ্রীমদ্ভাবগত।

'ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥'

প্রভুর আদেশে সনাতন ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিয়া মণিকর্ণিকা হইতে স্নান করিয়া আসিলে তপন মিশ্র তাঁহাকে নূতন বসন প্রদান করিলেন। সনাতন নূতন বস্ত্র লইতে অস্বীকার করিয়া একখানি পুরাতন বস্ত্র লইয়া তদ্দ্বারা কোপিন এবং বহির্ব্বাস উভয় প্রস্তুত করিলেন।

চন্দ্রশেখরের বাটীতে মহাপ্রভুর বাসা ছিল, কিন্তু তপন মিশ্রের প্রার্থনায় তিনি নিত্য তথায় ভিক্ষা করিতেন। তপন মিশ্র প্রভুকে ভোজন করাইয়া সনাতনকে প্রাসাদান্ন প্রদান করিলেন।

সনাতনের বৈরাগ্য দর্শন করিয়া প্রভু অতিশয় প্রীত হইলেন; কিন্তু তাঁহার গাত্রে একখানি ভোট কম্বল দেখিয়া 'এখনও

বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে” এই ভাবিয়া তৎপ্রতি পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ করিতে লাগিলেন।

“সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোটত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুকাইতে॥
তারে কহে ওরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে॥” শ্রীচৈঃ চঃ—

সনাতন কম্বলের পরিবর্ত্তে কাঁথা লইয়া প্রভু সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কাঁথাস্কন্ধে আগমন করিতে দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, “সনাতন, কৃষ্ণ কেমন কৃপালু দেখ? কৃষ্ণ যখন কৃপা করিয়া তোমাকে বিষয় রোগ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, তখন রোগের অবশেষ রাখিবেন কেন? সদ্বৈদ্য কখন পীড়ার শেষ রাখেন না। কৃষ্ণকৃপায় এইবার তোমার বিষম বিষয় রোগ নিঃশেষ হইল।”

সনাতন বলিলেন, “প্রভো, আমি কৃষ্ণ মাহাত্ম্য কিছুই জানি না, তুমিই আমার ত্রাণকর্ত্তা। তোমার কৃপাবলেই আমি বিষয় পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি।”

“সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥”

একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মহাপ্রভু পূর্ব্বে যেরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া রামানন্দ দ্বারা ভজনতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সনাতনের প্রতি সেই প্রকার কৃপা দৃষ্টি করিলে, সনাতন তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো, আমি হিতাহিত কিছুই জানি না, অতএব কৃপা করিয়া আমাকে সাধ্যসাধন তত্ত্ব উপদেশ করুন।"

মহাপ্রভু বলিলেন, "সনাতন, কৃষ্ণের কৃপায় তুমি সমুদয় তত্ত্ব অবগত আছ, তথাপি আমি কিছু উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর।"

জীব কৃষ্ণের নিত্য দাসস্বরূপ। মায়াবশে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জীব অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৎ-শাস্ত্র এবং সাধুর কৃপায় জীব যখন কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন মায়া তাহাকে পরিত্যাগ করে।

ভগবদ্গীতা।

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়কে কহিতেছেন, —"আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া, দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমণীয়া। যে সকল ভক্ত অনন্য শরণ হইয়া কেবল আমারই আশ্রয় লয়েন, তাঁহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন"

কৃষ্ণোন্মুখ জীব, ভক্তি পথ আশ্রয় করিলে কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্য পন্থা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত।

"ন সাধয়তিমাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

মৎপ্রাপিকা ভক্তি ব্যতিরেকে যোগ, সাংখ্য, দর্শন, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ত্যাগ, ইহার কোনটীর দ্বারাই সাধক আমাকে পাইতে পারেন না।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্। সাধকগণ স্ব স্ব ভাবানুসারে তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মসংহিতা।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্তিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিঃ।

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অ, ৪৬ শ্লোকঃ—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি,
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কল মনন্ত মশেষভূতং,
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

যাঁহার অঙ্গপ্রভা হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, বসুধাদি বিভূতির উৎপত্তি হইয়াছে, সেই নিষ্কল, অশেষ, অনন্ত, ব্রহ্ম স্বরূপ আদি পুরুষ গোবিন্দ দেবকে আমি ভজনা করি।

শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অবতারের নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তন্মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ পুরুষ অবতারের বিবরণ শ্রবণ কর।

শ্রীমদ্ভাঃ ২য়স্ক, ৬ষ্ঠঅ, ৪০ শ্লোকে ধৃত আদ্যোঽবতারঃ পুরুষ ইত্যস্য শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যায়াং ধৃতং তথা লঘু ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে অবতার প্রকরণে ৯মাঙ্কধৃতং সাত্বততন্ত্রং।

“বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, এই তিন শক্তি প্রধান। ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সংকর্ষণ বলরাম, মায়া শক্তি দ্বারা এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।

ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সংকর্ষণ কারণাব্ধিতে শয়ন করিয়া থাকেন। এই কারণাব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু বিরজার পরপারস্থিতা মায়া প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করত ক্ষোভিত করিয়া বীর্য্যাধান করেন। এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ হেতু মহত্তত্ত্ব

উৎপন্ন হইয়া ত্রিবিধ অহঙ্কারের সৃষ্টি করে। তৎপরে ভূত সকল সৃষ্ট হইয়া এই বিশ্ব সংসার সৃজন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী বা শেষশায়ী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, এই দ্বিতীয় পুরুষের গুণাবতার। ইহাঁরই অপর নাম হিরণ্যগর্ব্ভ, পদ্মনাভ এবং সহস্র শীর্ষ পুরুষ।

তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী। এই তৃতীয় পুরুষ জগৎ পালন করিয়া থাকেন।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ইত্যাদি কৃষ্ণের লীলাবতার।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন কৃষ্ণের গুণাবতার।

মহাপ্রভু বলিলেন, সনাতন কৃষ্ণের লীলাবতার এবং গুণাবতার শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যুগাবতারের বিষয় শ্রবণ কর। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগে ভগবান শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পীত, ক্রমান্বয়ে এই চারি বর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। যথা ;—

শ্রীমদ্ভা, ১০মস্ক, ৮ম অ, ৯ম শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

সত্যযুগের ধর্ম্ম ধ্যানাদি। ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদি। দ্বাপরের ধর্ম্ম কৃষ্ণপরিচর্য্যা, এবং কলির ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন। যথা ;—

শ্রীমদ্ভা, ১২শস্ক, ৩য় অ, ৩৪ শ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শুক বাক্যং।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

হরিভক্তি বিলাসস্য ১১শ বিলাসে ২৩৯ অঙ্কধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়
ষষ্ঠাংশস্য দ্বিতীয়াধ্যায়ীয় ১৭শ শ্লোকঃ—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং॥"

সনাতন কহিলেন, "প্রভো, কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন, এবং ভগবান পীতবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া উক্ত ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন, শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে। এক্ষণে কলিযুগের অবতার নির্ণয় করিয়া এই দাসানুদাসকে চিরকৃতার্থ করুন।"

মহাপ্রভু বলিলেন, "সনাতন, লক্ষণ দ্বারা ঋষিগণ অবতার নির্ণয় করিয়াছেন, অতএব ঋষি বাক্যানুসারে কার্য্য করাই আমাদিগের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

"সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ কার্য্য প্রেম দান সংকীর্ত্তন॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
প্রভু কহে চাতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

ভগবানের অসংখ্য শক্ত্যাবেশাবতার; তন্মধ্যে নারদ এবং সনকাদি ঋষিগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণের তিনটি ধাম। গোলোক, বৈকুণ্ঠ এবং মায়াজগৎ। গোলোক আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, ব্রজ, দ্বারকা এবং মথুরা।

ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অ, ৪৯ শ্লোকঃ।

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নিতলে চ তস্য;
দেবী মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু।
তেতে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন, জীব সকলকে কৃষ্ণের নিত্য দাস বলিয়া জানিবে। জীব যখন এই নিত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে, তখনই মায়ার অধীন হয়। মায়া কর্ত্তৃকই জীবের ভোগাভোগ কল্পিত হইয়া থাকে।

মঙ্গলকামী ব্যক্তি বিবিধ বাসনা সত্ত্বেও যদি ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণ পদাশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে কখনও অনুতাপ করিতে হয় না। কৃষ্ণ ভজনশীল ব্যক্তি বহু বাসনা যুক্ত হইলেও কৃষ্ণ তাঁহার বাসনা ক্ষয় করিয়া অভয় চরণ প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভা, ২য় স্কন্ধে, ৩য় অ, ১০ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজেত পুরুষং পরং॥"

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং কুটী নাটী পরিত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে কৃষ্ণ ভজন করিলে, পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্যক্তিকে পরম পদ প্রদান করিয়া থাকেন। যথা ;—

ভগবদ্গীতায়াং ১৮অ. ৬৭ শ্লোকে অর্জ্জুনং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

মহাপ্রভু বলিলেন, সনাতন, কৃষ্ণ প্রেম, সাধনের ফল নহে, উহা নিত্য সিদ্ধবস্তু। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ হইতে সাধক অন্তরে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে।"

ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় লহর্য্যাং ২য় শ্লোকঃ।

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য ভাবাসা সাধনাভিধা।
নিত্য সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা॥"

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥"

সাধন ভক্তি দ্বিবিধ। বৈধীভক্তি এবং রাগানুগাভক্তি। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভজন করিলে তাহাকে বিধিভক্তি সাধন বলে। বৈধিভক্তি সাধনের চতুঃষষ্টি প্রকার অঙ্গ। যথা ;—

শ্রীগুরু পদাশ্রয় গ্রহণ, সধর্ম্ম শিক্ষা, :সাধুমার্গানুগমন, কৃষ্ণ প্রীতে ভোগত্যাগ, মথুরা এবং দ্বারকাদি তীর্থে বাস, হরিবাসর পালন, ধাত্রী, অশ্বথ, গো, বিপ্র এবং বৈষ্ণব পূজন, সেবা এবং নামাপরাধ বর্জ্জন, অবৈষ্ণব সঙ্গ পরিত্যাগ ইত্যাদি।

মহাপ্রভু বলিলেন, সনাতন, সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের সেবা, এই পঞ্চ প্রকার সাধন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

জ্ঞান এবং বৈরাগ্যাদি কথন ভক্তির অঙ্গ নহে। যথা ;—

শ্রীমদ্ভাঃ, ১১স্ক, ২০অ, ৩১ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ॥"

সনাতন, "বৈধিভক্তি সাধনের লক্ষণ শ্রবণ করিলে এক্ষণে রাগানুগ ভজনের বিষয় শ্রবণ কর।

ব্রজবাসিগণের ভাবের নাম রাগাত্মিক ভাব। যাঁহারা ঐ ব্রজবাসিগণের অনুগত হইয়া রাগমার্গে ভজন করেন তাঁহাদিগকে রাগানুগ বলে। রাগানুগ সাধক শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা করেন না।

রাগানুগ সাধকের মানসিক ভজন এবং বাহ্য সাধন এ দুইটী এক প্রকার নহে। বাহ্যে সাধক দেহে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ক্রিয়া, এবং মানসে সিদ্ধ দেহে রাত্রি দিন ব্রজে কৃষ্ণ সেবন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১১৮ অঙ্কে।

"সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

কোন ব্যক্তির যদি বহু পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যফলে ভগবানে শ্রদ্ধা জন্মায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করিতে যত্নবান্ হয়েন। সাধুসঙ্গ হইতে শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি

হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হইতে রুচি জন্মায়, রুচি হইতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কৃষ্ণে প্রীতি জন্মায়, এবং সেই রতি গাঢ় হইয়া প্রেম নাম ধারণ করে।

বহু সৌভাগ্য ক্রমে যে সাধকের হৃদয়ে এই প্রীত্যঙ্কুর উদয় হয়, প্রাকৃতিক সুখ এবং দুঃখে তাঁহার কোন প্রকার ক্ষোভ উৎপন্ন হয় না।

অন্তরে কৃষ্ণ প্রেমোদয় হইলে সাধকের বাক্য এবং কার্য্যাদি যে এক প্রকার বিচিত্রভাব প্রাপ্ত হয়, উহা বিজ্ঞজনেও বুঝিতে সক্ষম হয়েন না।

"প্রেমাক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করাসিতা মিশ্রি শুদ্ধ মিশ্রি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

মহাপ্রভুর সহিত সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ এবং রঘুপতি উপাধ্যায়ের কথোপকথন, এবং রূপ ও সনাতন শিক্ষা অতি বিস্তৃত বোধে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে

মহাপ্রভুর উপাসনা তত্ত্ববিধায়িনী শিক্ষারই সার বিবৃত হইবে।

সনাতন মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে তত্ত্ব সমুদয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণোপান্তে পতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো, তোমার কৃপা হইলে পঙ্গুও যে অনায়াসে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহা অদ্য বুঝিতে পারিলাম। আমি অতি নীচ, অতএব আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন, যাহাতে আপনার প্রদত্ত উপদেশ সকল আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।"

"তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু পুনরায় কাশীধামে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বস্থানে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে। প্রভুর কৃপাপাত্র সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কিরূপে একদিবস সন্ন্যাসিদিগের সহিত প্রভুর একত্র মিলন হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সন্ন্যাসিগণ একবার মাত্র প্রভুকে দেখিলেই তাঁহার পদানত হইবেন, সুতরাং আর কখন তাঁহাদিগকে প্রভুনিন্দারূপ মহাপাতক গ্রস্ত হইতে হইবে না।

কৃষ্ণভক্ত দয়ার সাগর, তাঁহার কেহ শত্রু নাই, সকলেই পরমাত্মীয় স্বরূপ। ঐ ব্রাহ্মণ কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগের মঙ্গল কামনায় এক দিবস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সন্ন্যাসিগণও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুর সহিত শাস্ত্র বিচার করিতে বাসনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগের সমুদয় কুতর্ক খণ্ডন করিয়া বিশুদ্ধমত স্থাপন করিলে, সন্ন্যাসিগণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

এক দিবস মহাপ্রভু দেব দর্শনে গমন করিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রকাশানন্দ সরস্বতী শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দর্শন মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু সন্ন্যাসিদিগকে দেখিতে পাইয়া নৃত্য সম্বরণ করতঃ প্রকাশানন্দকে বন্দনা করিলেন।

প্রকাশানন্দ লজ্জিত ভাবে মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি পূর্ব্বে না জানিয়া আপনাকে যে সকল অনুচিত বাক্য বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার বিশেষ অপরাধ হইয়াছে।"

মহাপ্রভু বলিলেন, "আপনি জগদ্গুরু, আমি আপনার দাসানুদাস তুল্যও নহি, অতএব লোক শিক্ষার জন্য এতদূর দীনভাব স্বীকার করা, আপনার ন্যায় ব্রহ্মতুল্য ব্যক্তির শোভা পায় না।"

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "প্রভো, আপনি সাক্ষাৎ ভগবদবতার, আমি পূর্ব্বে আপনার যে সকল নিন্দা করিয়াছি, অদ্য আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শে আমার সেই অপরাধ ক্ষয় হইল। কেন

না, 'মাটিতে পতিত হইলে, মাটী ধরিয়াই উঠিতে হয়' আপনার নিকট যে অপরাধ হয়, আপনার নামই সেই অপরাধ নাশের প্রধান সাধন। আমার ভাগ্যবশে আপনার নাম হইতেও দুর্ল্লভ বস্তু যে আপনার শ্রীচরণ, তাহা পাইলাম :—আমার অপরাধ আর কি থাকিতে পারে ?"

মহাপ্রভু বিষ্ণু-স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র জীব। জীবে ঈশ্বর বুদ্ধি করিলে অপরাধী হইতে হয়।"

পাদ্মোত্তর খণ্ডে ১৩অ, ১২ শ্লোকঃ।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥"

প্রকাশানন্দ কহিলেন "প্রভো, তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্। আমি তোমাতে অতি স্তুতি প্রয়োগ করিতেছি না। তোমার নিন্দা করিলে জীবের সদ্য সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভাঃ ৬ষ্ঠ স্ক, ১৪অ, ৪র্থ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্ বাক্যং।

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

তত্রৈব ১০ম স্ক, ৪র্থ অ, ৩২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং।

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

অনন্তর প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। প্রভুকে দিব্যাসনে উপবেশন করাইয়া প্রকাশানন্দ করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো, আপনি বেদান্ত সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব কৃপা করিয়া পুনরায় উহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।"

মহাপ্রভু বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপন জন্য ব্যাস সূত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া কল্পিত ভাষ্য দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। ব্যাস সূত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা সামান্য মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। ভগবান্ স্বয়ং মহাপ্রণবের স্বরূপার্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবৃত করিয়া ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উহা নারদকে উপদেশ করেন, এবং নারদের নিকট হইতে বেদব্যাস অবগত হয়েন।"

বেদব্যাস চারিবেদ এবং উপনিষদ সকলের সারার্থ সংগ্রহ করিয়া তৎসমুদয় ভাগবতে নিবদ্ধ করেন। ভাগবত উপনিষদ সকলের ভাষ্য স্বরূপ পরম গ্রন্থ। ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র এবং ভাগবতোক্ত শ্লোকে কিছুমাত্র অনৈক্য নাই। ভাগবত হইতে ব্যাস সূত্রের মুখ্যার্থ অবগত হইতে পারা যায়।

"কৃষ্ণভক্তিরস স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥"

শ্রীমদ্ভা, ১মস্ক, ১ম অ, ৩য় শ্লোকঃ।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুক মুখাদমৃতং দ্রবসংযুতং।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥”

“অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হইতে পাবে সূত্র স্মৃতির অর্থসার ॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে পাবে প্রেমধন ॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ১০ম অ, ৫৪ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥”

এই যাত্রা মহাপ্রভু পাঁচ দিবস কাশী ধামে অবস্থান পূর্ব্বক সন্ন্যাসী দিগকে উদ্ধার করিলেন, অনন্তর সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবন যাইতে অনুমতি করিয়া রাত্রিযোগে স্বয়ং নীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে পঁহুছিলে স্বরূপ দামোদর গৌড় দেশে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। গৌড়ের ভক্তগণ শচীদেবীর অনুমতি লইয়া পূর্ব্ববৎ নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

পূর্ব্বে রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, প্রভু তাঁহাকে গৃহে থাকিয়া অন্তর নিষ্ঠা করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হওয়ায় পুনরায় মহাপ্রভুর দর্শন জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। গৌড়ের ভক্তগণের

নীলাচল গমন সংবাদ পাইলেই রঘুনাথ বাটী হইতে পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে পথিমধ্য হইতে ধরিয়া আনেন। এইরূপে রঘুনাথ যতবার পলাইতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহার পিতা মাতা তত বারই তাঁহাকে লোক দ্বারা ধরিয়া লইয়া গেলেন। অবশেষে নিত্যানন্দ প্রভু পানীহাটি গ্রামে গমন করিলে রঘুনাথ তাঁহার চরণ সমীপে উপনীত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

"অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে পাঙ চৈতন্য চরণ॥
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়॥"
শ্রীচৈঃ চঃ—

নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, "অচিরে তোমার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরণ লাভ হইবে।"

এই পানীহাটি গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের ব্যয়ে বহু সংখ্যক বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া অতিশয় সমারোহের সহিত

চিড়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে চিড়া মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পানীহাটী শুভাগমন করিলে রঘুনাথের তথায় আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এই বিলম্ব জন্য প্রভু তাঁহার প্রতি প্রেমদণ্ড বিধান করেন। চিড়া মহোৎসব ঐ দণ্ড স্বরূপ। এই জন্য শ্রীবৈষ্ণবগণ উহাকে দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসবও কহিয়া থাকেন।

গৌড় ভক্তগণের পুনরায় নীলাচলে গমন সময় উপস্থিত হইলে রঘুনাথ একদিবস রাত্রিশেষে সুযোগক্রমে পলায়ন করিলেন। রঘুনাথের পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দশ জন লোক প্রেরণ করিলেন; কিন্তু এইবার কেহই রঘুনাথের অনুসন্ধান পাইল না।

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে॥
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

রঘুনাথ দাস গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রাম গমনে বার দিনে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এই সুদীর্ঘ পথ গমন কালে রঘুনাথ তিন দিবস মাত্র অন্নভোজন করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ সমীপস্থ হইলে মহাপ্রভু যারপর নাই প্রীত হইয়া কহিলেন,

যথা শ্রীচরিতামৃতে ;—

"প্রভু কহে আইস তিহোঁ ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে করিল আলিঙ্গন॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥"

রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভো. তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না। তোমার কৃপা দৃষ্টিতেই আমার বিষয় সম্পর্ক দূর হইল।" অনন্তর মহাপ্রভু রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদরের অধীনে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই স্বরূপ গোস্বামী তোমাকে সমুদয় শিক্ষা প্রদান করিবেন। আমার নিকটে তিনজন রঘুনাথ আছেন, অতএব আজ হইতে তোমার নাম 'স্বরূপের রঘু' রহিল।"

রঘুনাথের তীব্র বৈরাগ্য জগতে আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে। রঘুনাথ নয় লক্ষ টাকা আয়যুক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলাচলে ভিক্ষা মাত্র উপলক্ষ করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভিক্ষাও পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথের পর্য্যুষিত পরিত্যক্ত প্রসাদান্ন ধৌত করিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সংবাদ গোবিন্দ মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইলে, তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, যথা চরিতামৃতে ;—

"শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূল উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে সেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

রঘুনাথ স্বয়ং মহাপ্রভুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। একদিবস স্বরূপ গোস্বামী দ্বারা মহাপ্রভুকে অবগত করাইলেন যে, "কিরূপ কার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য, ইহা যদি প্রভু একবার শ্রীমুখে উপদেশ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।"

মহাপ্রভু রঘুনাথের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "রঘুনাথ, তোমার যাহা কিছু জানিবার প্রয়োজন হইবে, তুমি তৎসমুদয় স্বরূপের নিকট জানিতে পারিবে। সাধ্য সাধন তত্ত্ব স্বরূপ যাহা জানেন, আমি তাদৃশ জানি না। তথাপি আমি তোমার সন্তোষের জন্য কিছু উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর।

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানি মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্ক ধৃতং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
চন্দ্রোক্ত পদ্যং।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥"

তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, নিরভিমান এবং মানদ ব্যক্তিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।

মহাপ্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া নীলাচলে বাস করিতেছেন; ইতি মধ্যে এক দিবস হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে বলিলেন, "প্রভো, আমার একটি বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে।" তাঁহাকে অসুস্থের ন্যায় দর্শন করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "হরিদাস, তোমার শারীরিক কুশল ত? তোমাকে অদ্য বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "প্রভো, আমার শারীরিক কোন অসুখ নাই, কিন্তু বিষম মানসিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। শরীর জরাগ্রস্ত হওয়ায় অদ্য তিনলক্ষ জপ সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত অপর একটি বিষম তরঙ্গ উঠিয়া আমার হৃদয় আকুল করিতেছে। আমি অনুমান করিতেছি, তুমি

অতি সত্বরেই স্বধামে গমন করিবে, অতএব ঐ ঘটনার পূর্ব্বেই আমি দেহপাত করিতে ইচ্ছা করি। তোমার অন্তর্ধান আমি জীবন থাকিতে দর্শন করিতে পারিব না।" এই বলিয়া হরিদাস মহাপ্রভুর চরণযুগল ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু হরিদাসকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, কিন্তু আমি কিরূপে তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিব?"

"প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া।"

শ্রীচৈঃ চঃ—

হরিদাস কহিলেন, "প্রভো, আর আমাকে মমতা বদ্ধ করিও না। আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, তুমি অতি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে এবং তজ্জন্য আমার চিত্তে কিছুমাত্রও সুখবোধ হইতেছে না। প্রভো, অতঃপর এই অধীন দাসের প্রতি প্রসন্ন হও। আমার মনের বাসনা এই যে, তোমার শ্রীচরণ যুগল হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক, তোমার চন্দ্র বদন নিরীক্ষণ করিয়া, তোমার জগন্মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিব।"

"ভকত বৎসল প্রভু মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরিবে প্রভু মোর এই আশ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

পরদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু ভক্তমণ্ডলী সমভিব্যাহারে হরিদাসকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। হরিদাস দুই দিবস কিছুমাত্র আহার করেন নাই, কেবল মহাপ্রভুর কৃপা প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহারই অভয় চরণ ধ্যান করিতেছিলেন, এক্ষণে আপনার অভীষ্ট দেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ সঙ্গে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর আদেশানুসারে ভক্তগণ হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, স্বরূপদামোদর এবং গদাধরাদি প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দ হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর অসামান্য কৃপা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখ পদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্ব ভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বার বার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

ভীষ্মের ন্যায় হরিদাসকে ইচ্ছা মৃত্যুর অধীন হইতে দেখিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসের ত্যক্ত কলেবর অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্র তীরে গমন করিলেন, এবং হরিদাসের কলেবর সমুদ্র জলে স্নান করাইয়া মহানন্দে বালুকা-অভ্যন্তরে সমাধিস্থ করিলেন।

হরিদাসকে সমাধিস্থ করিয়া প্রভু ভক্তগণের সহিত সমুদ্রে অবগাহন করিলেন, তৎপরে পুরীর অভ্যন্তরে আগমন করিয়া মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করত হরিদাসের মহোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

"চৈতন্য চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুনে সেই চৈতন্য চরিত্র॥"

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তৈশ্চৈতন্য চরিতামৃতং॥"

শ্রীচৈঃ চঃ---

মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৪ বৎসর নবদ্বীপ বিহার করেন। তৎপরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে বাস করেন, এবং ৬ বৎসর তীর্থ ভ্রমণে অতিবাহিত হয়। ১৮৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েন। শেষ কএক বৎসর রাত্রি দিন কেবল ভাবাবেশে মগ্ন থাকিতেন। স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ অহরহঃ প্রভুর সন্নিকটে থাকিতেন এবং সময়োচিত শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন।

এক দিবস মহাপ্রভু রাত্রিযোগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জগন্নাথের সিংহদ্বার সমীপে পতিত রহিয়াছেন, স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণ অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে ঐ স্থানে প্রাপ্ত হইলেন।

সকলে দেখিলেন প্রভুর দেহ নিস্পন্দ, নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে না, হস্ত পদ সমুদয় গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া দীর্ঘাকার হইয়াছে, কেবল চর্ম্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র। প্রভুর এইরূপ দশা দর্শন করিয়া ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

"স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

অপর এক দিবস মহাপ্রভু ভাবাবেশে পতিত রহিয়াছেন, ভক্তগণ যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার হস্ত পদ সমুদয় দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রকাণ্ড দেহ, একটি কুষ্মাণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে। অনন্তর সকলে উচ্চরবে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে অনেকক্ষণ পর প্রভু চৈতন্য লাভ করিলেন।

এক দিবস মহাপ্রভু যমুনা ভ্রমে সমুদ্রের প্রতি ধাবমান হইয়া সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ভক্তগণ প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সংবাদ পাইলেন না। অবশেষে সকলে বিষণ্ণভাবে সমুদ্রের তীরে যাইয়া দেখেন, একজন ধীবর হরি

হরি-বলিয়া নৃত্য করিতেছে। স্বরূপ দামোদর জিজ্ঞাসা করি-লেন. "ওহে ধীবর, তোমার এরূপ দশা কেন হইল ?" জেলিয়া উত্তর করিল, "গোসাঞি, অদ্য আমার জালে এক মৃত দেহ উঠিয়াছে, ঐ দেহ স্পর্শ করিয়া অবধি আমার এইরূপ ভাব হইয়াছে।"

ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অনন্তর জেলি-য়ার সঙ্গে যাইয়া দেখিলেন, প্রভু শবাকারে পতিত রহিয়াছেন।

"জালিয়া কহে প্রভুকে দেখিয়াছো বার বার।
তিহোঁ নহে এই অতি বিকৃতি আকার॥
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি সন্ধি ছাড়ে হয় অতি দীর্ঘাকার॥
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সবা লঞা গেলা মহাপ্রভু দেখাইল॥
ভূমেতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শবকায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম লটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আনন না যায়॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ছাড়াইয়া॥
সবে মেলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে।
কতক্ষণে প্রভুকাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥

উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে।
অর্দ্ধ বাহ্য ইতি উতি করে দরশনে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ—

উপর্য্যুপরি কএক বার প্রভুর প্রেমবিকার জনিত৷ এইরূপ দশা দর্শন করিয়া ভক্তগণ অতিশয় চিন্তিত হইলেন, কিরূপে প্রভুকে রক্ষা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। সকলে অহরহঃ সতর্কভাবে থাকিলেও প্রভু যে কি প্রকারে পলায়ন করেন, কেহই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না।

মহাপ্রভু রাত্রি দিন ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকেন। যখন যেরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, স্বরূপ এবং রামানন্দ তদনুরূপ শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভুকে আনন্দিত করেন। এক দিবস মহাপ্রভু, স্বরূপ এবং রামানন্দকে বলিলেন, "কৃষ্ণ কলি জীবের প্রতি কিরূপ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন দেখ! অন্যান্য যুগের ন্যায় কলিতে কিছুমাত্র শ্রম বাহুল্য নাই, কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন দ্বারাই জীব কৃষ্ণাশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। কলি-সম্ভূত মনুষ্যের সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে একমাত্র নামের শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

তদনন্তর মহাপ্রভু স্বরূপ এবং রামানন্দকে আটটি শ্লোক উপদেশ করিলেন, উহা জগতে "শিক্ষাষ্টক" নামে চিরবিখ্যাত হইয়াছে। যথা ;—

১। "চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং ॥”

“সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

২। “নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশ মিহাজনিতানুরাগঃ ॥”

“অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥”

শ্রীচৈঃ চঃ—

৩। “তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥”

“উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥''

শ্রীচৈঃ চঃ—

৪। ''ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং,
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে,
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

''ধন জন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগেঁা দাস্য ভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥''

শ্রীচৈঃ চঃ—

৫। ''অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ
স্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥"

'তোমা নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক করোঁ দাও তোমার সেবন॥''

শ্রীচৈঃ চঃ—

৬। ''নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥''

''প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥''

শ্রীচৈঃ চঃ—

৭। ''যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥''

'উদ্বেগ দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥''

শ্রীচৈঃ চঃ--

৮। ''আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥''

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, হইলেও অতি ধৃষ্ট,
তথাপি আমার প্রাণনাথ।
করিতে না পারি রোষ, থাকিলেও শত দোষ,
বাঞ্ছা মনে রহি তার সাথ॥
দিয়া নানা মনঃ পীড়া, করে যদি সদা ক্রীড়া,
সেই শঠ লম্পট প্রধান।
সখি শুন বলি তোকে, চিত চায় সদা তাকে,
শ্যাম মোর জীবন আধান॥
শুন শুন সহচরী, আমা ছাড়ি পরনারী,
কৃষ্ণ যদি করে আলাপন।
মোর তাহে নহে দুঃখ, কৃষ্ণ সুখে মোর সুখ,
কৃষ্ণ তুষ্টে মোর তুষ্ট মন॥
"না গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ,
তার সুখে মম তাৎপর্য্য।
যদি মোরে দিলে দুখ, হয় তার মহাসুখ,
সেই দুখ মম সুখবর্য্য॥"
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্ত দাস, করি এই অভিলাষ,
কর যুড়ি চাহে পদাশ্রয়।
ভকত পদ মহিমা, কভু নাহি হয় সীমা,
কৃষ্ণ ভক্তি যাহে লাভ হয়॥

এক দিবস মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে ভক্তগণ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন। মহাপ্রভু দ্রুত গমনে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু ভক্তগণ

দ্বার সমীপে যাইবামাত্র আপনা হইতে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। বাটীর অভ্যন্তরে ভোগমন্দির প্রভৃতি স্থানে জগন্নাথের সেবকগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মহাপ্রভুকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এবং বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া সত্বরে আসিয়া দ্বার মোচন করিয়া দিলেন; কিন্তু মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর কেহই প্রভুকে দেখিতে পাইলেন না।

জগন্নাথের একজন সেবক বলিলেন, "আমি দেখিলাম মহাপ্রভু মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া জগন্মোহনকে আলিঙ্গন করিলেন; তৎপরেই বাহিরে কোলাহল শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিলাম; কিন্তু প্রভুকে আর দেখিতে পাইলাম না।"

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান বুঝিতে পারিয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্রীমন্দির জনতাপূর্ণ হইয়া উঠিল; চারি দিকে শোকানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অসহ্য প্রভু বিচ্ছেদে কাতর হইয়া স্বরূপ এবং রামানন্দাদি ভক্তবর্গ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিচ্ছেদে কাতর হইয়া গোপীনাথের মন্দিরে শববৎ পড়িয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গমন করিলে শ্রীমতীর যে দশা হইয়াছিল, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানে পণ্ডিত গোস্বামীরও অবিকল তাদৃশী অবস্থা হইল।

গদাধর নিত্য কর্ম্ম সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুল চিত্তে গোপীনাথের মন্দিরে ভূমিশয্যায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে মহাপ্রভু এক দিবস গদাধরকে

দর্শন দিয়া চকিতের ন্যায় গোপীনাথের দেহে প্রবেশ করিলেন। গৌর-গোপীনাথ মিলন হইলে গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে একটি সুবর্ণের রেখা পড়িল।

জগন্নাথ এবং গোপীনাথকে দর্শন করিলে অদ্যাপি গৌর-ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে গৌর-প্রেমের উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর কৃত প্রার্থনা পদ।

"যে আনিলা প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এক কালে কাঁহা গেলা গৌর নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ সুখের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পায়ে কাঁদে নরোত্তম দাস॥"

"শ্রীগৌরাঙ্গের দুটিপদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে, নিত্য সিদ্ধ করি মনে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজ ভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সমাপ্তমিতি সন ১৩০৩। ১লা বৈশাখ।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থকার "যুগাবতারের" পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কালে আমাকে দুইটী অনুরোধ করেন। পাণ্ডুলিপির ভাষা ও বিষয়গত সংশোধন প্রথম অনুরোধ, এবং পাণ্ডুলিপির যেখানে যে ন্যূনতা ও অসম্পূর্ণতা থাকিবে, তৎপরিহারার্থ গ্রন্থের শেষভাগে একটী পরিশিষ্ট প্রদান, ইহাই দ্বিতীয় অনুরোধ। আমি এই উভয়-বিধ অনুরোধ রক্ষায় সম্যক্ অসমর্থ হইলেও গৌরভক্ত গ্রন্থকারের সন্তোষার্থে ঐ অনুরোধ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার পাণ্ডুলিপি লিখিয়া খণ্ডশঃ আমার হস্তে অর্পণ করিতে লাগিলেন, আমিও সংশোধন আরম্ভ করিলাম। ইতিমধ্যে, এই জাতীয় গ্রন্থের প্রণয়ন, গ্রন্থকারের আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহারা সত্বর মুদ্রিত পুস্তক পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই আগ্রহবশে পাণ্ডুলিপি সত্বরই যন্ত্রস্থ করিতে হইয়াছিল। অগত্যা আমিও সংশোধনের যথেষ্ট অবসর পাই নাই। সুতরাং গ্রন্থের যে স্থল, যেরূপ করিবার ইচ্ছা ছিল, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এরূপ অবস্থায় স্থল বিশেষে কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রমাদ থাকাও অসম্ভব নহে। তবে ভরসা এই, তাহাতে গৌরভক্ত-বৃন্দের কোন কষ্ট হইবে না, কারণ তাঁহারা গৌরচরিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থের দোষ ধরিবার অবসর পাইবেন না।

"যুগাবতারের" পাণ্ডুলিপিতে বিষয়গত যেরূপ ন্যূনতা ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া যাইবার শঙ্কা করিয়াছিলাম, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, আমাদিগের সৌভাগ্য বশতঃ সেরূপ

ঘটনা হয় নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতা-মৃতের সকল অংশই ইহাতে স্থূলরূপে ও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং পরিশিষ্টে কিছুই লিখিবার নাই। তবে দৈনিক জমা খরচের ন্যায় সকল বিষয়েরই "খতিয়ান্" বা সার সংগ্রহ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু,—শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণের সহিত যে মতবাদের আলোচনা করিয়াছিলেন,—শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস গোস্বামীকুল-প্রদীপ অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পারঙ্গম মদীশ্বর শ্রীশ্রীমন্মদনগোপাল গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রুত হইয়াছে যে, সেই মতেরও "খতিয়ান" আছে। এই পরিশিষ্টে আমি কেবল সেই খতিয়ান্টুকু প্রদান করিলাম। যথা,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণ মমলং প্রেমা পুমর্থোমহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।"

এই শ্লোকটী, সুবিখ্যাত কবিকর্ণপুরের পিতা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণলাঞ্ছিত শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীসেন শিবানন্দ ঠাকুরের দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের স্বরচিত কণ্ঠমণিহার। কাঁচড়া পাড়ার বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ রায়জীর সেবা এই শ্রীনাথ ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। ঐ শ্লোকটী, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত "ভজনতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে ধৃত

হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে শ্লোকের সংস্কৃত টীকা নাই। বোধ হয়, শ্লোকার্থ অতি বিশদ বলিয়াই গোস্বামী জী তাহার টীকা করেন নাই। মহাজনের টীকা ব্যতিরেকে আধুনিক টীকা সঙ্কলনের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। উপাসকগণের পক্ষে উহার বাঙ্গালার্থই পর্য্যাপ্ত হইবে।

শ্রীবৃন্দাবন বিলাসী, শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আমাদের আরাধ্য ভগবান্; শ্রীব্রজবধূবর্গ কর্ত্তৃক তাঁহার যে কোন উপাসনা কল্পিত হইয়াছে, তাহাই পরম রমণীয়া। ভাগবত শাস্ত্রই সেই উপাসনার অমল প্রমাণ এবং পঞ্চম পুরুষার্থ স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমই সেই উপাসনার মহান্ ফল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মত এবং এই মতেই আমাদিগের পরমাদর বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের শ্লোকস্থ "মত" শব্দ দ্বারা অনেকের মনে এইরূপ একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি ঐ শ্লোক প্রতিপাদ্য উপাসনাতত্ত্ব ব্যতিরেকে আর কিছুই শিক্ষা দেন নাই? ঐ শ্লোকে "মত" শব্দের পরিবর্ত্তে উপাসনাত্মক অন্য কোন শব্দ থাকিলে, বোধ হয়, ঐরূপ প্রশ্ন আদৌ উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, ঐ প্রশ্নের উত্তরে এস্থলে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ছয় গোস্বামী ও সমসাময়িক অন্যান্য মহাজন প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা লক্ষাধিক। সে সকলই মহাপ্রভুর শিক্ষামূলক। ঐ সংখ্যা কাহার অসম্ভব বোধ হইলেও শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, হরিভক্তিবিলাস, উজ্জ্বলনীলমণি, ভাগবতামৃত, প্রভৃতি সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ গ্রন্থনিচয় যে, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিক্ষামূলক, তাহাতে

অণুমাত্র সংশয় নাই। মহাপ্রভু যাঁহাকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিষয় তিনটী মাত্র। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। এক সম্বন্ধ লইয়া জীব গোস্বামীর ষটসন্দর্ভের জীবতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব এই তিন বিষয়ে তিনখানি বৃহৎ সন্দর্ভের সৃষ্টি হইয়াছে। অভিধেয় ও প্রয়োজন লইয়া ভক্তি-সন্দর্ভ, প্রেমসন্দর্ভাদি নামক আরও তিনটি সন্দর্ভের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল গ্রন্থের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই জানেন যে মহাপ্রভু জগৎকে কত প্রকারের কত শিক্ষা দিয়াছেন। উপরিউক্ত শ্লোকে কেবল তাঁহার নিজ ভক্তগণের জন্য উপাসনা বিষয়ক "মত" সঙ্কলিত হইয়াছে। অন্যের জন্য, অন্য শিক্ষার সমুদ্র, ঐ শ্লোকার্থের বাহিরে পড়িয়া আছে।

উপরি উক্ত খতিয়ানের মধ্যে উপাস্য, উপাসনা, রূপ, রস, ধাম, বয়ঃ সকলই আছে; কিন্তু অতি প্রচ্ছন্নভাবে,—অতি গূঢ়ভাবে আছে। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন কালে মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে যে শ্লোকটী বিনির্গত হইয়াছিল, এস্থলে সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলে প্রাগুক্ত বিষয়গুলি বিশদ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। উপাধ্যায় মুখে আপন প্রশ্নের মনোমত উত্তরাবলী শ্রবণে;—

"প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ গদ স্বরে॥"

এই শ্লোকটী, মাধুর্য্য উপাসকগণের আদিগুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীরচিত। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর পরম গুরু। কোন মহাজন বলিয়া গিয়াছেন,—

"মাধবেন্দ্র পুরী হন প্রেমের অঙ্কুর।
সে প্রেমের ফল আমার চৈতন্য ঠাকুর॥"

এই মাধবেন্দ্রের শ্লোক মহাপ্রভুর মুখ হইতে প্রেম গদ্‌গদ স্বরে নির্গত হইল। যথা :—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয় মাদ্য এব পরোরসঃ॥"

শ্যামরূপ, মধুপুরী, কৈশোর বয়স এবং আদ্যরস এই তত্ত্ব চতুষ্টয় উপাসনার সারভূত।

টীকা ;—শ্যামং নবীননীলমেঘবর্ণং, পরং সর্ব্বোৎকর্ষরূপমেব বর্ত্ততে ইতি। পুরীণাং দ্বারকাগোলাকাদীনাং মধ্যে মধুপুরী মথুরামণ্ডলব্রজপুরী বরা প্রধানা ভবতি। বয়সাং বাল্য-পোগণ্ডাদীনাং মধ্যে কৈশোরকং আদ্যষোড়শপর্য্যন্তং সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠং ভবেৎ। বীরকরুণারৌদ্রাদীনাং মধ্যে আদ্য এব শৃঙ্গাররসঃ পরঃ সর্ব্বোত্তমোভবেদিতি।

উপরি উক্ত শ্লোকের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও "আরাধ্যো-ভগবান্" ইত্যাদির প্রণালী পথে কুজ্‌ঝটিকাবরণ রহিয়া যায়। এই আবরণ দূরীকরণ মানসেই যেন ভজনানন্দী ভক্ত মহারাজ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সাধক সম্মুখে স্বরচিত প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় রূপ সূর্য্যাংশুর বিকাশ করিয়াছেন। উহার প্রথম শ্লোকটী শ্রীরূপগোস্বামি-পাদের ভক্তি রসামৃত সিন্ধু হইতে এবং দ্বিতীয়টী গৌরপার্ষদাগ্রগণ্য শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয়ের "ভজনামৃত" গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা ;—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥"

সাধক, পরম প্রিয়তম কৃষ্ণ এবং নিজাভীষ্ট কৃষ্ণজনের স্মরণ পূর্ব্বক রাধাগোবিন্দের লীলা কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজধামে বাস করিবেন। ব্রজবাস দ্বিবিধ। সমর্থের শারীরিক বাস এবং অসমর্থের মানসিক বাস বিহিত।

টীকা ;—কৃষ্ণং স্মরন্নিতি। স্মরণস্যাত্র রাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগস্য মনসি বিস্মৃতত্বাৎ। শ্রেষ্ঠং নিজভাবোচিতলীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশ্বরং। অস্য কৃষ্ণস্য জনঞ্চ কীদৃশং নিজসমীহিতং স্বাভিলষণীয়ং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীললিতা-বিশাখারূপমঞ্জর্য্যাদিকং কৃষ্ণস্যাপি নিজসমীহিতত্বেপি তজ্জনস্য উজ্জ্বলভাবৈকনিষ্ঠত্বাৎ নিজসমীহিতত্বাধিক্যং। ব্রজে বাসমিতি। সামর্থ্যে সতি শ্রীমন্নন্দব্রজাবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ। মনসা সিদ্ধদেহেন বাসস্তু উত্তর শ্লোকার্থতঃ প্রাপ্তব্য এব।

দ্বিতীয় শ্লোক যথা;—

"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং॥"

এই শ্লোকটী শ্রীল নরহরি ঠাকুরের স্বরচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সাধক, সাধন কালে, আপনাকে, শ্রীললিতা, শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি সখীগণের সঙ্গিনী, তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে রাধা গোবিন্দের সেবাপরা, শ্রীকৃষ্ণের মনোহারী রূপে ও শ্রীরাধিকার নির্ম্মাল্য অলঙ্কারে ভূষিতা এবং অষ্টকালীন সেবা বিষয়িণী বাসনাময়ী ভাবে ধ্যান করিবেন।

টীকা ;—সখীনাং শ্রীললিতাশ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনাং সঙ্গিনী-

রূপাং আত্মানং ধ্যায়েদিতিশেষঃ কিম্ভূতাং আজ্ঞাসেবাপরাং আজ্ঞয়া তাসামনুমত্যা সেবাপরাং রাধামাধবয়ো রিতিশেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং—সুপ্রসিদ্ধশ্রীকৃষ্ণ মনোহর-রূপেণ শ্রীরাধিকানির্ম্মাল্যালঙ্কারেণচ ভূষিতাং। (নির্ম্মাল্য-মাল্যবসনাভরণাস্তু দাসা ইত্যুক্তেঃ)। পুনঃ কিম্ভূতাং বাসনা-ময়ীং রাধাগোবিন্দয়োরষ্টকালীনসেবাবিষয়িণীচিন্তাময়ীং ঈক্ষেত। (চিন্তাময়মেতমীশ্বরমিত্যাদিবৎ।)

এই সেবা দ্বিবিধা।যথা;—

"সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

ব্রজভাব লিপ্সু সাধক, নিজাভীষ্ট যে কোন ব্রজবাসীর ভাবানুগতি আশ্রয় পূর্ব্বক ভাবময় সিদ্ধদেহে মানসী সেবা, এবং বাহ্যে সাধক দেহে শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা দৈহিকসেবা করিবেন। ভাবময় সিদ্ধ দেহের মানসী সেবা পূর্ব্ব শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এই শোকের টীকা নিম্নে ধৃত হইল।

টীকা;--সেবাসাধকরূপেণ যথাস্থিতদেহেন, সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেনচ কার্য্যা ইতি শেষঃ। উভয়বিধসাধকেন কিম্ভূতেন তৎ তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যোভাবোরতিবিশেষস্তল্লিপ্সুনা। ব্রজলোকাস্তত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক ভারতের অধিকারভেদপ্রথা সম্যক্‌রূপে অনুস্যূত আছে। ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাব আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রজ্ঞ-গোপালের উপাসনা করা যেমন তেমন সাধকের সাধ্য নহে।

যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শরণাগতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই ঐ উপাসনার অধিকারী। আত্মনিবেদনের বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকিতে—হৃদয়ে অন্যকামনা কি,জ্ঞানকর্ম্মাদির গন্ধমাত্র থাকিতে ঐ উপাসনার অধিকার হয়না। মহাপ্রভু ইহাও দেখাইয়াছেন যে,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই শ্লোক মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকেরই অন্যতম। তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, সম্ভ্রমজ্ঞানবিহীন ও পরসম্মানকারী ব্যক্তিমাত্রেই হরিকীর্ত্তনের অধিকারীবটে; কিন্তু এই ভাবে চরিত্র গঠিত করিয়া নাম কীর্ত্তন করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। যথা;—

"শ্রীকৃষ্ণ ভজনে মনে ছিল বড় সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাধ॥"

যাহা হউক, যে সকল ভাগ্যশালী সাধক এই ভাবে নাম লইতে পারেন, ক্রমশঃ তাঁহাদিগের ঐ উচ্চ অধিকার প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু এইরূপে নাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরণাগতি সাধন আবশ্যক হয়। মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ঐ শরণাগতি সাধনের বিধান করিয়াছেন। তিনি হরিভক্তি বিলাসে পদ্মপুরাণীয় বৈষ্ণব তন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা;—

"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
"আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়েতে শরণাগতিঃ॥

বা পাঠান্তর—

"তৎ প্রেম্নাত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥"

"শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥"

শরণাগতিই পরমা সিদ্ধি। (১) ভক্তির অনুকূল আচরণ, (২) প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জন, (৩) কৃষ্ণ আমার রক্ষয়িতা, (৪) কৃষ্ণ আমার পালয়িতা এই বিশ্বাস, (৫) কৃষ্ণে আত্ম-নিক্ষেপ এবং (৬) দৈন্ত আশ্রয়, এই ষড়্বিধ শরণাগতির লক্ষণ।

টীকা ;—আত্মসমর্পণং ষড়্বিধমাহ। আনুকূল্যস্যেতি আনুকূল্যস্য কৃষ্ণানুকূলাসেবনস্য গ্রহণং। প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং শত্রুত্বাভিমানবর্জ্জনং। মাং রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। গোপ্তৃত্বে বরণং পালনার্থে আত্মসমর্পণং তথা। তৎ প্রেম্নাত্মনিক্ষেপঃ। কার্পণ্যং দৈন্তমঙ্গীকারঃ। এতে ষট্ শরণাগতিঃ শ্রীকৃষ্ণভজনে আগতির্বিনিষ্ঠমতিঃ।

ইতি যুগাবতারপরিশিষ্টঃ।

গৌরগণানুগতদাস

শ্রীকালীময় ঘটক।